إِنْجِيلُ لُوقَا

الأصحَاحُ الأَوَّلُ

[١]إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قَدْ أَخَذُوا بِتَأْلِيفِ قِصَّةٍ فِي الأُمُورِ الْمُتَيَقَّنَةِ
عِنْدَنَا، [٢]كَمَا سَلَّمَهَا إِلَيْنَا الَّذِينَ كَانُوا مُنْذُ الْبَدْءِ مُعَايِنِينَ وَخُدَّامًا
لِلْكَلِمَةِ، [٣]رَأَيْتُ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ تَتَبَّعْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأَوَّلِ بِتَدْقِيقٍ،
أَنْ أَكْتُبَ عَلَى التَّوَالِي إِلَيْكَ أَيُّهَا الْعَزِيزُ ثَاوُفِيلُسُ، [٤]لِتَعْرِفَ صِحَّةَ
الْكَلاَمِ الَّذِي عُلِّمْتَ بِهِ.

[٥]كَانَ فِي أَيَّامِ هِيرُودُسَ مَلِكِ الْيَهُودِيَّةِ كَاهِنٌ اسْمُهُ زَكَرِيَّا مِنْ
فِرْقَةِ أَبِيَّا، وَامْرَأَتُهُ مِنْ بَنَاتِ هارُونَ وَاسْمُهَا أَلِيصَابَاتُ. [٦]وَكَانَا
كِلاَهُمَا بَارَّيْنِ أَمَامَ اللهِ، سَالِكَيْنِ فِي جَمِيعِ وَصَايَا الرَّبِّ وَأَحْكَامِهِ
بِلاَ لَوْمٍ. [٧]وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَلَدٌ، إِذْ كَانَتْ أَلِيصَابَاتُ عَاقِرًا. وَكَانَا
كِلاَهُمَا مُتَقَدِّمَيْنِ فِي أَيَّامِهِمَا.

[٨]فَبَيْنَمَا هُوَ يَكْهَنُ فِي نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ أَمَامَ اللهِ، [٩]حَسَبَ عَادَةِ
الْكَهَنُوتِ، أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى هَيْكَلِ الرَّبِّ وَيُبَخِّرَ.
[١٠]وَكَانَ كُلُّ جُمْهُورِ الشَّعْبِ يُصَلُّونَ خَارِجًا وَقْتَ الْبَخُورِ.
[١١]فَظَهَرَ لَهُ مَلاَكُ الرَّبِّ وَاقِفًا عَنْ يَمِينِ مَذْبَحِ الْبَخُورِ. [١٢]فَلَمَّا رَآهُ
زَكَرِيَّا اضْطَرَبَ وَوَقَعَ عَلَيْهِ خَوْفٌ. [١٣]فَقَالَ لَهُ الْمَلاَكُ:«لاَ تَخَفْ
يَا زَكَرِيَّا، لأَنَّ طِلْبَتَكَ قَدْ سُمِعَتْ، وَامْرَأَتُكَ أَلِيصَابَاتُ سَتَلِدُ لَكَ
ابْنًا وَتُسَمِّيهِ يُوحَنَّا. [١٤]وَيَكُونُ لَكَ فَرَحٌ وَابْتِهَاجٌ، وَكَثِيرُونَ
سَيَفْرَحُونَ بِوِلاَدَتِهِ، [١٥]لأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيمًا أَمَامَ الرَّبِّ، وَخَمْرًا
وَمُسْكِرًا لاَ يَشْرَبُ، وَمِنْ بَطْنِ أُمِّهِ يَمْتَلِئُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ.

লূক

১ অধ্যায়

১মাননীয় থিয়ফিল, আমাদের মধ্যে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা যাঁরা প্রথম থেকে
নিজের চোখে দেখেছেন ও আল্লাহ্‌র সুসংবাদ তবলিগ করেছেন, তাঁরা আমাদের
কাছে সব কিছু জানিয়েছেন, আর তাঁদের কথামতই অনেকে সেই সব বিষয়গুলো
পরপর লিখেছেন। ৩সেই সব বিষয় সম্বন্ধে প্রথম থেকে ভালভাবে খোঁজ-খবর
নিয়ে আপনার জন্য তা একটা একটা করে লেখা আমিও ভাল মনে করলাম। ৪এর
ফলে আপনি যা জেনেছেন তা সত্যি কি না জানতে পারবেন। ৫হেরোদ যখন
এহুদিয়া প্রদেশের বাদশাহ্‌ ছিলেন সেই সময়ে ইমাম অবিয়ের দলে জাকারিয়া নামে
ইহুদীদের একজন ইমাম ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল এলিজাবেত। তিনিও ছিলেন
ইমাম হারুনের একজন বংশধর। ৬তাঁরা দু'জনেই আল্লাহ্‌র চোখে ধার্মিক ছিলেন।
মাবুদের সমস্ত হুকুম ও নিয়ম তাঁরা নিখুঁতভাবে পালন করতেন। ৭তাঁদের কোন
ছেলেমেয়ে হয় নি কারণ এলিজাবেত বন্ধ্যা ছিলেন। এছাড়া তাঁদের বয়সও খুব
বেশী হয়ে গিয়েছিল। ৮একবার নিজের দলের পালার সময় জাকারিয়া ইমাম
হিসাবে আল্লাহ্‌র এবাদত-কাজ করছিলেন। ৯ইমামের কাজের চলতি নিয়ম
অনুসারে গুলিবাঁট দ্বারা তাঁকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল, যেন তিনি বায়তুল-
মোকাদ্দসের পবিত্র স্থানে গিয়ে ধূপ জ্বালাতে পারেন। ১০ধূপ জ্বালাবার সময় বাইরে
অনেক লোক মুনাজাত করছিল। ১১এমন সময় ধূপগাহের ডানদিকে মাবুদের
একজন ফেরেশতা হঠাৎ এসে জাকারিয়াকে দেখা দিলেন। ১২ফেরেশতাকে দেখে
তাঁর মন অস্থির হয়ে উঠল এবং তিনি ভয় পেলেন। ১৩ফেরেশতা তাঁকে বললেন,
"জাকারিয়া, ভয় কোরো না, কারণ আল্লাহ্‌ তোমার মুনাজাত শুনেছেন। তোমার
স্ত্রী এলিজাবেতের একটি ছেলে হবে। তুমি তার নাম রেখো ইয়াহিয়া। ১৪সে
তোমার জীবনে মহা আনন্দের কারণ হবে এবং তার জন্মের দরুন আরও অনেকে
আনন্দিত হবে, ১৫কারণ মাবুদের চোখে সে মহান হবে। সে কখনও আংগুর-রস
বা কোন রকম মদানো রস খাবে না এবং মায়ের গর্ভে থাকতেই সে পাক-রূহে পূর্ণ
হবে।

١٦وَيَرُدُّ كَثِيرِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الرَّبِّ إِلهِهِمْ. ١٧وَيَتَقَدَّمُ
أَمَامَهُ بِرُوحِ إِيلِيَّا وَقُوَّتِهِ، لِيَرُدَّ قُلُوبَ الآبَاءِ إِلَى الأَبْنَاءِ، وَالْعُصَاةَ
إِلَى فِكْرِ الأَبْرَارِ، لِكَيْ يُهَيِّئَ لِلرَّبِّ شَعْبًا مُسْتَعِدًّا». ١٨فَقَالَ زَكَرِيَّا
لِلْمَلاَكِ:«كَيْفَ أَعْلَمُ هذَا، لأَنِّي أَنَا شَيْخٌ وَامْرَأَتِي مُتَقَدِّمَةٌ فِي
أَيَّامِهَا؟» ١٩فَأَجَابَ الْمَلاَكُ وَقَالَ لَهُ:«أَنَا جِبْرَائِيلُ الْوَاقِفُ قُدَّامَ
اللهِ، وَأُرْسِلْتُ لأُكَلِّمَكَ وَأُبَشِّرَكَ بِهذَا. ٢٠وَهَا أَنْتَ تَكُونُ صَامِتًا وَلاَ
تَقْدِرُ أَنْ تَتَكَلَّمَ، إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ هذَا، لأَنَّكَ لَمْ تُصَدِّقْ
كَلاَمِي الَّذِي سَيَتِمُّ فِي وَقْتِهِ». ٢١وَكَانَ الشَّعْبُ مُنْتَظِرِينَ زَكَرِيَّا
وَمُتَعَجِّبِينَ مِنْ إِبْطَائِهِ فِي الْهَيْكَلِ. ٢٢فَلَمَّا خَرَجَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ
يُكَلِّمَهُمْ، فَفَهِمُوا أَنَّهُ قَدْ رَأَى رُؤْيَا فِي الْهَيْكَلِ. فَكَانَ يُومِئُ إِلَيْهِمْ
وَبَقِيَ صَامِتًا.

٢٣وَلَمَّا كَمِلَتْ أَيَّامُ خِدْمَتِهِ مَضَى إِلَى بَيْتِهِ. ٢٤وَبَعْدَ تِلْكَ الأَيَّامِ
حَبِلَتْ أَلِيصَابَاتُ امْرَأَتُهُ، وَأَخْفَتْ نَفْسَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَائِلَةً:
٢٥«هكَذَا قَدْ فَعَلَ بِيَ الرَّبُّ فِي الأَيَّامِ الَّتِي فِيهَا نَظَرَ إِلَيَّ، لِيَنْزِعَ
عَارِي بَيْنَ النَّاسِ».

٢٦وَفِي الشَّهْرِ السَّادِسِ أُرْسِلَ جِبْرَائِيلُ الْمَلاَكُ مِنَ اللهِ إِلَى
مَدِينَةٍ مِنَ الْجَلِيلِ اسْمُهَا نَاصِرَةُ، ٢٧إِلَى عَذْرَاءَ مَخْطُوبَةٍ لِرَجُلٍ
مِنْ بَيْتِ دَاوُدَ اسْمُهُ يُوسُفُ. وَاسْمُ الْعَذْرَاءِ مَرْيَمُ. ٢٨فَدَخَلَ إِلَيْهَا
الْمَلاَكُ وَقَالَ:«سَلاَمٌ لَكِ أَيَّتُهَا الْمُنْعَمُ عَلَيْهَا! اَلرَّبُّ مَعَكِ. مُبَارَكَةٌ
أَنْتِ فِي النِّسَاءِ». ٢٩فَلَمَّا رَأَتْهُ اضْطَرَبَتْ مِنْ كَلاَمِهِ، وَفَكَّرَتْ:«مَا
عَسَى أَنْ تَكُونَ هذِهِ التَّحِيَّةُ!»

১৬বনি-ইসরাইলদের অনেককেই সে তাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনবে।
১৭নবী ইলিয়াসের মত মনোভাব ও শক্তি নিয়ে সে মাবুদের আগে আসবে। সে
পিতার মন সন্তানের দিকে ফিরাবে এবং অবাধ্য লোকদের মনের ভাব বদলে
আল্লাহ্‌ভক্ত লোকদের মনের ভাবের মত করবে। এইভাবে সে মাবুদের জন্য এক
দল লোককে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করবে।” ১৮তখন জাকারিয়া ফেরেশতাকে
বললেন, “কিভাবে আমি তা বুঝব? আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি এবং আমার স্ত্রীর
বয়সও অনেক বেশী হয়ে গেছে।” ১৯ফেরেশতা তাঁকে বললেন, “আমার নাম
জিবরাইল; আমি আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার সংগে কথা বলবার জন্য
ও তোমাকে এই সুসংবাদ দেবার জন্য আল্লাহ্‌ আমাকে পাঠিয়েছেন। ২০দেখ,
আমার কথা সময়মতই পূর্ণ হবে, কিন্তু তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর নি বলে বোবা
হয়ে থাকবে। যতদিন না এই সব ঘটে ততদিন তুমি কথা বলতে পারবে না।”
২১এদিকে লোকেরা জাকারিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। বায়তুল-মোকাদ্দসের
পবিত্র স্থানে তাঁর দেরি হচ্ছে দেখে তারা ভাবতে লাগল। ২২পরে জাকারিয়া যখন
বের হয়ে আসলেন তখন লোকদের সংগে কথা বলতে পারলেন না। এতে
লোকেরা বুঝতে পারল পবিত্র স্থানে তিনি কোন দর্শন পেয়েছেন। তিনি লোকদের
কাছে ইশারায় কথা বলতে থাকলেন এবং বোবা হয়ে রইলেন। ২৩ইমামের কাজের
পালা শেষ হবার পরে জাকারিয়া বাড়ী চলে গেলেন। ২৪এর পরে তাঁর স্ত্রী
এলিজাবেত গর্ভবতী হলেন এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত বাড়ী ছেড়ে বাইরে গেলেন না।
তিনি বললেন, ২৫“এটা মাবুদেরই কাজ। মানুষের কাছে আমার লজ্জা দূর করবার
জন্য তিনি এখন আমার দিকে চোখ তুলে চেয়েছেন।” ২৬-২৭এলিজাবেতের যখন
ছয় মাসের গর্ভ তখন আল্লাহ্‌ গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রামের মরিয়ম নামে একটি
অবিবাহিতা সতী মেয়ের কাছে জিবরাইল ফেরেশতাকে পাঠালেন। বাদশাহ্‌
দাউদের বংশের ইউসুফ নামে একজন লোকের সংগে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা ঠিক
হয়েছিল। ২৮ফেরেশতা মরিয়মের কাছে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন,
“মাবুদ তোমার সংগে আছেন এবং তোমাকে অনেক দোয়া করেছেন।” ২৯এই কথা
শুনে মরিয়মের মন খুব অস্থির হয়ে উঠল। তিনি ভাবতে লাগলেন এই রকম
সালামের মানে কি।

৩০ফেরেশতা তাঁকে বললেন, “মরিয়ম, ভয় কোরো না, কারণ আল্লাহ্ তোমাকে
খুব রহমত করেছেন। ৩১শোন, তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে।
তুমি তাঁর নাম ঈসা রাখবে। ৩২তিনি মহান হবেন। তাঁকে আল্লাহ্তা’লার পুত্র বলা
হবে। মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর পূর্বপুরুষ বাদশাহ্ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন।
৩৩তিনি ইয়াকুবের বংশের লোকদের উপরে চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন। তাঁর
রাজত্ব কখনও শেষ হবে না।” ৩৪তখন মরিয়ম ফেরেশতাকে বললেন, “এ কেমন
করে হবে? আমার তো বিয়ে হয় নি।” ৩৫ফেরেশতা বললেন, “পাক-রূহ্ তোমার
উপরে আসবেন এবং আল্লাহ্তা’লার শক্তির ছায়া তোমার উপরে পড়বে। এইজন্য
যে পবিত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবেন তাঁকে ইব্নুল্লাহ্ বলা হবে। ৩৬দেখ, এই বুড়ো
বয়সে তোমার আত্মীয়া এলিজাবেতের গর্ভেও ছেলের জন্ম হয়েছে। লোকে বলত
তার ছেলেমেয়ে হবে না, কিন্তু এখন তার ছয় মাস চলছে। ৩৭আল্লাহ্র কাছে
অসম্ভব বলে কোন কিছুই নেই।” ৩৮মরিয়ম বললেন, “আমি মাবুদের বাঁদী,
আপনার কথামতই আমার উপর সব কিছু হোক।” এর পরে ফেরেশতা মরিয়মের
কাছ থেকে চলে গেলেন। ৩৯তারপর মরিয়ম তাড়াতাড়ি করে এহুদিয়া প্রদেশের
একটা গ্রামে গেলেন। গ্রামটা পাহাড়ী এলাকায় ছিল। ৪০মরিয়ম সেখানে
জাকারিয়ার বাড়ীতে ঢুকে এলিজাবেতকে সালাম জানালেন। ৪১এলিজাবেত
যখন মরিয়মের কথা শুনলেন তখন তাঁর গর্ভের শিশুটি নেচে উঠল। তিনি পাক-
রূহে পূর্ণ হয়ে জোরে জোরে বললেন,“সমস্ত স্ত্রীলোকদের মধ্যে তুমি ধন্যা এবং
তোমার যে সন্তান হবে সেই সন্তানও ধন্য। ৪৩আমার প্রভুর মা আমার কাছে
এসেছেন, এ কেমন করে সম্ভব হল? ৪৪যখনই আমি তোমার কথা শুনলাম তখনই
আমার গর্ভের শিশুটি আনন্দে নেচে উঠল। ৪৫তুমি ধন্যা, কারণ তুমি বিশ্বাস করেছ
যে, মাবুদ তোমাকে যা বলেছেন তা পূর্ণ হবে।” ৪৬তখন মরিয়ম বললেন, “আমার
হৃদয় মাবুদের প্রশংসা করছে; ৪৭আমার নাজাতদাতা আল্লাহ্কে নিয়ে আমার দিল
আনন্দে ভরে উঠছে, ৪৮কারণ তাঁর এই সামান্যা বাঁদীর দিকে তিনি মনোযোগ
দিয়েছেন। এখন থেকে সব লোক আমাকে ধন্যা বলবে, ৪৯কারণ শক্তিমান আল্লাহ্
আমার জন্য কত না মহৎ কাজ করেছেন। তিনি পবিত্র। ৫০যারা তাঁকে ভয় করে
তাদের প্রতি তিনি মমতা করেন, বংশের পর বংশ ধরেই করেন।

٣٠فَقَالَ لَهَا الْمَلاَكُ:«لاَ تَخَافِي يَا مَرْيَمُ، لأَنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَ
اللهِ. ٣١وَهَا أَنْتِ سَتَحْبَلِينَ وَتَلِدِينَ ابْنًا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ. ٣٢هذَا يَكُونُ
عَظِيمًا، وَابْنَ الْعَلِيِّ يُدْعَى، وَيُعْطِيهِ الرَّبُّ الإِلهُ كُرْسِيَّ دَاوُدَ أَبِيهِ،
٣٣وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ يَعْقُوبَ إِلَى الأَبَدِ، وَلاَ يَكُونُ لِمُلْكِهِ نِهَايَةٌ».

٣٤فَقَالَتْ مَرْيَمُ لِلْمَلاَكِ:«كَيْفَ يَكُونُ هذَا وَأَنَا لَسْتُ أَعْرِفُ
رَجُلاً؟»

٣٥فَأَجَابَ الْمَلاَكُ وَقَالَ لَهَا: «اَلرُّوحُ الْقُدُسُ يَحِلُّ عَلَيْكِ، وَقُوَّةُ
الْعَلِيِّ تُظَلِّلُكِ، فَلِذلِكَ أَيْضًا الْقُدُّوسُ الْمَوْلُودُ مِنْكِ يُدْعَى ابْنَ اللهِ.
٣٦وَهُوَذَا أَلِيصَابَاتُ نَسِيبَتُكِ هِيَ أَيْضًا حُبْلَى بِابْنٍ فِي شَيْخُوخَتِهَا،
وَهذَا هُوَ الشَّهْرُ السَّادِسُ لِتِلْكَ الْمَدْعُوَّةِ عَاقِرًا، ٣٧لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ
غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَى اللهِ». ٣٨فَقَالَتْ مَرْيَمُ: «هُوَذَا أَنَا أَمَةُ الرَّبِّ. لِيَكُنْ
لِي كَقَوْلِكَ». فَمَضَى مِنْ عِنْدِهَا الْمَلاَكُ.

٣٩فَقَامَتْ مَرْيَمُ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ وَذَهَبَتْ بِسُرْعَةٍ إِلَى الْجِبَالِ إِلَى
مَدِينَةِ يَهُوذَا، ٤٠وَدَخَلَتْ بَيْتَ زَكَرِيَّا وَسَلَّمَتْ عَلَى أَلِيصَابَاتَ. ٤١فَلَمَّا
سَمِعَتْ أَلِيصَابَاتُ سَلاَمَ مَرْيَمَ ارْتَكَضَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِهَا، وَامْتَلأَتْ
أَلِيصَابَاتُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، ٤٢وَصَرَخَتْ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ
وَقَالَتْ:«مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي النِّسَاءِ وَمُبَارَكَةٌ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ! ٤٣فَمِنْ
أَيْنَ لِي هذَا أَنْ تَأْتِيَ أُمُّ رَبِّي إِلَيَّ؟ ٤٤فَهُوَذَا حِينَ صَارَ صَوْتُ
سَلاَمِكِ فِي أُذُنَيَّ ارْتَكَضَ الْجَنِينُ بِابْتِهَاجٍ فِي بَطْنِي. ٤٥فَطُوبَى
لِلَّتِي آمَنَتْ أَنْ يَتِمَّ مَا قِيلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ».

٤٦فَقَالَتْ مَرْيَمُ:«تُعَظِّمُ نَفْسِي الرَّبَّ، ٤٧وَتَبْتَهِجُ رُوحِي بِاللهِ
مُخَلِّصِي، ٤٨لأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى اتِّضَاعِ أَمَتِهِ. فَهُوَذَا مُنْذُ الآنَ جَمِيعُ
الأَجْيَالِ تُطَوِّبُنِي، ٤٩لأَنَّ الْقَدِيرَ صَنَعَ بِي عَظَائِمَ، وَاسْمُهُ قُدُّوسٌ،
٥٠وَرَحْمَتُهُ إِلَى جِيلِ الأَجْيَالِ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَهُ.

٥١صَنَعَ قُوَّةً بِذِرَاعِهِ. شَتَّتَ الْمُسْتَكْبِرِينَ بِفِكْرِ قُلُوبِهِمْ. ٥٢أَنْزَلَ
الأَعِزَّاءَ عَنِ الْكَرَاسِيِّ وَرَفَعَ الْمُتَّضِعِينَ. ٥٣أَشْبَعَ الْجِيَاعَ خَيْرَاتٍ
وَصَرَفَ الأَغْنِيَاءَ فَارِغِينَ. ٥٤عَضَدَ إِسْرَائِيلَ فَتَاهُ لِيَذْكُرَ رَحْمَةً،
٥٥كَمَا كَلَّمَ آبَاءَنَا. لإِبْرَاهِيمَ وَنَسْلِهِ إِلَى الأَبَدِ». ٥٦فَمَكَثَتْ مَرْيَمُ
عِنْدَهَا نَحْوَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا.

٥١তিনি হাত বাড়িয়ে মহাশক্তির কাজ করেছেন; যাদের মন অহংকারে ভরা
তাদের তিনি চারদিকে দূর করে দিয়েছেন। ৫২সিংহাসন থেকে বাদশাহ্‌দের তিনি
নামিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সাধারণ লোকদের তুলে ধরেছেন। ৫৩যাদের অভাব
আছে, ভাল ভাল জিনিস দিয়ে তিনি তাদের অভাব পূরণ করেছেন, কিন্তু ধনীদের
খালি হাতে বিদায় করেছেন। ৫৪তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে যে ওয়াদা
করেছিলেন, সেইমতই তিনি তাঁর গোলাম ইসরাইলকে সাহায্য করেছেন। ইব্রাহিম
ও তাঁর বংশের লোকদের উপরে চিরকাল মমতা করবার কথা তিনি মনে
রেখেছেন।” ৫৬প্রায় তিন মাস এলিজাবেতের কাছে থাকবার পর মরিয়ম নিজের
বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

٥٧وَأَمَّا أَلِيصَابَاتُ فَتَمَّ زَمَانُهَا لِتَلِدَ، فَوَلَدَتِ ابْنًا. ٥٨وَسَمِعَ جِيرَانُهَا
وَأَقْرِبَاؤُهَا أَنَّ الرَّبَّ عَظَّمَ رَحْمَتَهُ لَهَا، فَفَرِحُوا مَعَهَا. ٥٩وَفِي الْيَوْمِ
الثَّامِنِ جَاءُوا لِيَخْتِنُوا الصَّبِيَّ، وَسَمَّوْهُ بِاسْمِ أَبِيهِ زَكَرِيَّا.
٦٠فَأَجَابَتْ أُمُّهُ وَقَالَتْ:«لاَ! بَلْ يُسَمَّى يُوحَنَّا». ٦١فَقَالُوا لَهَا:«لَيْسَ
أَحَدٌ فِي عَشِيرَتِكِ تَسَمَّى بِهذَا الاسْمِ». ٦٢ثُمَّ أَوْمَأُوا إِلَى أَبِيهِ، مَاذَا
يُرِيدُ أَنْ يُسَمَّى. ٦٣فَطَلَبَ لَوْحًا وَكَتَبَ قَائِلاً: «اسْمُهُ يُوحَنَّا».
فَتَعَجَّبَ الْجَمِيعُ. ٦٤وَفِي الْحَالِ انْفَتَحَ فَمُهُ وَلِسَانُهُ وَتَكَلَّمَ وَبَارَكَ اللهَ.
٦٥فَوَقَعَ خَوْفٌ عَلَى كُلِّ جِيرَانِهِمْ. وَتُحُدِّثَ بِهذِهِ الأُمُورِ جَمِيعِهَا
فِي كُلِّ جِبَالِ الْيَهُودِيَّةِ، ٦٦فَأَوْدَعَهَا جَمِيعُ السَّامِعِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
قَائِلِينَ:«أَتَرَى مَاذَا يَكُونُ هذَا الصَّبِيُّ؟» وَكَانَتْ يَدُ الرَّبِّ مَعَهُ.

৫৭এলিজাবেতের সন্তান হবার সময় পূর্ণ হলে পর একটি ছেলে হল।
৫৮তাঁর উপর মাবুদের প্রচুর মমতার কথা শুনে প্রতিবেশীরা ও আত্মীয়রা তাঁর
সংগে আনন্দ করতে লাগল। ৫৯ইহুদীদের নিয়ম মত আট দিনের দিন তারা
ছেলেটির খৎনা করাবার কাজে যোগ দিতে আসল। তারা ছেলেটির নাম তার
পিতার নামের মত জাকারিয়া রাখতে চাইল, ৬০কিন্তু তার মা বললেন, “না, এর
নাম ইয়াহিয়া রাখা হবে।” ৬১তারা এলিজাবেতকে বলল, “আপনার আত্মীয়-
স্বজনদের মধ্যে তো কারও ঐ নাম নেই।” ৬২তারা ইশারা করে ছেলেটির পিতার
কাছ থেকে জানতে চাইল তিনি কি নাম দিতে চান। ৬৩জাকারিয়া লিখবার জিনিস
চেয়ে নিয়ে লিখলেন, “ওর নাম ইয়াহিয়া।” এতে তারা সবাই অবাক হল, ৬৪আর
তখনই জাকারিয়ার মুখ ও জিভ্‌ খুলে গেল এবং তিনি কথা বলতে ও আল্লাহ্‌র
প্রশংসা করতে লাগলেন। ৬৫এ দেখে প্রতিবেশীরা সবাই ভয় পেল, আর এহুদিয়ার
সমস্ত পাহাড়ী এলাকার লোকেরা এই সব বিষয়ে বলাবলি করতে লাগল। ৬৬যারা
এই সব কথা শুনল তারা প্রত্যেকেই মনে মনে তা ভাবতে লাগল আর বলল, “বড়
হয়ে এই ছেলেটি তবে কি হবে!” তারা এই কথা বলল, কারণ মাবুদের শক্তি এই
ছেলেটির উপর দেখা গিয়েছিল।

٦٧وَامْتَلأَ زَكَرِيَّا أَبُوهُ مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، وَتَنَبَّأَ قَائِلاً: ٦٨«مُبَارَكٌ
الرَّبُّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ لأَنَّهُ افْتَقَدَ وَصَنَعَ فِدَاءً لِشَعْبِهِ، ٦٩وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ
خَلاَصٍ فِي بَيْتِ دَاوُدَ فَتَاهُ.

৬৭পরে ছেলেটির পিতা জাকারিয়া পাক-রূহে
পূর্ণ হয়ে নবী হিসাবে এই কথা বলতে লাগলেন, ৬৮“ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্‌র
প্রশংসা হোক, কারণ তিনি তাঁর নিজের বান্দাদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন আর
তাদের মুক্ত করেছেন। ৬৯তিনি আমাদের জন্য তাঁর গোলাম দাউদের বংশ থেকে
একজন শক্তিশালী নাজাতদাতা তুলেছেন।

৭০এই কথা তাঁর পবিত্র নবীদের মুখ দিয়ে তিনি অনেক দিন আগেই বলেছিলেন।
৭১তিনি শত্রুদের হাত থেকে আর যারা ঘৃণা করে তাদের সকলের হাত থেকে
আমাদের রক্ষা করেছেন। ৭২তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের মমতা করবার জন্য আর
তাঁর পবিত্র ব্যবস্থা, অর্থাৎ তাঁর কসম পূর্ণ করবার জন্য আমাদের রক্ষা করেছেন।
৭৩সেই কসম তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের কাছে খেয়েছিলেন। তিনি
শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন যেন যতদিন বেঁচে থাকি পবিত্র ও
সৎভাবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে তাঁর এবাদত করতে পারি। ৭৬সন্তান আমার,
তোমাকে আল্লাহ্‌তা'লার নবী বলা হবে, কারণ তুমি তাঁর পথ ঠিক করবার জন্য
তাঁর আগে আগে চলবে। ৭৭তুমি তাঁর বান্দাদের জানাবে, কিভাবে আমাদের
আল্লাহ্‌র মমতার দরুন গুনাহের মাফ পেয়ে নাজাত পাওয়া যায়। তাঁর মমতায়
বেহেশত থেকে এক উঠন্ত সূর্য আমাদের উপর নেমে আসবেন, ৭৯যাতে অন্ধকারে
ও মৃত্যুর ছায়ায় যারা বসে আছে তাদের নূর দিতে পারেন, আর শান্তির পথে
আমাদের চালাতে পারেন।" ৮০পরে ইয়াহিয়া বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং দিলে
শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকলেন। বনি-ইসরাইলদের সামনে খোলাখুলিভাবে
উপস্থিতির আগ পর্যন্ত তিনি মরুভূমিতে ছিলেন।

٧٠كَمَا تَكَلَّمَ بِفَمِ أَنْبِيَائِهِ الْقِدِّيسِينَ الَّذِينَ هُمْ مُنْذُ الدَّهْرِ، ٧١خَلاَصٍ
مِنْ أَعْدَائِنَا وَمِنْ أَيْدِي جَمِيعِ مُبْغِضِينَا. ٧٢لِيَصْنَعَ رَحْمَةً مَعَ آبَائِنَا
وَيَذْكُرَ عَهْدَهُ الْمُقَدَّسَ، ٧٣الْقَسَمَ الَّذِي حَلَفَ لإِبْرَاهِيمَ أَبِينَا: ٧٤أَنْ
يُعْطِيَنَا إِنَّنَا بِلاَ خَوْفٍ، مُنْقَذِينَ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِنَا، نَعْبُدُهُ ٧٥بِقَدَاسَةٍ
وَبِرٍّ قُدَّامَهُ جَمِيعَ أَيَّامِ حَيَاتِنَا. ٧٦وَأَنْتَ أَيُّهَا الصَّبِيُّ نَبِيَّ الْعَلِيِّ
تُدْعَى، لأَنَّكَ تَتَقَدَّمُ أَمَامَ وَجْهِ الرَّبِّ لِتُعِدَّ طُرُقَهُ. ٧٧لِتُعْطِيَ شَعْبَهُ
مَعْرِفَةَ الْخَلاَصِ بِمَغْفِرَةِ خَطَايَاهُمْ، ٧٨بِأَحْشَاءِ رَحْمَةِ إِلهِنَا الَّتِي
بِهَا افْتَقَدَنَا الْمُشْرَقُ مِنَ الْعَلاَءِ. ٧٩لِيُضِيءَ عَلَى الْجَالِسِينَ فِي
الظُّلْمَةِ وَظِلاَلِ الْمَوْتِ، لِكَيْ يَهْدِيَ أَقْدَامَنَا فِي طَرِيقِ السَّلاَمِ».

٨٠أَمَّا الصَّبِيُّ فَكَانَ يَنْمُو وَيَتَقَوَّى بِالرُّوحِ، وَكَانَ فِي الْبَرَارِي
إِلَى يَوْمِ ظُهُورِهِ لإِسْرَائِيلَ.

২ অধ্যায়

الأَصْحَاحُ الثَّانِي

১সেই সময়ে সম্রাট অগাস্টাস সিজার তাঁর রাজ্যের সব লোকদের নাম লেখাবার
হুকুম দিলেন। ২সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীণিয়ের সময়ে এই প্রথমবার আদমশুমারীর
জন্য নাম লেখানো হয়। ৩নাম লেখাবার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রামে
যেতে লাগল। ৪ইউসুফ ছিলেন বাদশাহ্‌ দাউদের বংশের লোক। বাদশাহ্‌ দাউদের
জন্মস্থান ছিল এহুদিয়া প্রদেশের বেথেলহেম গ্রামে। তাই ইউসুফ নাম লেখাবার
জন্য গালীল প্রদেশের নাসরত গ্রাম থেকে বেথেলহেম গ্রামে গেলেন। মরিয়মও
তাঁর সংগে সেখানে গেলেন। এঁরই সংগে ইউসুফের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। সেই সময়
মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন এবং বেথেলহেমে থাকতেই তাঁর সন্তান জন্মের সময় এসে
গেল। ৭সেখানে তাঁর প্রথম ছেলের জন্ম হল, আর তিনি ছেলেটিকে কাপড়ে
জড়িয়ে যাবপাত্রে রাখলেন, কারণ হোটেলে তাঁদের জন্য কোন জায়গা ছিল না।

١وَفِي تِلْكَ الأَيَّامِ صَدَرَ أَمْرٌ مِنْ أُوغُسْطُسَ قَيْصَرَ بِأَنْ يُكْتَتَبَ
كُلُّ الْمَسْكُونَةِ. ٢وَهذَا الاكْتِتَابُ الأَوَّلُ جَرَى إِذْ كَانَ كِيرِينِيُوسُ
وَالِيَ سُورِيَّةَ. ٣فَذَهَبَ الْجَمِيعُ لِيُكْتَتَبُوا، كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَدِينَتِهِ.
٤فَصَعِدَ يُوسُفُ أَيْضًا مِنَ الْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ النَّاصِرَةِ إِلَى
الْيَهُودِيَّةِ، إِلَى مَدِينَةِ دَاوُدَ الَّتِي تُدْعَى بَيْتَ لَحْمٍ، لِكَوْنِهِ مِنْ بَيْتِ
دَاوُدَ وَعَشِيرَتِهِ، ٥لِيُكْتَتَبَ مَعَ مَرْيَمَ امْرَأَتِهِ الْمَخْطُوبَةِ وَهِيَ حُبْلَى.
٦وَبَيْنَمَا هُمَا هُنَاكَ تَمَّتْ أَيَّامُهَا لِتَلِدَ. ٧فَوَلَدَتِ ابْنَهَا الْبِكْرَ وَقَمَّطَتْهُ
وَأَضْجَعَتْهُ فِي الْمِذْوَدِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَوْضِعٌ فِي الْمَنْزِلِ.

٨وَكَانَ فِي تِلْكَ الْكُورَةِ رُعَاةٌ مُتَبَدِّينَ يَحْرُسُونَ حِرَاسَاتِ اللَّيْلِ
عَلَى رَعِيَّتِهِمْ، ٩وَإِذَا مَلاَكُ الرَّبِّ وَقَفَ بِهِمْ، وَمَجْدُ الرَّبِّ أَضَاءَ
حَوْلَهُمْ، فَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا. ١٠فَقَالَ لَهُمُ الْمَلاَكُ:«لاَ تَخَافُوا! فَهَا
أَنَا أُبَشِّرُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ يَكُونُ لِجَمِيعِ الشَّعْبِ: ١١أَنَّهُ وُلِدَ لَكُمُ الْيَوْمَ
فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ مُخَلِّصٌ هُوَ الْمَسِيحُ الرَّبُّ. ١٢وَهذِهِ لَكُمُ الْعَلاَمَةُ:
تَجِدُونَ طِفْلاً مُقَمَّطًا مُضْجَعًا فِي مِذْوَدٍ». ١٣وَظَهَرَ بَغْتَةً مَعَ
الْمَلاَكِ جُمْهُورٌ مِنَ الْجُنْدِ السَّمَاوِيِّ مُسَبِّحِينَ اللهَ وَقَائِلِينَ: ١٤الْمَجْدُ
للهِ فِي الأَعَالِي، وَعَلَى الأَرْضِ السَّلاَمُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّةُ».

١٥وَلَمَّا مَضَتْ عَنْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ الرجال الرُّعَاةُ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ:«لِنَذْهَبِ الآنَ إِلَى بَيْتِ لَحْمٍ وَنَنْظُرْ هذَا الأَمْرَ
الْوَاقِعَ الَّذِي أَعْلَمَنَا بِهِ الرَّبُّ». ١٦فَجَاءُوا مُسْرِعِينَ، وَوَجَدُوا
مَرْيَمَ وَيُوسُفَ وَالطِّفْلَ مُضْجَعًا فِي الْمِذْوَدِ. ١٧فَلَمَّا رَأَوْهُ أَخْبَرُوا
بِالْكَلاَمِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ عَنْ هذَا الصَّبِيِّ. ١٨وَكُلُّ الَّذِينَ سَمِعُوا
تَعَجَّبُوا مِمَّا قِيلَ لَهُمْ مِنَ الرُّعَاةِ. ١٩وَأَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ تَحْفَظُ جَمِيعَ
هذَا الْكَلاَمِ مُتَفَكِّرَةً بِهِ فِي قَلْبِهَا. ٢٠ثُمَّ رَجَعَ الرُّعَاةُ وَهُمْ يُمَجِّدُونَ
اللهَ وَيُسَبِّحُونَهُ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَرَأَوْهُ كَمَا قِيلَ لَهُمْ.

٢١وَلَمَّا تَمَّتْ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ لِيَخْتِنُوا الصَّبِيَّ سُمِّيَ يَسُوعَ، كَمَا
تَسَمَّى مِنَ الْمَلاَكِ قَبْلَ أَنْ حُبِلَ بِهِ فِي الْبَطْنِ.

٢٢وَلَمَّا تَمَّتْ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا، حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى، صَعِدُوا بِهِ
إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيُقَدِّمُوهُ لِلرَّبِّ، ٢٣كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي نَامُوسِ الرَّبِّ:
أَنَّ كُلَّ ذَكَرٍ فَاتِحَ رَحِمٍ يُدْعَى قُدُّوسًا لِلرَّبِّ.

৮বেথেলহেমের কাছে মাঠের মধ্যে রাতের বেলায় রাখালেরা তাদের ভেড়ার পাল
পাহারা দিচ্ছিল। ৯এমন সময় মাবুদের একজন ফেরেশতা হঠাৎ তাদের সামনে
উপস্থিত হলেন। তখন মাবুদের মহিমা তাদের চারদিকে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল।
এতে রাখালেরা খুব ভয় পেল। ১০ফেরেশতা তাদের বললেন, “ভয় কোরো না,
কারণ আমি তোমাদের কাছে খুব আনন্দের খবর এনেছি। এই আনন্দ সব
লোকেরই জন্য। ১১আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন। তিনিই
মসীহ্, তিনিই প্রভু। ১২এই কথা যে সত্যি তোমাদের কাছে তার চিহ্ন হল এই-
তোমরা কাপড়ে জড়ানো এবং যাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে দেখতে পাবে।”
১৩এই সময় সেই ফেরেশতার সংগে হঠাৎ সেখানে আরও অনেক ফেরেশতাকে
দেখা গেল। তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, ১৪“বেহেশতে আল্লাহ্‌র
প্রশংসা হোক, দুনিয়াতে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট তাদের শান্তি হোক।”
১৫ফেরেশতারা তাদের কাছ থেকে বেহেশতে চলে যাবার পর রাখালেরা একে
অন্যকে বলল, “চল, আমরা বেথেলহেমে যাই এবং যে ঘটনার কথা মাবুদ
আমাদের জানালেন তা গিয়ে দেখি।” ১৬তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে মরিয়ম, ইউসুফ ও
যাবপাত্রে শোয়ানো সেই শিশুটিকে তালাশ করে বের করল। ১৭তাদের কাছে ঐ
শিশুর বিষয়ে যা জানানো হয়েছিল, শিশুটিকে দেখবার পরে তারা তা বলল।
১৮রাখালদের কথা শুনে সবাই আশ্চর্য হল; ১৯কিন্তু মরিয়ম সব কিছু মনে গেঁথে
রাখলেন, কাউকে বললেন না; তিনি সেই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকলেন।
২০ফেরেশতারা রাখালদের কাছে যা বলেছিলেন সব কিছু সেইমত দেখে ও শুনে
তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব করতে করতে ফিরে গেল। ২১জন্মের আট দিনের
দিন ইহুদীদের নিয়ম মত যখন শিশুটির খৎনা করাবার সময় হল তখন তাঁর নাম
রাখা হল ঈসা। মায়ের গর্ভে আসবার আগে ফেরেশতা তাঁর এই নামই দিয়েছিলেন।
২২পরে মূসার শরীয়ত মতে তাঁদের পাক-সাফ হবার সময় হল। তখন ইউসুফ ও
মরিয়ম ঈসাকে মাবুদের সামনে উপস্থিত করবার জন্য তাঁকে জেরুজালেম শহরে
নিয়ে গেলেন, ২৩কারণ মাবুদের শরীয়তে লেখা আছে, “প্রথমে জন্মেছে এমন
প্রত্যেকটি পুরুষ সন্তানকে মাবুদের বলে ধরা হবে।”

٢٤وَلِكَيْ يُقَدِّمُوا ذَبِيحَةً كَمَا قِيلَ فِي نَامُوسِ الرَّبِّ: زَوْجَ يَمَامٍ أَوْ
فَرْخَيْ حَمَامٍ. ٢٥وَكَانَ رَجُلٌ فِي أُورُشَلِيمَ اسْمُهُ سِمْعَانُ، وَهَذَا
الرَّجُلُ كَانَ بَارًّا تَقِيًّا يَنْتَظِرُ تَعْزِيَةَ إِسْرَائِيلَ، وَالرُّوحُ الْقُدُسُ كَانَ
عَلَيْهِ. ٢٦وَكَانَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ أَنَّهُ لاَ يَرَى الْمَوْتَ
قَبْلَ أَنْ يَرَى مَسِيحَ الرَّبِّ. ٢٧فَأَتَى بِالرُّوحِ إِلَى الْهَيْكَلِ. وَعِنْدَمَا
دَخَلَ بِالصَّبِيِّ يَسُوعَ أَبَوَاهُ، لِيَصْنَعَا لَهُ حَسَبَ عَادَةِ النَّامُوسِ،
٢٨أَخَذَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَبَارَكَ اللهَ وَقَالَ: ٢٩«الآنَ تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا
سَيِّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلاَمٍ، ٣٠لأَنَّ عَيْنَيَّ قَدْ أَبْصَرَتَا خَلاَصَكَ،
٣١الَّذِي أَعْدَدْتَهُ قُدَّامَ وَجْهِ جَمِيعِ الشُّعُوبِ. ٣٢نُورَ إِعْلاَنٍ لِلأُمَمِ،
وَمَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ». ٣٣وَكَانَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ يَتَعَجَّبَانِ مِمَّا قِيلَ
فِيهِ. ٣٤وَبَارَكَهُمَا سِمْعَانُ، وَقَالَ لِمَرْيَمَ أُمِّهِ:«هَا إِنَّ هذَا قَدْ وُضِعَ
لِسُقُوطِ وَقِيَامِ كَثِيرِينَ فِي إِسْرَائِيلَ، وَلِعَلاَمَةٍ تُقَاوَمُ. ٣٥وَأَنْتِ أَيْضًا
يَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفٌ، لِتُعْلَنَ أَفْكَارٌ مِنْ قُلُوبٍ كَثِيرَةٍ».

٣٦وَكَانَتْ نَبِيَّةٌ، حَنَّةُ بِنْتُ فَنُوئِيلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ، وَهِيَ مُتَقَدِّمَةٌ
فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ، قَدْ عَاشَتْ مَعَ زَوْجٍ سَبْعَ سِنِينَ بَعْدَ بُكُورِيَّتِهَا.
٣٧وَهِيَ أَرْمَلَةٌ نَحْوَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِينَ سَنَةً، لاَ تُفَارِقُ الْهَيْكَلَ، عَابِدَةً
بِأَصْوَامٍ وَطِلِبَاتٍ لَيْلاً وَنَهَارًا. ٣٨فَهِيَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَقَفَتْ تُسَبِّحُ
الرَّبَّ، وَتَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعَ جَمِيعِ الْمُنْتَظِرِينَ فِدَاءً فِي أُورُشَلِيمَ.

২৪এছাড়াও “এক জোড়া ঘুঘু কিংবা দু’টা কবুতরের বাচ্চা” কোরবানী দেবার
কথা যেমন মাবুদের শরীয়তে লেখা আছে সেইভাবে তাঁরা তা কোরবানী দিতে
গেলেন। ২৫তখন জেরুজালেমে শামাউন নামে একজন ধার্মিক ও আল্লাহ্‌ভক্ত
লোক ছিলেন। আল্লাহ্‌ কবে বনি-ইসরাইলদের দুঃখ দূর করবেন সেই সময়ের জন্য
তিনি অপেক্ষা করছিলেন। পাক-রূহ্‌ তাঁর উপর ছিলেন এবং তাঁর কাছে প্রকাশ
করেছিলেন যে, মারা যাবার আগে তিনি মাবুদের সেই মসীহ্‌কে দেখতে পাবেন।
২৭পাক-রূহের দ্বারা চালিত হয়ে শামাউন সেই দিন বায়তুল-মোকাদ্দসে আসলেন।
মূসার শরীয়ত মতে যা করা দরকার তা করবার জন্য ঈসার মা-বাবা শিশু ঈসাকে
নিয়ে সেখানে আসলেন। ২৮তখন শামাউন তাঁকে কোলে নিলেন এবং আল্লাহ্‌র
প্রশংসা করে বললেন, ২৯“মাবুদ, তুমি তোমার কথামত তোমার গোলামকে এখন
শান্তিতে বিদায় দিচ্ছ, ৩০কারণ মানুষকে নাজাত করবার জন্য সমস্ত লোকের
চোখের সামনে তুমি যে ব্যবস্থা করেছ, আমি তা দেখতে পেয়েছি। ৩২অন্য জাতির
কাছে এটা পথ দেখাবার নূর, আর তোমার ইসরাইল জাতির কাছে এটা গৌরবের
বিষয়।” ৩৩শামাউন শিশুটির বিষয়ে যা বললেন তাতে শিশুটির মা-বাবা আশ্চর্য
হলেন। ৩৪এর পরে শামাউন তাঁদের দোয়া করলেন এবং ঈসার মা মরিয়মকে
বললেন, “আল্লাহ্‌ এটাই স্থির করেছেন যে, এই শিশুটির জন্য বনি-ইসরাইলদের
মধ্যে অনেকেরই পতন হবে, আবার অনেকেই উদ্ধার পাবে। ইনি এমন একটা চিহ্ন
হবেন যাঁর বিরুদ্ধে অনেকেই কথা বলবে, ৩৫আর তাতে তাদের মনের চিন্তা প্রকাশ
হয়ে পড়বে। এছাড়া ছোরার আঘাতের মত দুঃখ তোমার দিলকে বিঁধবে।” ৩৬সেই
সময় হান্না নামে একজন মহিলা-নবী ছিলেন। তিনি আশের বংশের পনূয়েলের
মেয়ে। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল। সাত বছর স্বামীর ঘর করবার পরে চুরাশি বছর
বয়স পর্যন্ত তিনি বিধবার জীবন কাটিয়েছিলেন। বায়তুল-মোকাদ্দস ছেড়ে তিনি
কোথাও যেতেন না বরং রোজা ও মুনাজাতের মধ্য দিয়ে দিন রাত আল্লাহ্‌র
এবাদত করতেন। ৩৮তিনিও ঠিক সেই সময় এগিয়ে এসে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া
আদায় করতে লাগলেন, আর আল্লাহ্‌ জেরুজালেমকে মুক্ত করবেন বলে যারা
অপেক্ষা করছিল তাদের কাছে সেই শিশুটির কথা বলতে লাগলেন।

৩৯মাবুদের শরীয়ত মতে সব কিছু শেষ করে মরিয়ম ও ইউসুফ গালীলে তাঁদের
নিজেদের গ্রাম নাসরতে ফিরে গেলেন। ৪০শিশু ঈসা বয়সে বেড়ে শক্তিমান হয়ে
উঠলেন এবং জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন। তাঁর উপরে আল্লাহ্‌র দোয়া ছিল।
৪১উদ্ধার-ঈদের সময়ে ঈসার মা-বাবা প্রত্যেক বছর জেরুজালেমে যেতেন।
৪২ঈসার বয়স যখন বারো বছর তখন নিয়ম মতই তাঁরা সেই ঈদে গেলেন।
৪৩ঈদের শেষে তাঁরা যখন বাড়ী ফিরছিলেন তখন ঈসা জেরুজালেমেই থেকে
গেলেন। তাঁর মা-বাবা কিন্তু সেই কথা জানতেন না। ৪৪তিনি সংগের লোকদের
মধ্যে আছেন মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ চলে গেলেন। পরে তাঁরা তাঁদের
আত্মীয় ও জানাশোনা লোকদের মধ্যে ঈসার তালাশ করতে লাগলেন। ৪৫কিন্তু
তালাশ করে না পেয়ে তাঁকে তালাশ করতে করতে তাঁরা আবার জেরুজালেমে
ফিরে গেলেন। ৪৬শেষে তিন দিন পরে তাঁরা তাঁকে বায়তুল-মোকাদ্দসে পেলেন।
তিনি আলেমদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা
করছিলেন। ৪৭যাঁরা ঈসার কথা শুনছিলেন তাঁরা সবাই তাঁর বুদ্ধি দেখে ও তাঁর
জবাব শুনে অবাক হচ্ছিলেন। ৪৮তাঁর মা-বাবা তাঁকে দেখে আশ্চর্য হলেন। তাঁর মা
তাঁকে বললেন, "বাবা, তুমি আমাদের সংগে কেন এমন করলে? তোমার পিতা ও
আমি কত ব্যাকুল হয়ে তোমার তালাশ করছিলাম।" ৪৯ঈসা তাঁদের বললেন,
"তোমরা কেন আমার তালাশ করছিলে? তোমরা কি জানতে না যে, আমার
পিতার ঘরে আমাকে থাকতে হবে?" ৫০ঈসা যা বললেন তাঁর মা-বাবা তা
বুঝলেন না। ৫১এর পরে তিনি তাঁদের সংগে নাসরতে ফিরে গেলেন এবং তাঁদের
বাধ্য হয়ে রইলেন। তাঁর মা এই সব বিষয় মনে গেঁথে রাখলেন। ৫২ঈসা জ্ঞানে,
বয়সে এবং আল্লাহ্‌ ও মানুষের মহব্বতে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

৩ অধ্যায়

১রোম-সম্রাট টিবেরিয়াস সিজারের রাজত্বের পনের বছরের সময় এহুদিয়া
প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তা ছিলেন পন্তীয় পীলাত। তখন হেরোদ গালীল প্রদেশ ও
তাঁর ভাই ফিলিপ যিতূরিয়া প্রদেশ ও ত্রাখোনীতিয়া শাসন করছিলেন। লুষানিয়া
ছিলেন অবিলীনীর শাসনকর্তা,

٣٩وَلَمَّا أَكْمَلُوا كُلَّ شَيْءٍ حَسَبَ نَامُوسِ الرَّبِّ، رَجَعُوا إِلَى
الْجَلِيلِ إِلَى مَدِينَتِهِمُ النَّاصِرَةِ. ٤٠وَكَانَ الصَّبِيُّ يَنْمُو وَيَتَقَوَّى
بِالرُّوحِ، مُمْتَلِئًا حِكْمَةً، وَكَانَتْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

٤١وَكَانَ أَبَوَاهُ يَذْهَبَانِ كُلَّ سَنَةٍ إِلَى أُورُشَلِيمَ فِي عِيدِ الْفِصْحِ.
٤٢وَلَمَّا كَانَتْ لَهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً صَعِدُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ كَعَادَةِ
الْعِيدِ. ٤٣وَبَعْدَمَا أَكْمَلُوا الأَيَّامَ بَقِيَ عِنْدَ رُجُوعِهِمَا الصَّبِيُّ يَسُوعُ
فِي أُورُشَلِيمَ، وَيُوسُفُ وَأُمُّهُ لَمْ يَعْلَمَا. ٤٤وَإِذْ ظَنَّاهُ بَيْنَ الرُّفْقَةِ،
ذَهَبَا مَسِيرَةَ يَوْمٍ، وَكَانَا يَطْلُبَانِهِ بَيْنَ الأَقْرِبَاءِ وَالْمَعَارِفِ. ٤٥وَلَمَّا
لَمْ يَجِدَاهُ رَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ يَطْلُبَانِهِ. ٤٦وَبَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَجَدَاهُ فِي
الْهَيْكَلِ، جَالِسًا فِي وَسْطِ الْمُعَلِّمِينَ، يَسْمَعُهُمْ وَيَسْأَلُهُمْ. ٤٧وَكُلُّ
الَّذِينَ سَمِعُوهُ بُهِتُوا مِنْ فَهْمِهِ وَأَجْوِبَتِهِ. ٤٨فَلَمَّا أَبْصَرَاهُ انْدَهَشَا.
وَقَالَتْ لَهُ أُمُّهُ:«يَا بُنَيَّ، لِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا هكَذَا؟ هُوَذَا أَبُوكَ وَأَنَا كُنَّا
نَطْلُبُكَ مُعَذَّبَيْنِ!» ٤٩فَقَالَ لَهُمَا:«لِمَاذَا كُنْتُمَا تَطْلُبَانِنِي؟ أَلَمْ تَعْلَمَا
أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ أَكُونَ فِي مَا لأَبِي؟». ٥٠فَلَمْ يَفْهَمَا الْكَلاَمَ الَّذِي قَالَهُ
لَهُمَا. ٥١ثُمَّ نَزَلَ مَعَهُمَا وَجَاءَ إِلَى النَّاصِرَةِ وَكَانَ خَاضِعًا لَهُمَا.
وَكَانَتْ أُمُّهُ تَحْفَظُ جَمِيعَ هذِهِ الأُمُورِ فِي قَلْبِهَا. ٥٢وَأَمَّا يَسُوعُ فَكَانَ
يَتَقَدَّمُ فِي الْحِكْمَةِ وَالْقَامَةِ وَالنِّعْمَةِ، عِنْدَ اللهِ وَالنَّاسِ.

الأصحَاحُ الثَّالِثُ

١وَفِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ عَشْرَةَ مِنْ سَلْطَنَةِ طِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ، إِذْ
كَانَ بِيلاَطُسُ الْبُنْطِيُّ وَالِيًا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَهِيرُودُسُ رَئِيسَ رُبْعٍ
عَلَى الْجَلِيلِ، وَفِيلُبُّسُ أَخُوهُ رَئِيسَ رُبْعٍ عَلَى إِيطُورِيَّةَ وَكُورَةِ
تَرَاخُونِيتِسَ، وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ رُبْعٍ عَلَى الأَبِلِيَّةِ،

২আর হানন ও কাইয়াফা ছিলেন ইহুদীদের মহা-ইমাম। ঠিক এই সময়ে আল্লাহ্
মরুভূমিতে জাকারিয়ার পুত্র ইয়াহিয়ার উপর তাঁর কালাম নাজেল করলেন। ৩তখন
ইয়াহিয়া জর্ডান নদীর চারদিকের সমস্ত জায়গায় গিয়ে তবলিগ করতে লাগলেন
যেন লোকে গুনাহের মাফ পাবার জন্য তওবা করে এবং তার চিহ্ন হিসাবে
তরিকাবন্দী নেয়। ৪নবী ইশাইয়ার কিতাবে যা লেখা আছে ঠিক সেইভাবে এই সব
হল। লেখা আছে, “মরুভূমিতে একজনের কন্ঠস্বর চিৎকার করে জানাচ্ছে,
‘তোমরা মাবুদের পথ ঠিক কর, তাঁর রাস্তা সোজা কর। ৫সমস্ত উপত্যকা ভরা হবে,
পাহাড়-পর্বত সমান করা হবে। আঁকাবাঁকা পথ সোজা করা হবে, অসমান রাস্তা
সমান করা হবে। ৬মানুষকে নাজাত করবার জন্য আল্লাহ্ যা করেছেন, সব লোকেই
তা দেখতে পাবে।’ ” ৭তখন তরিকাবন্দী নেবার জন্য অনেক লোক ইয়াহিয়ার
কাছে আসতে লাগল। ইয়াহিয়া তাদের বললেন, “সাপের বংশধরেরা! আল্লাহ্র
যে গজব নেমে আসছে তা থেকে পালিয়ে যাবার এই বুদ্ধি তোমাদের কে দিল?
৮তোমরা যে তওবা করেছ তার উপযুক্ত ফল তোমাদের জীবনে দেখাও। নিজেদের
মনে ভেবো না যে, তোমরা ইব্রাহিমের বংশের লোক। আমি তোমাদের বলছি, এই
পাথরগুলো থেকে আল্লাহ্ ইব্রাহিমের বংশধর তৈরী করতে পারেন। ৯গাছের
গোড়াতে কুড়াল লাগানোই আছে। যে গাছে ভাল ফল ধরে না তা কেটে আগুনে
ফেলে দেওয়া হবে।” ১০তখন লোকেরা ইয়াহিয়াকে জিজ্ঞাসা করল, “তা হলে
আমরা কি করব?” ১১ইয়াহিয়া তাদের বললেন, “যদি কারও দু’টা কোর্তা থাকে
তবে যার কোর্তা নেই সে তাকে একটা দিক। যার খাবার আছে সেও সেই রকম
করুক।” ১২কয়েকজন খাজনা-আদায়কারী তরিকাবন্দী নেবার জন্য এসে
ইয়াহিয়াকে বলল, “হুজুর, আমরা কি করব?” ১৩তিনি তাদের বললেন,
“আইনে যা আছে তার বেশী আদায় কোরো না।” ১৪কয়েকজন সৈন্যও তাঁকে
জিজ্ঞাসা করল, “আর আমরা কি করব?” তিনি সেই সৈন্যদের বললেন, “জুলুম
করে বা অন্যায়ভাবে দোষ দেখিয়ে কারও কাছ থেকে কিছু আদায় কোরো না এবং
তোমাদের বেতনেই সন্তুষ্ট থেকো।” ১৫লোকেরা খুব আশা নিয়ে মনে মনে
ভাবছিল হয়ত বা ইয়াহিয়াই মসীহ্।

٢فِي أَيَّامِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ حَنَّانَ وَقَيَافَا، كَانَتْ كَلِمَةُ اللهِ عَلَى يُوحَنَّا
بْنِ زَكَرِيَّا فِي الْبَرِّيَّةِ، ٣فَجَاءَ إِلَى جَمِيعِ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ بِالأُرْدُنِّ
يَكْرِزُ بِمَعْمُودِيَّةِ التَّوْبَةِ لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا، ٤كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي سِفْرِ
أَقْوَالِ إِشَعْيَاءَ النَّبِيِّ الْقَائِلِ :«صَوْتُ صَارِخٍ فِي الْبَرِّيَّةِ: أَعِدُّوا
طَرِيقَ الرَّبِّ، اصْنَعُوا سُبُلَهُ مُسْتَقِيمَةً.

٥كُلُّ وَادٍ يَمْتَلِئُ، وَكُلُّ جَبَلٍ وَأَكَمَةٍ يَنْخَفِضُ، وَتَصِيرُ الْمُعْوَجَّاتُ
مُسْتَقِيمَةً، وَالشِّعَابُ طُرُقًا سَهْلَةً، ٦وَيُبْصِرُ كُلُّ بَشَرٍ خَلاَصَ اللهِ».

٧وَكَانَ يَقُولُ لِلْجُمُوعِ الَّذِينَ خَرَجُوا لِيَعْتَمِدُوا مِنْهُ:«يَا أَوْلاَدَ
الأَفَاعِي، مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ تَهْرُبُوا مِنَ الْغَضَبِ الآتِي؟ ٨فَاصْنَعُوا
أَثْمَارًا تَلِيقُ بِالتَّوْبَةِ. ولاَ تَبْتَدِئُوا تَقُولُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ: لَنَا إِبْرَاهِيمُ
أَبًا. لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ اللهَ قَادِرٌ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هذِهِ الْحِجَارَةِ أَوْلاَدًا
لإِبْرَاهِيمَ. ٩وَالآنَ قَدْ وُضِعَتِ الْفَأْسُ عَلَى أَصْلِ الشَّجَرِ، فَكُلُّ
شَجَرَةٍ لاَ تَصْنَعُ ثَمَرًا جَيِّدًا تُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي النَّارِ». ١٠وَسَأَلَهُ
الْجُمُوعُ قَائِلِينَ:«فَمَاذَا نَفْعَلُ؟» ١١فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ:«مَنْ لَهُ ثَوْبَانِ
فَلْيُعْطِ مَنْ لَيْسَ لَهُ، وَمَنْ لَهُ طَعَامٌ فَلْيَفْعَلْ هكَذَا». ١٢وَجَاءَ
عَشَّارُونَ أَيْضًا لِيَعْتَمِدُوا فَقَالُوا لَهُ:«يَامُعَلِّمُ، مَاذَا نَفْعَلُ؟» ١٣فَقَالَ
لَهُمْ:«لاَ تَسْتَوْفُوا أَكْثَرَ مِمَّا فُرِضَ لَكُمْ». ١٤وَسَأَلَهُ جُنْدِيُّونَ أَيْضًا
قَائِلِينَ:«وَمَاذَا نَفْعَلُ نَحْنُ؟» فَقَالَ لَهُمْ:«لاَ تَظْلِمُوا أَحَدًا، وَلاَ تَشُوا
بِأَحَدٍ، وَاكْتَفُوا بِعَلاَئِفِكُمْ».

١٥وَإِذْ كَانَ الشَّعْبُ يَنْتَظِرُ، وَالْجَمِيعُ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ عَنْ
يُوحَنَّا لَعَلَّهُ الْمَسِيحُ،

١٦أَجَابَ يُوحَنَّا الْجَمِيعَ قَائِلاً:«أَنَا أُعَمِّدُكُمْ بِمَاءٍ، وَلَكِنْ يَأْتِي مَنْ
هُوَ أَقْوَى مِنِّي، الَّذِي لَسْتُ أَهْلاً أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِذَائِهِ. هُوَ
سَيُعَمِّدُكُمْ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ وَنَارٍ. ١٧الَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ، وَسَيُنَقِّي
بَيْدَرَهُ، وَيَجْمَعُ الْقَمْحَ إِلَى مَخْزَنِهِ، وَأَمَّا التِّبْنُ فَيُحْرِقُهُ بِنَارٍ لاَ
تُطْفَأُ».

١٨وَبِأَشْيَاءَ أُخَرَ كَثِيرَةٍ كَانَ يَعِظُ الشَّعْبَ وَيُبَشِّرُهُمْ. ١٩أَمَّا
هِيرُودُسُ رَئِيسُ الرُّبْعِ فَإِذْ تَوَبَّخَ مِنْهُ لِسَبَبِ هِيرُودِيَّا امْرَأَةِ فِيلُبُّسَ
أَخِيهِ، وَلِسَبَبِ جَمِيعِ الشُّرُورِ الَّتِي كَانَ هِيرُودُسُ يَفْعَلُهَا، ٢٠زَادَ
هذَا أَيْضًا عَلَى الْجَمِيعِ أَنَّهُ حَبَسَ يُوحَنَّا فِي السِّجْنِ.

٢١وَلَمَّا اعْتَمَدَ جَمِيعُ الشَّعْبِ اعْتَمَدَ يَسُوعُ أَيْضًا. وَإِذْ كَانَ
يُصَلِّي انْفَتَحَتِ السَّمَاءُ، ٢٢وَنَزَلَ عَلَيْهِ الرُّوحُ الْقُدُسُ بِهَيْئَةٍ جِسْمِيَّةٍ
مِثْلِ حَمَامَةٍ. وَكَانَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ قَائِلاً:«أَنْتَ ابْنِي الْحَبِيبُ،
بِكَ سُرِرْتُ».

٢٣وَلَمَّا ابْتَدَأَ يَسُوعُ كَانَ لَهُ نَحْوُ ثَلاَثِينَ سَنَةً، وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ
يُظَنُّ ابْنَ يُوسُفَ، بْنِ هَالِي، ٢٤بْنِ مَتْثَاتَ، بْنِ لاَوِي، بْنِ مَلْكِي،
بْنِ يَنَّا، بْنِ يُوسُفَ، ٢٥بْنِ مَتَّاثِيَا، بْنِ عَامُوصَ، بْنِ نَاحُومَ، بْنِ
حَسْلِي، بْنِ نَجَّايِ، ٢٦بْنِ مَآثَ، بْنِ مَتَّاثِيَا، بْنِ شِمْعِي، بْنِ يُوسُفَ،
بْنِ يَهُوذَا، ٢٧بْنِ يُوحَنَّا، بْنِ رِيسَا، بْنِ زَرُبَّابِلَ، بْنِ شَأَلْتِيئِيلَ، بْنِ
نِيرِي، ٢٨بْنِ مَلْكِي، بْنِ أَدِّي، بْنِ قُصَمَ، بْنِ أَلْمُودَامَ، بْنِ عِيرٍ،
٢٩بْنِ يُوسِي، بْنِ أَلِيعَازَرَ، بْنِ يُورِيمَ، بْنِ مَتْثَاتَ، بْنِ لاَوِي،

১৬এমন সময় ইয়াহিয়া তাদের সবাইকে বললেন, "আমি তোমাদের পানিতে
তরিকাবন্দী দিচ্ছি, কিন্তু যিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী তিনি আসছেন। আমি তাঁর
জুতার ফিতা খুলবারও যোগ্য নই। তিনি পাক-রূহ্ ও আগুনে তোমাদের
তরিকাবন্দী দেবেন। ১৭কুলা তাঁর হাতেই আছে; তা দিয়ে তিনি তাঁর ফসল
মাড়াবার জায়গা পরিষ্কার করে ফসল গোলায় জমা করবেন, কিন্তু যে আগুন
কখনও নেভে না তাতে তিনি তুষ পুড়িয়ে ফেলবেন।" ১৮ইয়াহিয়া আরও অনেক
উপদেশের মধ্য দিয়ে লোকদের মনে উৎসাহ জাগিয়ে আল্লাহ্‌র দেওয়া সুসংবাদ
তবলিগ করলেন। ১৯শাসনকর্তা হেরোদের ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়ার সংগে
হেরোদের সম্পর্কে র দরুন এবং তাঁর আরও অনেক খারাপ কাজের দরুন ইয়াহিয়া
তাঁর দোষ দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ২০তাতে তিনি ইয়াহিয়াকে বন্দী করে জেলে
দিলেন। এতে তাঁর অন্য সব খারাপ কাজের সংগে এই খারাপ কাজটাও যোগ হল।
২১যে সমস্ত লোক ইয়াহিয়ার কাছে এসেছিল তারা তরিকাবন্দী নেবার সময় ঈসাও
তরিকাবন্দী নিলেন। তরিকাবন্দীর পরে ঈসা যখন মুনাজাত করছিলেন তখন
আসমান খুলে গেল। ২২সেই সময় পাক-রূহ্ কবুতরের আকার নিয়ে তাঁর উপর
নেমে আসলেন, আর বেহেশত থেকে এই কথা শোনা গেল, "তুমিই আমার প্রিয়
পুত্র, তোমার উপর আমি খুবই সন্তুষ্ট।" ২৩প্রায় তিরিশ বছর বয়সে ঈসা তাঁর কাজ
শুরু করলেন। লোকে মনে করত তিনি ইউসুফের ছেলে। ইউসুফ আলীর ছেলে;
২৪আলী মত্ততের ছেলে, মত্তত লেবির ছেলে, লেবি মল্কির ছেলে, মল্কি যান্নায়ের
ছেলে, যান্নায় ইউসুফের ছেলে; ২৫ইউসুফ মত্তথিয়ের ছেলে, মত্তথিয় আমোজের
ছেলে, আমোজ নাহূমের ছেলে, নাহূম ইস্‌লির ছেলে, ইস্‌লি নগির ছেলে; ২৬নগি
মাটের ছেলে, মাট মত্তথিয়ের ছেলে, মত্তথিয় শিমিয়ির ছেলে, শিমিয়ি যোষেখের
ছেলে, যোষেখ যূদার ছেলে; ২৭যূদা যোহানার ছেলে, যোহানা রীষার ছেলে, রীষা
সরুব্বাবিলের ছেলে, সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের ছেলে, শল্টীয়েল নেরির ছেলে;
২৮নেরি মল্কির ছেলে, মল্কি অদ্দীর ছেলে, অদ্দী কোষমের ছেলে, কোষম
ইল্‌মাদমের ছেলে, ইল্‌মাদম এরের ছেলে; ২৯এর ইউসার ছেলে, ইউসা
ইলীয়েষরের ছেলে, ইলীয়েষর যোরীমের ছেলে, যোরীম মত্ততের ছেলে, মত্তত
লেবির ছেলে;

৩০লেবি শামাউনের ছেলে, শামাউন যূদার ছেলে, যূদা ইউসুফের ছেলে, ইউসুফ যোনমের ছেলে, যোনম ইলিয়াকীমের ছেলে; ৩১ইলিয়াকীম মিলেয়ার ছেলে, মিলেয়া মিন্নার ছেলে, মিন্না মত্তথের ছেলে, মত্তথ নাথনের ছেলে, নাথন দাউদের ছেলে; ৩২দাউদ ইয়াসির ছেলে, ইয়াসি ওবেদের ছেলে, ওবেদ বোয়সের ছেলে, বোয়স সল্‌মোনের ছেলে, সল্‌মোন নহশোনের ছেলে; ৩৩নহশোন অম্মীনাদবের ছেলে, অম্মীনাদব অদমানের ছেলে, অদমান অর্ণির ছেলে, অর্ণি হিষ্রোণের ছেলে, হিষ্রোণ পেরসের ছেলে, পেরস এহুদার ছেলে; ৩৪এহুদা ইয়াকুবের ছেলে, ইয়াকুব ইসহাকের ছেলে, ইসহাক ইব্রাহিমের ছেলে, ইব্রাহিম তারেখের ছেলে, তারেখ নাহুরের ছেলে; ৩৫নাহুর সারূজের ছেলে, সারূজ রাউর ছেলে, রাউ ফালেজের ছেলে, ফালেজ আবেরের ছেলে, আবের শালেখের ছেলে; ৩৬শালেখ কীনানের ছেলে, কীনান আরফাখশাদের ছেলে, আরফাখশাদ সামের ছেলে, সাম নূহের ছেলে, নূহ লামাকের ছেলে; ৩৭লামাক মুতাওশালেহের ছেলে, মুতাওশালেহ ইনোকের ছেলে, ইনোক ইয়ারুদের ছেলে, ইয়ারুদ মাহলাইলের ছেলে, মাহলাইল কীনানের ছেলে; ৩৮কীনান আনুশের ছেলে, আনুশ শিসের ছেলে, শিস আদমের ছেলে, আদম আল্লাহ্‌র ছেলে।

৪ অধ্যায়

১ঈসা পাক-রূহে পূর্ণ হয়ে জর্ডান নদী থেকে চলে গেলেন। পাক-রূহের পরিচালনায় তিনি চল্লিশ দিন ধরে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় ইবলিস তাঁকে লোভ দেখিয়ে গুনাহে ফেলবার চেষ্টা করতে থাকল। এই চল্লিশ দিন ঈসা কিছুই খান নি; সেইজন্য এই দিনগুলো কেটে যাবার পর তাঁর খিদে পেল। ৩তখন ইবলিস ঈসাকে বলল, “তুমি যদি ইব্‌নুল্লাহ্‌ হও তবে এই পাথরটাকে রুটি হয়ে যেতে বল।” ৪ঈসা ইবলিসকে বললেন, “পাক-কিতাবে লেখা আছে, ‘মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচে না।’ ” ৫এর পরে ইবলিস তাঁকে একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দুনিয়ার সব রাজ্যগুলো দেখিয়ে বলল, “এই সবের অধিকার ও সেগুলোর জাঁকজমক আমি তোমাকে দেব, কারণ এই সব আমাকে দেওয়া হয়েছে। আমার যাকে ইচ্ছা আমি তাকেই তা দিতে পারি।

٣٠بْنِ شِمْعُونَ، بْنِ يَهُوذَا، بْنِ يُوسُفَ، بْنِ يُونَانَ، بْنِ أَلْيَاقِيمَ،
٣١بْنِ مَلِيَا، بْنِ مَيْنَانَ، بْنِ مَتَّاثَا، بْنِ نَاثَانَ، بْنِ دَاوُدَ، ٣٢بْنِ يَسَّى،
بْنِ عُوبِيدَ، بْنِ بُوعَزَ، بْنِ سَلْمُونَ، بْنِ نَحْشُونَ، ٣٣بْنِ عَمِّينَادَابَ،
بْنِ أَرَامَ، بْنِ حَصْرُونَ، بْنِ فَارِصَ، بْنِ يَهُوذَا، ٣٤بْنِ يَعْقُوبَ، بْنِ
إِسْحَاقَ، بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بْنِ تَارَحَ، بْنِ نَاحُورَ، ٣٥بْنِ سَرُوجَ، بْنِ
رَعُو، بْنِ فَالَجَ، بْنِ عَابِرَ، بْنِ شَالَحَ، ٣٦بْنِ قِينَانَ، بْنِ أَرْفَكْشَادَ،
بْنِ سَامٍ، بْنِ نُوحٍ، بْنِ لاَمَكَ، ٣٧بْنِ مَتُوشَالَحَ، بْنِ أَخْنُوخَ، بْنِ
يَارِدَ، بْنِ مَهْلَلْئِيلَ، بْنِ قِينَانَ، ٣٨بْنِ أَنُوشَ، بْنِ شِيتِ، بْنِ آدَمَ، ابْنِ
اللهِ.

الأصحَاحُ الرَّابعُ

١أَمَّا يَسُوعُ فَرَجَعَ مِنَ الأُرْدُنِّ مُمْتَلِئًا مِنَ الرُّوحِ الْقُدُسِ، وَكَانَ
يُقْتَادُ بِالرُّوحِ فِي الْبَرِّيَّةِ ٢أَرْبَعِينَ يَوْمًا يُجَرَّبُ مِنْ إِبْلِيسَ. وَلَمْ
يَأْكُلْ شَيْئًا فِي تِلْكَ الأَيَّامِ. وَلَمَّا تَمَّتْ جَاعَ أَخِيرًا. ٣وَقَالَ لَهُ
إِبْلِيسُ:«إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ، فَقُلْ لِهذَا الْحَجَرِ أَنْ يَصِيرَ خُبْزًا».
٤فَأَجَابَهُ يَسُوعُ قَائِلاً:«مَكْتُوبٌ: أَنْ لَيْسَ بِالْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا
الإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ اللهِ». ٥ثُمَّ أَصْعَدَهُإِبْلِيسُ إِلَى جَبَلٍ عَالٍ
وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْمَسْكُونَةِ فِي لَحْظَةٍ مِنَ الزَّمَانِ. ٦وَقَالَ لَهُ
إِبْلِيسُ:«لَكَ أُعْطِي هذَا السُّلْطَانَ كُلَّهُ وَمَجْدَهُنَّ، لأَنَّهُ إِلَيَّ قَدْ دُفِعَ،
وَأَنَا أُعْطِيهِ لِمَنْ أُرِيدُ.

[٧]فَإِنْ سَجَدْتَ أَمَامِي يَكُونُ لَكَ الْجَمِيعُ». [٨]فَأَجَابَهُ يَسُوعُ
وَقَالَ:«اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! إِنَّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرَّبِّ إِلهِكَ تَسْجُدُ وَإِيَّاهُ
وَحْدَهُ تَعْبُدُ». [٩]ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَأَقَامَهُ عَلَى جَنَاحِ الْهَيْكَلِ
وَقَالَ لَهُ:«إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللهِ فَاطْرَحْ نَفْسَكَ مِنْ هُنَا إِلَى أَسْفَلُ،
[١٠]لأَنَّهُ مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ يُوصِي مَلاَئِكَتَهُ بِكَ لِكَيْ يَحْفَظُوكَ، [١١]وَأَنَّهُمْ
عَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لاَ تَصْدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ». [١٢]فَأَجَابَ
يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ:«إِنَّهُ قِيلَ: لاَ تُجَرِّبِ الرَّبَّ إِلهَكَ». [١٣]وَلَمَّا أَكْمَلَ
إِبْلِيسُ كُلَّ تَجْرِبَةٍ فَارَقَهُ إِلَى حِينٍ.

[١٤]وَرَجَعَ يَسُوعُ بِقُوَّةِ الرُّوحِ إِلَى الْجَلِيلِ، وَخَرَجَ خَبَرٌ عَنْهُ فِي
جَمِيعِ الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ. [١٥]وَكَانَ يُعَلِّمُ فِي مَجَامِعِهِمْ مُمَجَّدًا مِنَ
الْجَمِيعِ.

[١٦]وَجَاءَ إِلَى النَّاصِرَةِ حَيْثُ كَانَ قَدْ تَرَبَّى. وَدَخَلَ الْمَجْمَعَ
حَسَبَ عَادَتِهِ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَامَ لِيَقْرَأَ، [١٧]فَدُفِعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْيَاءَ
النَّبِيِّ. وَلَمَّا فَتَحَ السِّفْرَ وَجَدَ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ مَكْتُوبًا فِيهِ:
[١٨]«رُوحُ الرَّبِّ عَلَيَّ، لأَنَّهُ مَسَحَنِي لأُبَشِّرَ الْمَسَاكِينَ، أَرْسَلَنِي
لأَشْفِيَ الْمُنْكَسِرِي الْقُلُوبِ، لأُنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِالإِطْلاَقِ وَلِلْعُمْيِ
بِالْبَصَرِ، وَأُرْسِلَ الْمُنْسَحِقِينَ فِي الْحُرِّيَّةِ، [١٩]وَأَكْرِزَ بِسَنَةِ الرَّبِّ
الْمَقْبُولَةِ». [٢٠]ثُمَّ طَوَى السِّفْرَ وَسَلَّمَهُ إِلَى الْخَادِمِ، وَجَلَسَ. وَجَمِيعُ
الَّذِينَ فِي الْمَجْمَعِ كَانَتْ عُيُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَيْهِ.

৭এখন তুমি যদি আমাকে সেজদা কর তবে এই সবই তোমার হবে।”৮ঈসা
তাকে জবাব দিলেন, “পাক-কিতাবে লেখা আছে, ‘তুমি তোমার মাবুদ
আল্লাহ্‌কেই ভয় করবে, কেবল তাঁরই এবাদত করবে।’ ” ৯তখন ইবলিস ঈসাকে
জেরুজালেমে নিয়ে গেল আর বায়তুল-মোকাদ্দসের চূড়ার উপরে তাঁকে দাঁড়
করিয়ে বলল, “তুমি যদি ইব্‌নুল্লাহ্‌ হও তবে এখান থেকে লাফ দিয়ে নীচে পড়,
১০কারণ পাক-কিতাবে লেখা আছে, তিনি তাঁর ফেরেশতাদের তোমার বিষয়ে
হুকুম দেবেন যেন তাঁরা তোমাকে রক্ষা করেন। ১১তাঁরা তোমাকে হাত দিয়ে ধরে
ফেলবেন যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।” ১২ঈসা তাকে
বললেন, “পাক-কিতাবে বলা হয়েছে, ‘তোমার মাবুদ আল্লাহ্‌কে তুমি পরীক্ষা
করতে যেয়ো না।’ ” ১৩সমস্ত রকম লোভ দেখানো শেষ করে ইবলিস অল্প সময়ের
জন্য ঈসার কাছ থেকে চলে গেল। ১৪পরে ঈসা পাক-রূহের শক্তিতে পূর্ণ হয়ে
গালীল প্রদেশে ফিরে গেলেন। ঈসার খবর সেই এলাকার সব জায়গায় ছড়িয়ে
পড়ল। ১৫সেখানকার ভিন্ন ভিন্ন মজলিস-খানায় ঈসা শিক্ষা দিতে শুরু করলেন।
তখন সবাই তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। ১৬এর পরে ঈসা নাসরতে গেলেন।
এখানেই তিনি বড় হয়েছিলেন। তিনি নিজের নিয়ম মত বিশ্রামবারে মজলিস-
খানায় গেলেন, তারপর কিতাব তেলাওয়াত করবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ১৭তাঁর
হাতে নবী ইশাইয়ার লেখা কিতাবখানা দেওয়া হল। গুটিয়ে-রাখা কিতাবখানা
খুলেই তিনি সেই জায়গাটা পেলেন যেখানে লেখা আছে, ১৮“আল্লাহ্‌ মালিকের
রূহ্‌ আমার উপরে আছেন, কারণ তিনিই আমাকে নিযুক্ত করেছেন যেন আমি
গরীবদের কাছে সুসংবাদ তবলিগ করি। তিনি আমাকে বন্দীদের কাছে স্বাধীনতার
কথা, অন্ধদের কাছে দেখতে পাবার কথা ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন। যাদের উপর
জুলুম হচ্ছে, তিনি আমাকে তাদের মুক্ত করতে পাঠিয়েছেন। ১৯এছাড়া মাবুদ
আমাকে ঘোষণা করতে পাঠিয়েছেন যে, এখন তাঁর রহমত দেখাবার সময়
হয়েছে।” ২০তারপর তিনি কিতাবখানা আবার গুটিয়ে কর্মচারীর হাতে দিয়ে বসে
পড়লেন। মজলিস-খানার প্রত্যেকটি লোকের চোখ তাঁর উপরে পড়ল।

[٢١]فَابْتَدَأَ يَقُولُ لَهُمْ:«إِنَّهُ الْيَوْمَ قَدْ تَمَّ هذَا الْمَكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ».

[٢٢]وَكَانَ الْجَمِيعُ يَشْهَدُونَ لَهُ وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ كَلِمَاتِ النِّعْمَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ فَمِهِ، وَيَقُولُونَ: «أَلَيْسَ هذَا ابْنَ يُوسُفَ؟» [٢٣]فَقَالَ لَهُمْ:«عَلَى كُلِّ حَال تَقُولُونَ لِي هذَا الْمَثَلَ: أَيُّهَا الطَّبِيبُ اشْفِ نَفْسَكَ! كَمْ سَمِعْنَا أَنَّهُ جَرَى فِي كَفْرِنَاحُومَ، فَافْعَلْ ذلِكَ هُنَا أَيْضًا فِي وَطَنِكَ» [٢٤]وَقَالَ: «الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَيْسَ نَبِيٌّ مَقْبُولاً فِي وَطَنِهِ. [٢٥]وَبِالْحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ أَرَامِلَ كَثِيرَةً كُنَّ فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَيَّامِ إِيلِيَّا حِينَ أُغْلِقَتِ السَّمَاءُ مُدَّةَ ثَلاَثِ سِنِينَ وَسِتَّةِ أَشْهُرٍ، لَمَّا كَانَ جُوعٌ عَظِيمٌ فِي الأَرْضِ كُلِّهَا، [٢٦]وَلَمْ يُرْسَلْ إِيلِيَّا إِلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا، إِلاَّ إِلَى امْرَأَةٍ أَرْمَلَةٍ، إِلَى صَرْفَةِ صَيْدَاءَ. [٢٧]وَبُرْصٌ كَثِيرُونَ كَانُوا فِي إِسْرَائِيلَ فِي زَمَانِ أَلِيشَعَ النَّبِيِّ، وَلَمْ يُطَهَّرْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِلاَّ نُعْمَانُ السُّرْيَانِيُّ». [٢٨]فَامْتَلأَ غَضَبًا جَمِيعُ الَّذِينَ فِي الْمَجْمَعِ حِينَ سَمِعُوا هذَا، [٢٩]فَقَامُوا وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ، وَجَاءُوا بِهِ إِلَى حَافَّةِ الْجَبَلِ الَّذِي كَانَتْ مَدِينَتُهُمْ مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ حَتَّى يَطْرَحُوهُ إِلَى أَسْفَلِ. [٣٠]أَمَّا هُوَ فَجَازَ فِي وَسْطِهِمْ وَمَضَى.

[٣١]وَانْحَدَرَ إِلَى كَفْرِنَاحُومَ، مَدِينَةٍ مِنَ الْجَلِيلِ، وَكَانَ يُعَلِّمُهُمْ فِي السُّبُوتِ. [٣٢]فَبُهِتُوا مِنْ تَعْلِيمِهِ، لأَنَّ كَلاَمَهُ كَانَ بِسُلْطَانٍ. [٣٣]وَكَانَ فِي الْمَجْمَعِ رَجُلٌ بِهِ رُوحُ شَيْطَانٍ نَجِسٍ، فَصَرَخَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ [٣٤]قَائِلاً:«آهِ! مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ؟ أَتَيْتَ لِتُهْلِكَنَا! أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ: قُدُّوسُ اللهِ!». [٣٥]فَانْتَهَرَهُ يَسُوعُ قَائِلاً:«اخْرَسْ! وَاخْرُجْ مِنْهُ!». فَصَرَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي الْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا.

২১তখন ঈসা লোকদের বললেন, “পাক-কিতাবের এই কথা আজ আপনারা
শুনবার সংগে সংগেই তা পূর্ণ হল।” ২২লোকেরা সবাই তাঁর প্রশংসা করল এবং
তাঁর মুখে এই সব সুন্দর সুন্দর কথা শুনে আশ্চর্য হল। তারা বলল, “এ কি
ইউসুফের ছেলে নয়?” ২৩ঈসা তাদের বললেন, “আপনারা এই চলতি কথাটা
নিশ্চয়ই আমাকে বলবেন, ‘ডাক্তার, নিজেকে সুস্থ কর।’ আরও বলবেন,
‘কফরনাহূমে যে সব কাজ করবার কথা আমরা শুনেছি সেই সব এখন নিজের
গ্রামেও করে দেখাও।’ ” ২৪তিনি আরও বললেন, “আমি আপনাদের সত্যি
বলছি, কোন নবীকেই তাঁর নিজের গ্রামের লোক গ্রাহ্য করে না। ২৫এই কথা সত্যি
যে, নবী ইলিয়াসের সময়ে যখন সাড়ে তিন বছর বৃষ্টি হয় নি এবং সমস্ত দেশে
ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তখন ইসরাইল দেশে অনেক বিধবা ছিল। ২৬কিন্তু তাদের
কারও কাছে ইলিয়াসকে পাঠানো হয় নি, কেবল সিডন এলাকার সারিফত গ্রামের
বিধবা স্ত্রীলোকটির কাছে পাঠানো হয়েছিল। ২৭নবী আল-ইয়াসার সময়ে ইসরাইল
দেশে অনেক চর্মরোগী ছিল, কিন্তু তাদের কাউকে সুস্থ করা হয় নি, কেবল সিরিয়া
দেশের নামানকেই সুস্থ করা হয়েছিল।” ২৮এই কথা শুনে মজলিস-খানার সমস্ত
লোক রেগে আগুন হল। ২৯তারা উঠে ঈসাকে গ্রামের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে চলল,
আর তাঁকে নীচে ফেলে দেবার জন্য তাদের গ্রামটা যে পাহাড়ের গায়ে ছিল সেই
পাহাড়ের চূড়ায় তাঁকে নিয়ে গেল। ৩০কিন্তু তিনি সেই লোকদের মধ্য দিয়েই চলে
গেলেন। ৩১পরে ঈসা গালীল প্রদেশের কফরনাহূম শহরে গেলেন এবং বিশ্রামবারে
লোকদের শিক্ষা দিলেন। ৩২তাঁর শিক্ষায় লোকেরা আশ্চর্য হল, কারণ তিনি এমন
লোকের মত কথা বলছিলেন যাঁর অধিকার আছে। ৩৩সেই মজলিস-খানায় এমন
একটি লোক ছিল যাকে ভূতে পেয়েছিল। সে চিৎকার করে বলল, ৩৪“ওহে
নাসরত গ্রামের ঈসা, আমাদের সংগে আপনার কি দরকার? আপনি কি আমাদের
ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি আপনি কে; আপনিই তো আল্লাহ্‌র সেই
পবিত্রজন।” ৩৫ঈসা সেই ভূতকে ধমক দিয়ে বললেন, “চুপ কর, ওর মধ্য থেকে
বের হয়ে যাও।” সেই ভূত তখন লোকটিকে সকলের মাঝখানে আছড়ে ফেলল
এবং তার কোন ক্ষতি না করে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল।

[٣٦]فَوَقَعَتْ دَهْشَةٌ عَلَى الْجَمِيعِ، وَكَانُوا يُخَاطِبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
قَائِلِينَ:«مَا هذِهِ الْكَلِمَةُ؟ لأَنَّهُ بِسُلْطَانٍ وَقُوَّةٍ يَأْمُرُ الأَرْوَاحَ النَّجِسَةَ
فَتَخْرُجُ!». [٣٧]وَخَرَجَ صِيتٌ عَنْهُ إِلَى كُلِّ مَوْضِعٍ فِي الْكُورَةِ
الْمُحِيطَةِ.

[٣٨]وَلَمَّا قَامَ مِنَ الْمَجْمَعِ دَخَلَ بَيْتَ سِمْعَانَ. وَكَانَتْ حَمَاةُ سِمْعَانَ
قَدْ أَخَذَتْهَا حُمَّى شَدِيدَةٌ. فَسَأَلُوهُ مِنْ أَجْلِهَا. [٣٩]فَوَقَفَ فَوْقَهَا وَانْتَهَرَ
الْحُمَّى فَتَرَكَتْهَا! وَفِي الْحَالِ قَامَتْ وَصَارَتْ تَخْدُمُهُمْ. [٤٠]وَعِنْدَ
غُرُوبِ الشَّمْسِ، جَمِيعُ الَّذِينَ كَانَ عِنْدَهُمْ سُقَمَاءُ بِأَمْرَاضٍ مُخْتَلِفَةٍ
قَدَّمُوهُمْ إِلَيْهِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَشَفَاهُمْ. [٤١]وَكَانَتْ
شَيَاطِينُ أَيْضًا تَخْرُجُ مِنْ كَثِيرِينَ وَهِيَ تَصْرُخُ وَتَقُولُ:«أَنْتَ
الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ!» فَانْتَهَرَهُمْ وَلَمْ يَدَعْهُمْ يَتَكَلَّمُونَ، لأَنَّهُمْ عَرَفُوهُ
أَنَّهُ الْمَسِيحُ.

[٤٢]وَلَمَّا صَارَ النَّهَارُ خَرَجَ وَذَهَبَ إِلَى مَوْضِعٍ خَلاَءٍ، وَكَانَ
الْجُمُوعُ يُفَتِّشُونَ عَلَيْهِ. فَجَاءُوا إِلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ لِئَلاَّ يَذْهَبَ عَنْهُمْ.
[٤٣]فَقَالَ لَهُمْ:«إِنَّهُ يَنْبَغِي لِي أَنْ أُبَشِّرَ الْمُدُنَ الأُخَرَ أَيْضًا بِمَلَكُوتِ
اللهِ، لأَنِّي لِهذَا قَدْ أُرْسِلْتُ». [٤٤]فَكَانَ يَكْرِزُ فِي مَجَامِعِ الْجَلِيلِ.

الأصحَاحُ الْخَامِسُ

[١]وَإِذْ كَانَ الْجَمْعُ يَزْدَحِمُ عَلَيْهِ لِيَسْمَعَ كَلِمَةَ اللهِ، كَانَ وَاقِفًا عِنْدَ
بُحَيْرَةِ جَنِّيسَارَتَ. [٢]فَرَأَى سَفِينَتَيْنِ وَاقِفَتَيْنِ عِنْدَ الْبُحَيْرَةِ،
وَالصَّيَّادُونَ قَدْ خَرَجُوا مِنْهُمَا وَغَسَلُوا الشِّبَاكَ. [٣]فَدَخَلَ إِحْدَى
السَّفِينَتَيْنِ الَّتِي كَانَتْ لِسِمْعَانَ، وَسَأَلَهُ أَنْ يُبْعِدَ قَلِيلاً عَنِ الْبَرِّ. ثُمَّ
جَلَسَ وَصَارَ يُعَلِّمُ الْجُمُوعَ مِنَ السَّفِينَةِ. [٤]وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْكَلاَمِ قَالَ
لِسِمْعَانَ:«ابْعُدْ إِلَى الْعُمْقِ وَأَلْقُوا شِبَاكَكُمْ لِلصَّيْدِ».

[৩৬]এতে সবাই আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, “এ কেমন
কথা! অধিকার ও ক্ষমতা নিয়ে তিনি ভূতদের হুকুম দেন আর তারা বের হয়ে
যায়!” [৩৭]সেই এলাকার সব জায়গায় ঈসার কথা ছড়িয়ে পড়ল। [৩৮]এর পরে ঈসা
মজলিস-খানা ছেড়ে শিমোনের বাড়ীতে গেলেন। শিমোনের শাশুড়ীর খুব জ্বর
হয়েছিল। তাঁকে ভাল করবার জন্য ঈসাকে অনুরোধ করা হল। [৩৯]তখন ঈসা
শিমোনের শাশুড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিলেন। তাতে তাঁর জ্বর ছেড়ে
গেল, আর তিনি তখনই উঠে তাঁদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।
[৪০]বেলা ডুবে যাবার সময়ে লোকেরা সব রোগীদের ঈসার কাছে নিয়ে আসল।
তারা নানা রকম রোগে ভুগছিল। ঈসা তাদের প্রত্যেকের গায়ে হাত দিয়ে তাদের
সুস্থ করলেন। [৪১]অনেক লোকের মধ্য থেকে ভূতও বের হয়ে গেল। সেই ভূতগুলো
চিৎকার করে বলল, “আপনি ইব্‌নুল্লাহ্‌।” তিনি যে মসীহ্‌ তা তারা জানত।
এইজন্য তিনি ধমক দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দিলেন। [৪২]খুব ভোরে ঈসা সেই
জায়গা ছেড়ে একটা নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। লোকেরা তাঁর তালাশ করতে
করতে তাঁর কাছে গেল এবং যাতে তিনি তাদের কাছ থেকে চলে না যান সেইজন্য
তাঁকে তাদের কাছে ধরে রাখতে চেষ্টা করল। [৪৩]তখন ঈসা তাদের বললেন,
“আরও অনেক জায়গায় আমাকে আল্লাহ্‌র রাজ্যের সুসংবাদ তবলিগ করতে
হবে, কারণ এরই জন্য আল্লাহ্‌ আমাকে পাঠিয়েছেন।” [৪৪]এর পরে তিনি ইহুদীদের
দেশের ভিন্ন ভিন্ন মজলিস-খানায় তবলিগ করতে থাকলেন।

৫ অধ্যায়

[১]এক সময়ে ঈসা গিনেষরৎ সাগরের পারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লোকেরা আল্লাহ্‌র
কালাম শুনবার জন্য তাঁর চারপাশে ঠেলাঠেলি করছিল। [২]এমন সময় তিনি
সাগরের পারে দু’টা নৌকা দেখতে পেলেন। জেলেরা সেই নৌকা দু’টা থেকে নেমে
তাদের জাল ধুচ্ছিল। [৩]তখন ঈসা শিমোনের নৌকায় উঠলেন এবং তাঁকে পার
থেকে একটু দূরে নৌকাটা নিয়ে যেতে বললেন। তারপর তিনি নৌকায় বসে
লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। [৪]কথা শেষ হলে পর ঈসা শিমোনকে বললেন,
“গভীর পানিতে গিয়ে মাছ ধরবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।”

٥فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَقَالَ لَهُ:«يَا مُعَلِّمُ، قَدْ تَعِبْنَا اللَّيْلَ كُلَّهُ وَلَمْ نَأْخُذْ
شَيْئًا. وَلكِنْ عَلَى كَلِمَتِكَ أُلْقِي الشَّبَكَةَ». ٦وَلَمَّا فَعَلُوا ذلِكَ أَمْسَكُوا
سَمَكًا كَثِيرًا جِدًّا، فَصَارَتْ شَبَكَتُهُمْ تَتَخَرَّقُ. ٧فَأَشَارُوا إِلَى
شُرَكَائِهِمُ الَّذِينَ فِي السَّفِينَةِ الأُخْرَى أَنْ يَأْتُوا وَيُسَاعِدُوهُمْ. فَأَتَوْا
وَمَلأُوا السَّفِينَتَيْنِ حَتَّى أَخَذَتَا فِي الْغَرَقِ. ٨فَلَمَّا رَأَى سِمْعَانُ
بُطْرُسُ ذلِكَ خَرَّ عِنْدَ رُكْبَتَيْ يَسُوعَ قَائِلاً:«اخْرُجْ مِنْ سَفِينَتِي
يَارَبُّ، لأَنِّي رَجُلٌ خَاطِئٌ!». ٩إِذِ اعْتَرَتْهُ وَجَمِيعَ الَّذِينَ مَعَهُ
دَهْشَةٌ عَلَى صَيْدِ السَّمَكِ الَّذِي أَخَذُوهُ. ١٠وَكَذلِكَ أَيْضًا يَعْقُوبُ
وَيُوحَنَّا ابْنَا زَبَدِي اللَّذَانِ كَانَا شَرِيكَيْ سِمْعَانَ. فَقَالَ يَسُوعُ
لِسِمْعَانَ: «لاَتَخَفْ! مِنَ الآنَ تَكُونُ تَصْطَادُ النَّاسَ!» ١١وَلَمَّا
جَاءُوا بِالسَّفِينَتَيْنِ إِلَى الْبَرِّ تَرَكُوا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعُوهُ.

١٢وَكَانَ فِي إِحْدَى الْمُدُنِ، فَإِذَا رَجُلٌ مَمْلُوءٌ بَرَصًا. فَلَمَّا رَأَى
يَسُوعَ خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ قَائِلاً:«يَا سَيِّدُ، إِنْ أَرَدْتَ تَقْدِرْ
أَنْ تُطَهِّرَنِي». ١٣فَمَدَّ يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلاً:«أُرِيدُ، فَاطْهُرْ!». وَلِلْوَقْتِ
ذَهَبَ عَنْهُ الْبَرَصُ. ١٤فَأَوْصَاهُ أَنْ لاَ يَقُولَ لأَحَدٍ. بَلِ «امْضِ وَأَرِ
نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِ، وَقَدِّمْ عَنْ تَطْهِيرِكَ كَمَا أَمَرَ مُوسَى شَهَادَةً لَهُمْ».
١٥فَذَاعَ الْخَبَرُ عَنْهُ أَكْثَرَ. فَاجْتَمَعَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ لِكَيْ يَسْمَعُوا
وَيُشْفَوْا بِهِ مِنْ أَمْرَاضِهِمْ. ١٦وَأَمَّا هُوَ فَكَانَ يَعْتَزِلُ فِي الْبَرَارِي
وَيُصَلِّي.

١٧وَفِي أَحَدِ الأَيَّامِ كَانَ يُعَلِّمُ، وَكَانَ فَرِّيسِيُّونَ وَمُعَلِّمُونَ
لِلنَّامُوسِ جَالِسِينَ وَهُمْ قَدْ أَتَوْا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِنَ الْجَلِيلِ وَالْيَهُودِيَّةِ
وَأُورُشَلِيمَ. وَكَانَتْ قُوَّةُ الرَّبِّ لِشِفَائِهِمْ. ١٨وَإِذَا بِرِجَال يَحْمِلُونَ
عَلَى فِرَاشٍ إِنْسَانًا مَفْلُوجًا، وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَعُوهُ
أَمَامَهُ.

৫শিমোন বললেন, “হুজুর, সারা রাত খুব পরিশ্রম করেও কিছুই ধরতে পারি
নি; তবুও আপনার কথাতে আমি জাল ফেলব।” ৬জাল ফেললে পর তাতে এত
মাছ পড়ল যে, তাঁদের জাল ছিঁড়বার মত হল। ৭তখন তাঁরা সাহায্যের জন্য ইশারা
করে অন্য নৌকার সংগীদের ডাকলেন। তাঁরা এসে দু’টা নৌকায় এত মাছ বোঝাই
করলেন যে, সেগুলো ডুবে যাবার মত হল। ৮এ দেখে শিমোন্তপিতর ঈসার সামনে
উবুড় হয়ে পড়ে বললেন, “হুজুর, আমি গুনাহ্‌গার; আমার কাছ থেকে চলে
যান।” ৯এত মাছ ধরা পড়েছে দেখে শিমোন্তপিতর ও তাঁর সংগীরা সবাই আশ্চর্য
হলেন। ১০শিমোনের ব্যবসার ভাগীদার ইয়াকুব ও ইউহোন্না নামে সিবদিয়ের দুই
ছেলেও আশ্চর্য হলেন। তখন ঈসা শিমোনকে বললেন, “ভয় কোরো না; এখন
থেকে তুমি আল্লাহ্‌র জন্য মানুষ ধরবে।” ১১তারপর তাঁরা নৌকাগুলো পারে
আনলেন এবং সব কিছু ফেলে রেখে ঈসার সংগে চললেন। ১২ঈসা একবার একটা
গ্রামে গেলেন। সেখানে একজন লোকের সারা গায়ে খারাপ চর্মরোগ ছিল। ঈসাকে
দেখে সে উবুড় হয়ে পড়ে কাকুতি-মিনতি করে বলল, “হুজুর, আপনি ইচ্ছা
করলেই আমাকে ভাল করতে পারেন।” ১৩ঈসা হাত বাড়িয়ে তাকে ছুঁয়ে বললেন,
“আমি তা-ই চাই, তুমি পাক-সাফ হও।” আর তখনই সে ভাল হয়ে গেল। ১৪ঈসা
তাকে এই হুকুম দিলেন, “এই কথা কাউকে বোলো না বরং ইমামের কাছে গিয়ে
নিজেকে দেখাও। তার পর পাক-সাফ হওয়া সম্বন্ধে মূসা যা কোরবানী দেবার হুকুম
দিয়েছেন তা কোরবানী দাও। তাতে লোকদের কাছে প্রমাণ হবে তুমি ভাল হয়েছ।”
১৫তবুও ঈসার খবর আরও ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর কথা শুনবার জন্য ও রোগ থেকে
সুস্থ হবার জন্য অনেক লোক তাঁর কাছে আসতে লাগল। ১৬ঈসা প্রায়ই নির্জন
জায়গায় গিয়ে মুনাজাত করতেন। ১৭একদিন ঈসা যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন
ফরীশীরা এবং আলেমেরা সেখানে বসে ছিলেন। গালীল প্রদেশের বিভিন্ন গ্রাম
এবং এহুদিয়া প্রদেশ ও জেরুজালেম শহর থেকে এঁরা এসেছিলেন। রোগীদের সুস্থ
করবার জন্য মাবুদের কুদরত ঈসার মধ্যে ছিল। ১৮তখন কয়েকজন লোক একজন
অবশ-রোগীকে খাটে করে বয়ে আনল। তারা তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে ঈসার
সামনে রাখবার চেষ্টা করল,

১৯কিন্তু ভিড়ের জন্য ভিতরে যাবার পথ পেল না। তখন তারা ছাদে উঠল এবং
ছাদের টালি সরিয়ে বিছানা সুদ্ধ তাকে লোকদের মাঝখানে ঈসার সামনে নামিয়ে
দিল। ২০তারা ঈমান এনেছে দেখে ঈসা বললেন, "বন্ধু, তোমার গুনাহ্ মাফ করা
হল।" ২১এতে আলেম ও ফরীশীরা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "এই লোকটা
কে, যে কুফরী করছে? আল্লাহ্ ছাড়া আর কে গুনাহ্ মাফ করতে পারে?" ২২তাঁরা
মনে মনে কি চিন্তা করছিলেন ঈসা তা বুঝতে পেরে বললেন, "আপনারা মনে মনে
কেন ঐ কথা ভাবছেন? ২৩কোন্‌টা বলা সহজ, 'তোমার গুনাহ্ মাফ করা হল,' না
'তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও'? ২৪কিন্তু আপনারা যেন জানতে পারেন দুনিয়াতে
গুনাহ্ মাফ করবার ক্ষমতা ইব্‌নেআদমের আছে"- এই পর্যন্ত বলে তিনি সেই
অবশ-রোগীকে বললেন, "আমি তোমাকে বলছি, ওঠো, তোমার বিছানা তুলে
নিয়ে বাড়ী চলে যাও।" ২৫সেই লোকটি তখনই সকলের সামনে উঠে দাঁড়াল এবং
যে বিছানার উপরে সে শুয়ে ছিল তা তুলে নিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে
বাড়ী চলে গেল। ২৬তাতে সবাই খুব আশ্চর্য হল এবং ভয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে
বলল, "আজ আমরা কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম!" ২৭এর পরে ঈসা বাইরে
গেলেন এবং খাজনা আদায় করবার ঘরে লেবি নামে একজন খাজনা-
আদায়কারীকে বসে থাকতে দেখলেন। ঈসা লেবিকে বললেন, "এস, আমার
সাহাবী হও।" ২৮তাতে লেবি উঠলেন এবং তাঁর সব কিছু ফেলে রেখে ঈসার
সংগে গেলেন। ২৯পরে লেবি ঈসার জন্য তাঁর বাড়ীতে একটা বড় মেজবানী
দিলেন। তাঁদের সংগে অনেক খাজনা-আদায়কারী ও অন্য লোকেরা খেতে বসল।
৩০তখন ফরীশীরা ও তাঁদের দলের আলেমেরা বিরক্ত হয়ে ঈসার সাহাবীদের
বললেন, "তোমরা কর-আদায়কারী ও খারাপ লোকদের সংগে খাওয়া-দাওয়া কর
কেন?" ৩১ঈসা তাঁদের বললেন, "সুস্থদের জন্য ডাক্তারের দরকার নেই বরং
অসুস্থদের জন্যই দরকার আছে। ৩২তওবা করবার জন্য আমি ধার্মিকদের ডাকতে
আসি নি বরং গুনাহ্‌গারদেরই ডাকতে এসেছি।" ৩৩পরে সেই ধর্ম-নেতারা ঈসাকে
বললেন, "ইয়াহিয়ার সাহাবীরা প্রায়ই রোজা ও মুনাজাত করে এবং ফরীশীদের
শাগরেদেরাও তা করে, কিন্তু আপনার সাহাবীরা কখনও খাওয়া-দাওয়া বাদ দেয়
না।"

[١٩]وَلَمَّا لَمْ يَجِدُوا مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبَبِ الْجَمْعِ، صَعِدُوا
عَلَى السَّطْحِ وَدَلَّوْهُ مَعَ الْفِرَاشِ مِنْ بَيْنِ الأُجُرِّ إِلَى الْوَسْطِ قُدَّامَ
يَسُوعَ. [٢٠]فَلَمَّا رَأَى إِيمَانَهُمْ قَالَ لَهُ:«أَيُّهَا الإِنْسَانُ، مَغْفُورَةٌ لَكَ
خَطَايَاكَ». [٢١]فَابْتَدَأَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ يُفَكِّرُونَ قَائِلِينَ «مَنْ هذَا
الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِتَجَادِيفَ؟ مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَايَا إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ؟»
[٢٢]فَشَعَرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارِهِمْ، وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ:«مَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي
قُلُوبِكُمْ؟

[٢٣]أَيُّمَا أَيْسَرُ: أَنْ يُقَالَ: مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ، أَمْ أَنْ يُقَالَ: قُمْ
وَامْشِ؟ [٢٤]وَلكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لابْنِ الإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى
الأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ الْخَطَايَا»، قَالَ لِلْمَفْلُوجِ:«لَكَ أَقُولُ: قُمْ وَاحْمِلْ
فِرَاشَكَ وَاذْهَبْ إِلَى بَيْتِكَ!». [٢٥]فَفِي الْحَالِ قَامَ أَمَامَهُمْ، وَحَمَلَ مَا
كَانَ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ، وَمَضَى إِلَى بَيْتِهِ وَهُوَ يُمَجِّدُ اللهَ. [٢٦]فَأَخَذَتِ
الْجَمِيعَ حَيْرَةٌ وَمَجَّدُوا اللهَ، وَامْتَلأُوا خَوْفًا قَائِلِينَ:«إِنَّنَا قَدْ رَأَيْنَا
الْيَوْمَ عَجَائِبَ!». [٢٧]وَبَعْدَ هذَا خَرَجَ فَنَظَرَ عَشَّارًا اسْمُهُ لاوِي
جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ، فَقَالَ لَهُ:«اتْبَعْنِي». [٢٨]فَتَرَكَ كُلَّ شَيْءٍ
وَقَامَ وَتَبِعَهُ. [٢٩]وَصَنَعَ لَهُ لاوِي ضِيَافَةً كَبِيرَةً فِي بَيْتِهِ. وَالَّذِينَ
كَانُوا مُتَّكِئِينَ مَعَهُمْ كَانُوا جَمْعًا كَثِيرًا مِنْ عَشَّارِينَ وَآخَرِينَ.
[٣٠]فَتَذَمَّرَ كَتَبَتُهُمْ وَالْفَرِّيسِيُّونَ عَلَى تَلاَمِيذِهِ قَائِلِينَ:«لِمَاذَا تَأْكُلُونَ
وَتَشْرَبُونَ مَعَ عَشَّارِينَ وَخُطَاةٍ؟» [٣١]فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ: «لاَ
يَحْتَاجُ الأَصِحَّاءُ إِلَى طَبِيبٍ، بَلِ الْمَرْضَى. [٣٢]لَمْ آتِ لأَدْعُوَ أَبْرَارًا
بَلْ خُطَاةً إِلَى التَّوْبَةِ».

[٣٣]وَقَالُوا لَهُ:«لِمَاذَا يَصُومُ تَلاَمِيذُ يُوحَنَّا كَثِيرًا وَيُقَدِّمُونَ
طِلْبَاتٍ، وَكَذلِكَ تَلاَمِيذُ الْفَرِّيسِيِّينَ أَيْضًا، وَأَمَّا تَلاَمِيذُكَ فَيَأْكُلُونَ
وَيَشْرَبُونَ؟»

৩৪ঈসা তাঁদের বললেন, “বর সংগে থাকতে কি বরের সংগের লোকদের
রোজা রাখাতে পারা যায়? ৩৫কিন্তু এমন সময় আসবে যখন তাদের কাছ থেকে
বরকে নিয়ে যাওয়া হবে, আর সেই সময়েই তারা রোজা রাখবে।” ৩৬তারপর ঈসা
শিক্ষা দেবার জন্য তাঁদের কাছে এই উদাহরণ দিলেন: “নতুন কোর্তার টুকরা ছিঁড়ে
নিয়ে কেউ পুরানো কোর্তায় তালি দেয় না, কারণ তা করলে সেই নতুন কোর্তাটা
তো সে ছিঁড়ে ফেলে; আর সেই নতুন টুকরাটাও পুরানো কোর্তার সংগে মানায় না।
৩৭টাটকা আংগুর-রস কেউ পুরানো চামড়ার থলিতে রাখে না, রাখলে টাটকা
রসে থলিগুলো ফেটে যায়। তাতে রসও পড়ে যায়, থলিগুলোও নষ্ট হয়।
৩৮টাটকা আংগুর-রস নতুন চামড়ার থলিতেই রাখা উচিত। ৩৯পুরানো আংগুর-
রস খাবার পরে কেউ টাটকা আংগুর-রস খেতে চায় না, কারণ সে বলে,
‘পুরানোটাই ভাল।’ ”

৬ অধ্যায়

১কোন এক বিশ্রামবারে ঈসা শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাহাবীরা
শীষ ছিঁড়ে হাতে ঘষে ঘষে খেতে লাগলেন। ২তখন কয়েকজন ফরীশী বললেন,
“শরীয়ত মতে বিশ্রামবারে যা করা উচিত নয়, তোমরা তা করছ কেন?” ৩ঈসা
বললেন, “নবী দাউদ ও তাঁর সংগীদের যখন খিদে পেয়েছিল তখন তিনি কি
করেছিলেন তা কি আপনারা পড়েন নি? ৪তিনি তো আল্লাহ্‌র ঘরে ঢুকে পবিত্র-
রুটি নিয়ে খেয়েছিলেন এবং তাঁর সংগীদেরও দিয়েছিলেন। কিন্তু কেবল মাত্র
ইমামেরা ছাড়া আর কারও তা খাবার নিয়ম ছিল না।” ৫শেষে ঈসা সেই ফরীশীদের
বললেন, “ইব্‌নেআদমই বিশ্রামবারের মালিক।” ৬আর এক বিশ্রামবারে ঈসা
মজলিস-খানায় গিয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। সেখানে এমন একজন লোক ছিল যার
ডান হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। ৭আলেমেরা ও ফরীশীরা ঈসাকে দোষ দেবার একটা
অজুহাত খুঁজছিলেন। তাই বিশ্রামবারে তিনি কাউকে সুস্থ করেন কি না তা দেখবার
জন্য তাঁরা ঈসার উপর ভালভাবে নজর রাখতে লাগলেন। ৮ঈসা কিন্তু তাঁদের
মনের চিন্তা জানতেন। সেইজন্য যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিল তিনি সেই লোকটিকে
বললেন, “উঠে সকলের সামনে এসে দাঁড়াও।” তাতে সে উঠে দাঁড়াল।

٣٤فَقَالَ لَهُمْ:«أَتَقْدِرُونَ أَنْ تَجْعَلُوا بَنِي الْعُرْسِ يَصُومُونَ مَا دَامَ
الْعَرِيسُ مَعَهُمْ؟ ٣٥وَلكِنْ سَتَأْتِي أَيَّامٌ حِينَ يُرْفَعُ الْعَرِيسُ عَنْهُمْ،
فَحِينَئِذٍ يَصُومُونَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ». ٣٦وَقَالَ لَهُمْ أَيْضًا مَثَلاً:«لَيْسَ
أَحَدٌ يَضَعُ رُقْعَةً مِنْ ثَوْبٍ جَدِيدٍ عَلَى ثَوْبٍ عَتِيقٍ، وَإِلاَّ فَالْجَدِيدُ
يَشُقُّهُ، وَالْعَتِيقُ لاَ تُوافِقُهُ الرُّقْعَةُ الَّتِي مِنَ الْجَدِيدِ. ٣٧وَلَيْسَ أَحَدٌ
يَجْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي زِقَاقٍ عَتِيقَةٍ لِئَلاَّ تَشُقَّ الْخَمْرُ الْجَدِيدَةُ
الزِّقَاقَ، فَهِيَ تُهْرَقُ وَالزِّقَاقُ تَتْلَفُ. ٣٨بَلْ يَجْعَلُونَ خَمْرًا جَدِيدَةً
فِي زِقَاقٍ جَدِيدَةٍ، فَتُحْفَظُ جَمِيعًا. ٣٩وَلَيْسَ أَحَدٌ إِذَا شَرِبَ الْعَتِيقَ
يُرِيدُ لِلْوَقْتِ الْجَدِيدَ، لأَنَّهُ يَقُولُ: الْعَتِيقُ أَطْيَبُ».

الأصحَاحُ السَّادِسُ

١وَفِي السَّبْتِ الثَّانِي بَعْدَ الأَوَّلِ اجْتَازَ بَيْنَ الزُّرُوعِ. وَكَانَ
تَلاَمِيذُهُ يَقْطِفُونَ السَّنَابِلَ وَيَأْكُلُونَ وَهُمْ يَفْرُكُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ. ٢فَقَالَ
لَهُمْ قَوْمٌ مِنَ الْفَرِّيسِيِّينَ:«لِمَاذَا تَفْعَلُونَ مَا لاَ يَحِلُّ فِعْلُهُ فِي
السُّبُوتِ؟» ٣فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ:«أَمَا قَرَأْتُمْ وَلاَ هذَا الَّذِي
فَعَلَهُ دَاوُدُ، حِينَ جَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ؟ ٤كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ اللهِ
وَأَخَذَ خُبْزَ التَّقْدِمَةِ وَأَكَلَ، وَأَعْطَى الَّذِينَ مَعَهُ أَيْضًا، الَّذِي لاَ يَحِلُّ
أَكْلُهُ إِلاَّ لِلْكَهَنَةِ فَقَطْ» ٥وَقَالَ لَهُمْ:«إِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ السَّبْتِ
أَيْضًا».

٦وَفِي سَبْتٍ آخَرَ دَخَلَ الْمَجْمَعَ وَصَارَ يُعَلِّمُ. وَكَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ
يَدُهُ الْيُمْنَى يَابِسَةٌ، ٧وَكَانَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ يُرَاقِبُونَهُ هَلْ يَشْفِي
فِي السَّبْتِ، لِكَيْ يَجِدُوا عَلَيْهِ شِكَايَةً. ٨أَمَّا هُوَ فَعَلِمَ أَفْكَارَهُمْ، وَقَالَ
لِلرَّجُلِ الَّذِي يَدُهُ يَابِسَةٌ:«قُمْ وَقِفْ فِي الْوَسْطِ». فَقَامَ وَوَقَفَ.

٩ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ:«أَسْأَلُكُمْ شَيْئًا: هَلْ يَحِلُّ فِي السَّبْتِ فِعْلُ الْخَيْرِ
أَوْ فِعْلُ الشَّرِّ؟ تَخْلِيصُ نَفْسٍ أَوْ إِهْلاَكُهَا؟». ١٠ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى
جَمِيعِهِمْ وَقَالَ لِلرَّجُلِ:«مُدَّ يَدَكَ». فَفَعَلَ هكَذَا. فَعَادَتْ يَدُهُ صَحِيحَةً
كَالأُخْرَى. ١١فَامْتَلأُوا حُمْقًا وَصَارُوا يَتَكَالَمُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ مَاذَا
يَفْعَلُونَ بِيَسُوعَ.

١٢وَفِي تِلْكَ الأَيَّامِ خَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ لِيُصَلِّيَ. وَقَضَى اللَّيْلَ كُلَّهُ فِي
الصَّلاَةِ للهِ.

١٣وَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ دَعَا تَلاَمِيذَهُ، وَاخْتَارَ مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ، الَّذِينَ
سَمَّاهُمْ أَيْضًا «رُسُلاً»: ١٤سِمْعَانَ الَّذِي سَمَّاهُ أَيْضًا بُطْرُسَ
وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ. يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا. فِيلُبُّسَ وَبَرْثُولَمَاوُسَ. ١٥مَتَّى
وَتُومَا. يَعْقُوبَ بْنَ حَلْفَى وَسِمْعَانَ الَّذِي يُدْعَى الْغَيُورَ. ١٦يَهُوذَا أَخَا
يَعْقُوبَ، وَيَهُوذَا الإِسْخَرْيُوطِيَّ الَّذِي صَارَ مُسَلِّمًا أَيْضًا.

١٧وَنَزَلَ مَعَهُمْ وَوَقَفَ فِي مَوْضِعٍ سَهْلٍ، هُوَ وَجَمْعٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ،
وَجُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ الشَّعْبِ، مِنْ جَمِيعِ الْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ وَسَاحِلِ
صُورَ وَصَيْدَاءَ، الَّذِينَ جَاءُوا لِيَسْمَعُوهُ وَيُشْفَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ،
١٨وَالْمُعَذَّبُونَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجِسَةٍ. وَكَانُوا يَبْرَأُونَ. ١٩وَكُلُّ الْجَمْعِ
طَلَبُوا أَنْ يَلْمِسُوهُ، لأَنَّ قُوَّةً كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْهُ وَتَشْفِي الْجَمِيعَ.

٢٠وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ:«طُوبَاكُمْ أَيُّهَا الْمَسَاكِينُ، لأَنَّ
لَكُمْ مَلَكُوتَ اللهِ. ٢١طُوبَاكُمْ أَيُّهَا الْجِيَاعُ الآنَ، لأَنَّكُمْ تُشْبَعُونَ.
طُوبَاكُمْ أَيُّهَا الْبَاكُونَ الآنَ، لأَنَّكُمْ سَتَضْحَكُونَ. ٢٢طُوبَاكُمْ إِذَا
أَبْغَضَكُمُ النَّاسُ، وَإِذَا أَفْرَزُوكُمْ وَعَيَّرُوكُمْ، وَأَخْرَجُوا اسْمَكُمْ كَشِرِّيرٍ
مِنْ أَجْلِ ابْنِ الإِنْسَانِ. ٢٣اِفْرَحُوا فِي ذلِكَ الْيَوْمِ وَتَهَلَّلُوا، فَهُوَذَا
أَجْرُكُمْ عَظِيمٌ فِي السَّمَاءِ. لأَنَّ آبَاءَهُمْ هكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِالأَنْبِيَاءِ.

৯ঈসা আলেম ও ফরীশীদের বললেন, “আমি আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা
করি, বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা উচিত, না খারাপ কাজ করা উচিত? প্রাণ রক্ষা
করা উচিত, না নষ্ট করা উচিত?” ১০তারপর ঈসা চারপাশের সকলের দিকে
তাকিয়ে লোকটিকে বললেন, “তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।” সে তা করলে পর
তার হাত একেবারে ভাল হয়ে গেল। ১১তখন সেই ধর্ম-নেতারা ভীষণ রাগ
করলেন এবং ঈসাকে নিয়ে কি করা যায় তা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে
লাগলেন। ১২এর পরে ঈসা মুনাজাত করবার জন্য একটা পাহাড়ে গেলেন এবং
সারা রাত আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করে কাটালেন। ১৩সকাল হলে পর তিনি তাঁর
সাহাবীদের নিজের কাছে ডাকলেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে
নিয়ে তাঁদের সাহাবী-পদ দিলেন। ১৪তাঁরা হলেন শিমোন, যাকে তিনি পিতর নামও
দিলেন; শিমোনের ভাই আন্দ্রিয়; ইয়াকুব ও ইউহোন্না; ফিলিপ ও বর্থলময়; ১৫মথি
ও থোমা; আল্‌ফেয়ের ছেলে ইয়াকুব; শিমোন, যাঁকে মৌলবাদী বলা হয়;
১৬ইয়াকুবের ছেলে এহুদা এবং এহুদা ইষ্কারিয়োৎ, যে ঈসাকে পরে শত্রুদের হাতে
ধরিয়ে দিয়েছিল। ১৭ঈসা তাঁর সাহাবীদের সংগে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে একটা
সমান জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে তাঁর অনেক উম্মত জড়ো হয়েছিলেন।
এছাড়া এহুদিয়া, জেরুজালেম এবং টায়ার ও সিডন নামে সাগর পারের দু’টা
শহরের এলাকা থেকেও অনেক লোক সেখানে ছিল। ১৮তারা তাঁর কথা শুনবার
জন্য এবং রোগ থেকে সুস্থ হবার জন্য সেখানে এসেছিল। যারা ভূতের দ্বারা কষ্ট
পাচ্ছিল তারা ভাল হচ্ছিল। ১৯তখন সব লোক তাঁকে ছোঁবার চেষ্টা করতে লাগল,
কারণ তাঁর মধ্য থেকে শক্তি বের হয়ে সকলকে সুস্থ করছিল। ২০পরে ঈসা
সাহাবীদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, “ধন্য তোমরা, যারা গরীব, কারণ
আল্লাহ্‌র রাজ্য তোমাদেরই। ২১ধন্য তোমরা, যাদের এখন খিদে আছে, কারণ
তোমরা তৃপ্ত হবে। ধন্য তোমরা, যারা এখন কাঁদছ, কারণ তোমরা হাসবে।
২২“ধন্য তোমরা, যখন ইব্‌ন্তেআদমের দরুন লোকে তোমাদের ঘৃণা করে, সমাজ
থেকে বের করে দেয় ও নিন্দা করে এবং তোমাদের নাম শুনলে থুথু ফেলে। ২৩সেই
সময় তোমরা খুশী হয়ো ও আনন্দে নেচে উঠো, কারণ বেহেশতে তোমাদের জন্য
মহা পুরস্কার আছে। ঐ সব লোকদের পূর্বপুরুষেরা নবীদের উপরও এই রকম করত।

২৪"কিন্তু ঘৃণ্য ধনী লোকেরা! তোমরা পরিপূর্ণভাবেই সুখ ভোগ করছ। ২৫ঘৃণ্য
তৃপ্ত লোকেরা! তোমাদের তো খিদে পাবে। ঘৃণ্য যারা হাসছ! তোমরা দুঃখ করবে
ও কাঁদবে। ২৬ঘৃণ্য তোমরা, যখন সব লোকে তোমাদের প্রশংসা করে। এই সব
লোকদের পূর্বপুরুষেরা ভণ্ড নবীদেরও প্রশংসা করত। ২৭"তোমরা যারা শুনছ
তাদের আমি বলছি, তোমাদের শত্রুদের মহব্বত কোরো। যারা তোমাদের ঘৃণা করে
তাদের উপকার কোরো। ২৮যারা তোমাদের অবনতি চায় তাদের উন্নতি চেয়ো।
যারা তোমাদের সংগে খারাপ ব্যবহার করে তাদের জন্য মুনাজাত কোরো। ২৯যে
তোমার এক গালে চড় মারে তাকে অন্য গালেও মারতে দিয়ো। যে তোমার চাদর
নিয়ে যায় তাকে কোর্তাও নিতে দিয়ো। ৩০যারা তোমার কাছে চায় তাদের দিয়ো।
কেউ তোমার কোন জিনিস নিয়ে গেলে তা আর ফেরৎ চেয়ো না। ৩১লোকের কাছ
থেকে তোমরা যেমন ব্যবহার পেতে চাও তোমরাও তাদের সংগে তেমনই ব্যবহার
কোরো। ৩২"যারা তোমাদের মহব্বত করে তোমরা যদি তাদেরই কেবল মহব্বত কর
তবে তাতে প্রশংসার কি আছে? খারাপ লোকেরাও তো এইভাবে মহব্বত করে
থাকে। ৩৩যারা তোমাদের উপকার করে তোমরা যদি তাদেরই উপকার করতে থাক
তবে তাতে প্রশংসার কি আছে? খারাপ লোকেরাও তো তা করে থাকে। ৩৪যাদের
কাছ থেকে তোমরা ফিরে পাবার আশা কর, যদি তাদেরই টাকা ধার দাও তবে
তাতে প্রশংসার কি আছে? পাবে বলেই তো খারাপ লোকেরা খারাপ লোকদের
ধার দিয়ে থাকে। ৩৫কিন্তু তোমরা তোমাদের শত্রুদের মহব্বত কোরো এবং তাদের
উপকার কোরো। কিছুই ফেরৎ পাবার আশা না রেখে ধার দিয়ো। তাহলে তোমাদের
জন্য মহা পুরস্কার আছে, আর তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার সন্তান হবে, কারণ তিনি
অকৃতজ্ঞ এবং দুষ্টদেরও দয়া করেন। ৩৬তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু তোমরাও
তেমনি দয়ালু হও। ৩৭"অন্যদের দোষ ধরে বেড়িয়ো না, তাতে তোমাদেরও দোষ
ধরা হবে না। অন্যদের শাস্তি পাবার যোগ্য বলে মনে কোরো না, তাতে তোমাদেরও
শাস্তি পাবার যোগ্য বলে মনে করা হবে না। অন্যদের মাফ কোরো, তাতে
তোমাদেরও মাফ করা হবে।

٢٤وَلَكِنْ وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الأَغْنِيَاءُ، لأَنَّكُمْ قَدْ نِلْتُمْ عَزَاءَكُمْ. ٢٥وَيْلٌ
لَكُمْ أَيُّهَا الشَّبَاعَى، لأَنَّكُمْ سَتَجُوعُونَ. وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الضَّاحِكُونَ
الآنَ، لأَنَّكُمْ سَتَحْزَنُونَ وَتَبْكُونَ. ٢٦وَيْلٌ لَكُمْ إِذَا قَالَ فِيكُمْ جَمِيعُ
النَّاسِ حَسَنًا. لأَنَّهُ هكَذَا كَانَ آبَاؤُهُمْ يَفْعَلُونَ بِالأَنْبِيَاءِ الْكَذَبَةِ.

٢٧«لكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا السَّامِعُونَ: أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ، أَحْسِنُوا
إِلَى مُبْغِضِيكُمْ، ٢٨بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ، وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ
إِلَيْكُمْ. ٢٩مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَاعْرِضْ لَهُ الآخَرَ أَيْضًا، وَمَنْ
أَخَذَ رِدَاءَكَ فَلاَ تَمْنَعْهُ ثَوْبَكَ أَيْضًا. ٣٠وَكُلُّ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ،
وَمَنْ أَخَذَ الَّذِي لَكَ فَلاَ تُطَالِبْهُ. ٣١وَكَمَا تُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ النَّاسُ
بِكُمُ افْعَلُوا أَنْتُمْ أَيْضًا بِهِمْ هكَذَا. ٣٢وَإِنْ أَحْبَبْتُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَكُمْ، فَأَيُّ
فَضْلٍ لَكُمْ؟ فَإِنَّ الْخُطَاةَ أَيْضًا يُحِبُّونَ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ. ٣٣وَإِذَا
أَحْسَنْتُمْ إِلَى الَّذِينَ يُحْسِنُونَ إِلَيْكُمْ، فَأَيُّ فَضْلٍ لَكُمْ؟ فَإِنَّ الْخُطَاةَ
أَيْضًا يَفْعَلُونَ هكَذَا. ٣٤وَإِنْ أَقْرَضْتُمُ الَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْتَرِدُّوا
مِنْهُمْ، فَأَيُّ فَضْلٍ لَكُمْ؟ فَإِنَّ الْخُطَاةَ أَيْضًا يُقْرِضُونَ الْخُطَاةَ لِكَيْ
يَسْتَرِدُّوا مِنْهُمُ الْمِثْلَ. ٣٥بَلْ أَحِبُّوا أَعْدَاءَكُمْ، وَأَحْسِنُوا وَأَقْرِضُوا
وَأَنْتُمْ لاَ تَرْجُونَ شَيْئًا، فَيَكُونَ أَجْرُكُمْ عَظِيمًا وَتَكُونُوا بَنِي الْعَلِيِّ،
فَإِنَّهُ مُنْعِمٌ عَلَى غَيْرِ الشَّاكِرِينَ وَالأَشْرَارِ. ٣٦فَكُونُوا رُحَمَاءَ كَمَا
أَنَّ أَبَاكُمْ أَيْضًا رَحِيمٌ. ٣٧«وَلاَ تَدِينُوا فَلاَ تُدَانُوا. لاَ تَقْضُوا عَلَى
أَحَدٍ فَلاَ يُقْضَى عَلَيْكُمْ. اِغْفِرُوا يُغْفَرْ لَكُمْ.

٣٨أَعْطُوا تُعْطَوْا، كَيْلاً جَيِّدًا مُلَبَّدًا مَهْزُوزًا فَائِضًا يُعْطُونَ فِي
أَحْضَانِكُمْ. لأَنَّهُ بِنَفْسِ الْكَيْلِ الَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ
لَكُمْ». ٣٩وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلاً:

«هَلْ يَقْدِرُ أَعْمَى أَنْ يَقُودَ أَعْمَى؟ أَمَا يَسْقُطُ الاثْنَانِ فِي حُفْرَةٍ؟

٤٠لَيْسَ التِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنْ مُعَلِّمِهِ، بَلْ كُلُّ مَنْ صَارَ كَامِلاً يَكُونُ
مِثْلَ مُعَلِّمِهِ. ٤١لِمَاذَا تَنْظُرُ الْقَذَى الَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ، وَأَمَّا
الْخَشَبَةُ الَّتِي فِي عَيْنِكَ فَلاَ تَفْطَنُ لَهَا؟ ٤٢أَوْ كَيْفَ تَقْدِرُ أَنْ تَقُولَ
لأَخِيكَ: يَا أَخِي، دَعْنِي أُخْرِجِ الْقَذَى الَّذِي فِي عَيْنِكَ، وَأَنْتَ لاَ
تَنْظُرُ الْخَشَبَةَ الَّتِي فِي عَيْنِكَ؟ يَا مُرَائِي! أَخْرِجْ أَوَّلاً الْخَشَبَةَ مِنْ
عَيْنِكَ، وَحِينَئِذٍ تُبْصِرُ جَيِّدًا أَنْ تُخْرِجَ الْقَذَى الَّذِي فِي عَيْنِ أَخِيكَ.

٤٣«لأَنَّهُ مَا مِنْ شَجَرَةٍ جَيِّدَةٍ تُثْمِرُ ثَمَرًا رَدِيًّا، وَلاَ شَجَرَةٍ رَدِيَّةٍ
تُثْمِرُ ثَمَرًا جَيِّدًا. ٤٤لأَنَّ كُلَّ شَجَرَةٍ تُعْرَفُ مِنْ ثَمَرِهَا. فَإِنَّهُمْ لاَ
يَجْتَنُونَ مِنَ الشَّوْكِ تِينًا، وَلاَ يَقْطِفُونَ مِنَ الْعُلَّيْقِ عِنَبًا. ٤٥اَلإِنْسَانُ
الصَّالِحُ مِنْ كَنْزِ قَلْبِهِ الصَّالِحِ يُخْرِجُ الصَّلاَحَ، وَالإِنْسَانُ الشِّرِّيرُ
مِنْ كَنْزِ قَلْبِهِ الشِّرِّيرِ يُخْرِجُ الشَّرَّ. فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلَةِ الْقَلْبِ يَتَكَلَّمُ
فَمُهُ. ٤٦«وَلِمَاذَا تَدْعُونَنِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ، وَأَنْتُمْ لاَ تَفْعَلُونَ مَا
أَقُولُهُ؟ ٤٧كُلُّ مَنْ يَأْتِي إِلَيَّ وَيَسْمَعُ كَلاَمِي وَيَعْمَلُ بِهِ أُرِيكُمْ مَنْ
يُشْبِهُ. ٤٨يُشْبِهُ إِنْسَانًا بَنَى بَيْتًا، وَحَفَرَ وَعَمَّقَ وَوَضَعَ الأَسَاسَ عَلَى
الصَّخْرِ. فَلَمَّا حَدَثَ سَيْلٌ صَدَمَ النَّهْرُ ذلِكَ الْبَيْتَ، فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ
يُزَعْزِعَهُ، لأَنَّهُ كَانَ مُؤَسَّسًا عَلَى الصَّخْرِ.

৩৮দান কোরো, তাতে তোমাদেরও দেওয়া হবে; অনেক বেশী করে, চেপে
চেপে, ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, উপ্‌চে পড়বার মত করে তোমাদের কোঁচড়ে দেওয়া হবে,
কারণ যেভাবে তোমরা মেপে দাও সেইভাবে তোমাদের জন্য মাপা হবে।" ৩৯পরে
ঈসা তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দেবার জন্য এই উদাহরণ দিলেন: "একজন অন্ধ কি
অন্য আর একজন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? তা হলে কি তারা দু'জনেই গর্তে
পড়বে না? ৪০ছাত্র তার শিক্ষকের উপরে নয়, কিন্তু পরিপূর্ণ শিক্ষা পেয়ে প্রত্যেকটি
ছাত্র তার শিক্ষকের মতই হয়ে ওঠে। ৪১"তোমার ভাইয়ের চোখে যে কূটা আছে
তা-ই কেবল দেখছ, অথচ তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ আছে তা লক্ষ্য
করছ না কেন? ৪২তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ আছে তা যখন লক্ষ্য করছ
না তখন কেমন করে তোমার ভাইকে বলতে পার, 'ভাই, তোমার চোখে যে কূটা
আছে, এস, তা বের করে দিই'? ভণ্ড, প্রথমে তোমার নিজের চোখ থেকে
কড়িকাঠটা বের করে ফেল, তাহলে তোমার ভাইয়ের চোখে যে কূটাটা আছে তা
বের করবার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে। ৪৩"ভাল গাছে খারাপ ফল ধরে না, আবার
খারাপ গাছেও ভাল ফল ধরে না। ৪৪ফল দিয়েই গাছ চেনা যায়। লোকে কাঁটাঝোপ
থেকে ডুমুর এবং কাঁটাগাছ থেকে আংগুর তোলে না। ৪৫ভাল লোক তার অন্তর-
ভরা ভাল থেকে ভাল কথাই বের করে আনে, আর খারাপ লোক তার অন্তর-ভরা
খারাপী থেকে খারাপ কথা বের করে আনে। মানুষের অন্তর যা দিয়ে পূর্ণ থাকে মুখ
তো সেই কথাই বলে। ৪৬"তোমরা কেন আমাকে 'প্রভু, প্রভু' বলে ডাক, অথচ
আমি যা বলি তা কর না? ৪৭যে কেউ আমার কাছে এসে আমার কথা শোনে এবং
সেইমত কাজ করে সে কার মত আমি তা তোমাদের বলি। ৪৮সে এমন একজন
লোকের মত, যে ঘর তৈরী করবার জন্য গভীর করে মাটি কেটে পাথরের উপর
ভিত্তি গাঁথল। পরে বন্যা আসল এবং নদীর পানির স্রোত সেই ঘরের উপর এসে
পড়ল, কিন্তু ঘরটা নাড়াতে পারল না, কারণ সেটা শক্ত করেই তৈরী করা হয়েছিল।

৪৯যে আমার কথা শোনে অথচ সেইমত কাজ না করে সে এমন একজন লোকের মত, যে মাটির উপর ভিত্তি ছাড়াই ঘর তৈরী করল। পরে নদীর পানির স্রোত যখন সেই ঘরের উপর এসে পড়ল তখনই সেই ঘরটা পড়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।”

৭ অধ্যায়

১ঈসা লোকদের কাছে এই সব কথা বলা শেষ করে কফরনাহূম শহরে গেলেন। ২সেখানে একজন রোমীয় শত-সেনাপতির গোলাম অসুস্থ হয়ে মরবার মত হয়েছিল। এই গোলামকে সেই সেনাপতি খুব ভালবাসতেন। ৩তিনি ঈসার বিষয় শুনে ইহুদীদের কয়েকজন বৃদ্ধনেতাকে ঈসার কাছে অনুরোধ করতে পাঠালেন যেন তিনি এসে তাঁর গোলামকে সুস্থ করেন। ৪সেই নেতারা ঈসার কাছে এসে তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে বললেন, “আপনি যাঁর জন্য এই কাজ করবেন তিনি এর উপযুক্ত, ৫কারণ তিনি আমাদের লোকদের ভালবাসেন এবং আমাদের মজলিস-খানা তিনিই তৈরী করিয়ে দিয়েছেন।” ৬তখন ঈসা তাঁদের সংগে চললেন। তিনি সেই বাড়ীর কাছে আসলে পর সেই সেনাপতি তাঁর বন্ধুদের দিয়ে বলে পাঠালেন, “হুজুর, আর কষ্ট করবেন না, কারণ আপনি যে আমার বাড়ীতে ঢোকেন তার যোগ্য আমি নই। ৭সেইজন্য আপনার কাছে যাবার উপযুক্তও আমি নিজেকে মনে করি নি। আপনি কেবল মুখে বলুন, তাতেই আমার গোলাম ভাল হয়ে যাবে। ৮আমি এই কথা জানি, কারণ আমাকেও অন্যের কথামত চলতে হয় এবং সৈন্যেরাও আমার কথামত চলে। আমি একজনকে ‘যাও’ বললে সে যায়, অন্যজনকে ‘এস’ বললে সে আসে, আর আমার গোলামকে ‘এটা কর’ বললে সে তা করে।” ৯এই কথা শুনে ঈসা আশ্চর্য হলেন এবং যে সব লোকেরা ভিড় করে তাঁর পিছনে আসছিল তাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, “আমি আপনাদের বলছি, বনি-ইসরাইলদের মধ্যেও এত বড় বিশ্বাস আমি কখনও দেখি নি।” ১০সেনাপতি যাদের পাঠিয়েছিলেন তারা তাঁর ঘরে ফিরে গিয়ে সেই গোলামকে সুস্থ দেখতে পেল। ১১এর কিছু পরে ঈসা নায়িন্ নামে একটা গ্রামের দিকে চললেন। তাঁর সাহাবীরা এবং আরও অনেক লোক তাঁর সংগে সংগে যাচ্ছিলেন।

[٤٩]وَأَمَّا الَّذِي يَسْمَعُ وَلاَ يَعْمَلُ، فَيُشْبِهُ إِنْسَانًا بَنَى بَيْتَهُ عَلَى الأَرْضِ مِنْ دُونِ أَسَاسٍ، فَصَدَمَهُ النَّهْرُ فَسَقَطَ حَالاً، وَكَانَ خَرَابُ ذلِكَ الْبَيْتِ عَظِيمًا!».

الأصحَاحُ السَّابعُ

[١]وَلَمَّا أَكْمَلَ أَقْوَالَهُ كُلَّهَا فِي مَسَامِعِ الشَّعْبِ دَخَلَ كَفْرَنَاحُومَ. [٢]وَكَانَ عَبْدٌ لِقَائِدِ مِئَةٍ، مَرِيضًا مُشْرِفًا عَلَى الْمَوْتِ، وَكَانَ عَزِيزًا عِنْدَهُ. [٣]فَلَمَّا سَمِعَ عَنْ يَسُوعَ، أَرْسَلَ إِلَيْهِ شُيُوخَ الْيَهُودِ يَسْأَلُهُ أَنْ يَأْتِيَ وَيَشْفِيَ عَبْدَهُ. [٤]فَلَمَّا جَاءُوا إِلَى يَسُوعَ طَلَبُوا إِلَيْهِ بِاجْتِهَادٍ قَائِلِينَ:«إِنَّهُ مُسْتَحِقٍ÷ أَنْ يُفْعَلَ لَهُ هذَا، [٥]لأَنَّهُ يُحِبُّ أُمَّتَنَا، وَهُوَ بَنَى لَنَا الْمَجْمَعَ». [٦]فَذَهَبَ يَسُوعُ مَعَهُمْ. وَإِذْ كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ عَنِ الْبَيْتِ، أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَائِدُ الْمِئَةِ أَصْدِقَاءَ يَقُولُ لَهُ:«يَا سَيِّدُ، لاَ تَتْعَبْ. لأَنِّي لَسْتُ مُسْتَحِقًّا أَنْ تَدْخُلَ تَحْتَ سَقْفِي. [٧]لِذلِكَ لَمْ أَحْسِبْ نَفْسِي أَهْلاً أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ. لكِنْ قُلْ كَلِمَةً فَيَبْرَأَ غُلاَمِي. [٨]لأَنِّي أَنَا أَيْضًا إِنْسَانٌ مُرَتَّبٌ تَحْتَ سُلْطَانٍ، لِي جُنْدٌ تَحْتَ يَدِي. وَأَقُولُ لِهذَا: اذْهَبْ! فَيَذْهَبُ، وَلآخَرَ: ائْتِ! فَيَأْتِي، وَلِعَبْدِي: افْعَلْ هذَا! فَيَفْعَلُ». [٩]وَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ هذَا تَعَجَّبَ مِنْهُ، وَالْتَفَتَ إِلَى الْجَمْعِ الَّذِي يَتْبَعُهُ وَقَالَ:«أَقُولُ لَكُمْ: لَمْ أَجِدْ وَلاَ فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِ هذَا!». [١٠]وَرَجَعَ الْمُرْسَلُونَ إِلَى الْبَيْتِ، فَوَجَدُوا الْعَبْدَ الْمَرِيضَ قَدْ صَحَّ.

[١١]وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي ذَهَبَ إِلَى مَدِينَةٍ تُدْعَى نَايِينَ، وَذَهَبَ مَعَهُ كَثِيرُونَ مِنْ تَلاَمِيذِهِ وَجَمْعٌ كَثِيرٌ.

١٢فَلَمَّا اقْتَرَبَ إِلَى بَابِ الْمَدِينَةِ، إِذَا مَيْتٌ مَحْمُولٌ، ابْنٌ وَحِيدٌ
لأُمِّهِ، وَهِيَ أَرْمَلَةٌ وَمَعَهَا جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. ١٣فَلَمَّا رَآهَا
الرَّبُّ تَحَنَّنَ عَلَيْهَا، وَقَالَ لَهَا:«لاَ تَبْكِي». ١٤ثُمَّ تَقَدَّمَ وَلَمَسَ
النَّعْشَ، فَوَقَفَ الْحَامِلُونَ. فَقَالَ: «أَيُّهَا الشَّابُّ، لَكَ أَقُولُ: قُمْ!».
١٥فَجَلَسَ الْمَيْتُ وَابْتَدَأَ يَتَكَلَّمُ، فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ. ١٦فَأَخَذَ الْجَمِيعَ
خَوْفٌ، وَمَجَّدُوا اللهَ قَائِلِينَ:«قَدْ قَامَ فِينَا نَبِيٌّ عَظِيمٌ، وَافْتَقَدَ اللهُ
شَعْبَهُ». ١٧وَخَرَجَ هذَا الْخَبَرُ عَنْهُ فِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ وَفِي جَمِيعِ
الْكُورَةِ الْمُحِيطَةِ.

١٨فَأَخْبَرَ يُوحَنَّا تَلاَمِيذُهُ بِهذَا كُلِّهِ. ١٩فَدَعَا يُوحَنَّا اثْنَيْنِ مِنْ
تَلاَمِيذِهِ، وَأَرْسَلَ إِلَى يَسُوعَ قَائِلاً:«أَنْتَ هُوَ الآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ
آخَرَ؟» ٢٠فَلَمَّا جَاءَ إِلَيْهِ الرَّجُلاَنِ قَالاَ:«يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ قَدْ أَرْسَلَنَا
إِلَيْكَ قَائِلاً: أَنْتَ هُوَ الآتِي أَمْ نَنْتَظِرُ آخَرَ؟» ٢١وَفِي تِلْكَ السَّاعَةِ
شَفَى كَثِيرِينَ مِنْ أَمْرَاضٍ وَأَدْوَاءٍ وَأَرْوَاحٍ شِرِّيرَةٍ، وَوَهَبَ
الْبَصَرَ لِعُمْيَانٍ كَثِيرِينَ. ٢٢فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمَا: «ادْهَبَا
وَأَخْبِرَا يُوحَنَّا بِمَا رَأَيْتُمَا وَسَمِعْتُمَا: إِنَّ الْعُمْيَ يُبْصِرُونَ، وَالْعُرْجَ
يَمْشُونَ، وَالْبُرْصَ يُطَهَّرُونَ، وَالصُّمَّ يَسْمَعُونَ، وَالْمَوْتَى
يَقُومُونَ، وَالْمَسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ. ٢٣وَطُوبَى لِمَنْ لاَ يَعْثُرُ فِيَّ».

٢٤فَلَمَّا مَضَى رَسُولاَ يُوحَنَّا، ابْتَدَأَ يَقُولُ لِلْجُمُوعِ عَنْ
يُوحَنَّا:«مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى الْبَرِّيَّةِ لِتَنْظُرُوا؟ أَقَصَبَةً تُحَرِّكُهَا الرِّيحُ؟

১২যখন তিনি সেই গ্রামের দরজার কাছে পৌঁছালেন তখন লোকেরা একজন
মৃত লোককে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল। যে লোকটি মারা গিয়েছিল সে ছিল তার
মায়ের একমাত্র সন্তান, আর সেই মা-ও ছিল বিধবা। গ্রামের অনেক লোক সেই
বিধবার সংগে ছিল। ১৩সেই বিধবাকে দেখে ঈসা মমতায় পূর্ণ হয়ে বললেন, "আর
কেঁদো না।" ১৪তারপর তিনি কাছে গিয়ে খাট ছুঁলেন। এতে যারা লাশ বয়ে নিয়ে
যাচ্ছিল তারা দাঁড়াল। ঈসা বললেন, "যুবক, আমি তোমাকে বলছি, ওঠো।"
১৫তাতে যে মারা গিয়েছিল সেই লোকটি উঠে বসল এবং কথা বলতে লাগল।
ঈসা তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। ১৬এতে সকলের দিল ভয়ে পূর্ণ হল।
তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বলতে লাগল, "আমাদের মধ্যে একজন মহান নবী
উপস্থিত হয়েছেন। আল্লাহ্‌ রহমত করে তাঁর বান্দাদের দিকে মনোযোগ দিয়েছেন।"
১৭ঈসার বিষয়ে এই কথা এহুদিয়া প্রদেশ ও তার আশেপাশের সব জায়গায় ছড়িয়ে
গেল। ১৮নবী ইয়াহিয়ার সাহাবীরা এই সব ঘটনার কথা ইয়াহিয়াকে জানাল। তখন
ইয়াহিয়া তাঁর দু'জন সাহাবীকে ডেকে ঈসার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করে
পাঠালেন, "যাঁর আসবার কথা আছে আপনিই কি তিনি, না আমরা অন্য কারও
জন্য অপেক্ষা করব?" ২০সেই লোকেরা ঈসার কাছে এসে বলল,
"তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া আপনার কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছেন,
'যাঁর আসবার কথা আছে আপনিই কি তিনি, না আমরা অন্য কারও জন্য অপেক্ষা
করব?" ২১তখন ঈসা অনেক লোককে রোগ থেকে ও ভীষণ যন্ত্রণা থেকে সুস্থ
করলেন এবং ভূতে পাওয়া লোকদের ভাল করলেন আর অনেক অন্ধ লোককেও
দেখবার শক্তি দিলেন। ২২এই সব করবার পরে ঈসা ইয়াহিয়ার সাহাবীদের প্রশ্নের
জবাবে বললেন, "তোমরা যা দেখলে ও শুনলে তা গিয়ে ইয়াহিয়াকে বল। তাঁকে
জানাও যে, অন্ধেরা দেখছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, চর্মরোগীরা পাক-সাফ হচ্ছে, বধির
লোকেরা শুনছে, মৃতেরা বেঁচে উঠছে এবং গরীবদের কাছে সুসংবাদ তবলিগ করা
হচ্ছে। ২৩আর ধন্য সে-ই, যে আমাকে নিয়ে মনে কোন বাধা না পায়।" ২৪ইয়াহিয়া
যাদের পাঠিয়েছিলেন সেই লোকেরা চলে গেলে পর ঈসা লোকদের কাছে
ইয়াহিয়ার বিষয়ে বলতে লাগলেন, "আপনারা মরুভূমিতে কি দেখতে
গিয়েছিলেন? বাতাসে দোলা নল-খাগড়া?

[٢٥]بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا؟ أَإِنْسَانًا لاَبِسًا ثِيَابًا نَاعِمَةً؟ هُوَذَا
الَّذِينَ فِي اللِّبَاسِ الْفَاخِرِ وَالتَّنَعُّمِ هُمْ فِي قُصُورِ الْمُلُوكِ. [٢٦]بَلْ مَاذَا
خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا؟ أَنَبِيًّا؟ نَعَمْ، أَقُولُ لَكُمْ: وَأَفْضَلَ مِنْ نَبِيٍّ! [٢٧]هذَا
هُوَ الَّذِي كُتِبَ عَنْهُ: هَا أَنَا أُرْسِلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَكِي الَّذِي يُهَيِّئُ
طَرِيقَكَ قُدَّامَكَ! [٢٨]لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ مِنَ النِّسَاءِ
لَيْسَ نَبِيٌّ أَعْظَمَ مِنْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ، وَلكِنَّ الأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ
اللهِ أَعْظَمُ مِنْهُ». [٢٩]وَجَمِيعُ الشَّعْبِ إِذْ سَمِعُوا وَالْعَشَّارُونَ بَرَّرُوا
اللهَ مُعْتَمِدِينَ بِمَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا. [٣٠]وَأَمَّا الْفَرِّيسِيُّونَ وَالنَّامُوسِيُّونَ
فَرَفَضُوا مَشُورَةَ اللهِ مِنْ جِهَةِ أَنْفُسِهِمْ، غَيْرَ مُعْتَمِدِينَ مِنْهُ.

[٣١]ثُمَّ قَالَ الرَّبُّ:«فَبِمَنْ أُشَبِّهُ أُنَاسَ هذَا الْجِيلِ؟ وَمَاذَا يُشْبِهُونَ؟
[٣٢]يُشْبِهُونَ أَوْلاَدًا جَالِسِينَ فِي السُّوقِ يُنَادُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
وَيَقُولُونَ: زَمَّرْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْقُصُوا. نُحْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَبْكُوا. [٣٣]لأَنَّهُ جَاءَ
يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ لاَ يَأْكُلُ خُبْزًا وَلاَ يَشْرَبُ خَمْرًا، فَتَقُولُونَ: بِهِ
شَيْطَانٌ. [٣٤]جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، فَتَقُولُونَ: هُوَذَا إِنْسَانٌ
أَكُولٌ وَشِرِّيبُ خَمْرٍ، مُحِبٌّ لِلْعَشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ. [٣٥]وَالْحِكْمَةُ
تَبَرَّرَتْ مِنْ جَمِيعِ بَنِيهَا».

[٣٦]وَسَأَلَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْفَرِّيسِيِّينَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ، فَدَخَلَ بَيْتَ الْفَرِّيسِيِّ
وَاتَّكَأَ. [٣٧]وَإِذَا امْرَأَةٌ فِي الْمَدِينَةِ كَانَتْ خَاطِئَةً، إِذْ عَلِمَتْ أَنَّهُ مُتَّكِئٌ
فِي بَيْتِ الْفَرِّيسِيِّ، جَاءَتْ بِقَارُورَةِ طِيبٍ [٣٨]وَوَقَفَتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ مِنْ
وَرَائِهِ بَاكِيَةً، وَابْتَدَأَتْ تَبُلُّ قَدَمَيْهِ بِالدُّمُوعِ، وَكَانَتْ تَمْسَحُهُمَا
بِشَعْرِ رَأْسِهَا، وَتُقَبِّلُ قَدَمَيْهِ وَتَدْهَنُهُمَا بِالطِّيبِ.

২৫তা না হলে কি দেখতে গিয়েছিলেন? সুন্দর কাপড় পরা একজন লোককে কি? যারা দামী দামী কাপড় পরে ও জাঁকজমকের সংগে বাস করে তারা তো রাজবাড়ীতে থাকে। ২৬তা না হলে কি দেখতে গিয়েছিলেন? কোন নবীকে কি? জ্বী, আমি আপনাদের বলছি, তিনি নবীর চেয়েও বড়। ২৭ইয়াহিয়াই সেই লোক যাঁর বিষয়ে পাক-কিতাবে লেখা আছে, 'দেখ, আমি তোমার আগে আমার সংবাদদাতাকে পাঠাচ্ছি। সে তোমার আগে গিয়ে তোমার পথ প্রস্তুত করবে।' ২৮আমি আপনাদের বলছি, মানুষের মধ্যে কেউই ইয়াহিয়ার চেয়ে বড় নয়; তবুও আল্লাহ্‌র রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট সেও ইয়াহিয়ার চেয়ে মহান।" ২৯(সমস্ত সাধারণ লোকেরা ও খাজনা-আদায়কারীরা ইয়াহিয়ার তবলিগ শুনেছিল এবং তাঁর কাছে তরিকাবন্দী গ্রহণ করে আল্লাহ্‌কে ন্যায়বান বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। ৩০কিন্তু ফরীশীরা ও আলেমেরা ইয়াহিয়ার কাছে তরিকাবন্দী গ্রহণ করেন নি বলে নিজেদের জন্য আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে তাঁরা অগ্রাহ্য করেছিলেন)। ৩১ঈসা আরও বললেন, "তা হলে এই কালের লোকদের আমি কাদের সংগে তুলনা করব? তারা কি রকম? ৩২তারা এমন ছেলেমেয়েদের মত যারা বাজারে বসে একে অন্যকে ডেকে বলে, 'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশী বাজালাম কিন্তু তোমরা নাচলে না; আমরা বিলাপের গান গাইলাম কিন্তু তোমরা কাঁদলে না।' ৩৩তরিকাবন্দীদাতা ইয়াহিয়া এসে রুটি বা আংগুর-রস খেলেন না বলে আপনারা বলছেন, 'তাকে ভূতে পেয়েছে।' ৩৪আর ইব্‌নেআদম এসে খাওয়া-দাওয়া করলেন বলে আপনারা বলছেন, 'দেখ, এই লোকটা পেটুক ও মদখোর, খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ লোকদের বন্ধু।' ৩৫কিন্তু জ্ঞানের অধীনে যারা চলে তাদের জীবনই প্রমাণ করে যে, জ্ঞান খাঁটি। ৩৬একজন ফরীশী ঈসাকে তাঁর সংগে খাবার দাওয়াত করলেন। তখন ঈসা তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ভোজে যোগ দিলেন। ৩৭সেই গ্রামে একজন খারাপ স্ত্রীলোক ছিল। সেই ফরীশীর ঘরে ঈসা ভোজে যোগ দিয়েছেন জানতে পেরে সে একটা সাদা পাথরের পাত্রে করে আতর নিয়ে আসল। ৩৮পরে সে ঈসার পিছনে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং কেঁদে কেঁদে চোখের পানিতে তাঁর পা ভিজাতে লাগল। তারপর সে তার মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা মুছিয়ে দিল এবং তাঁর পায়ের উপর চুমু দিয়ে সেই আতর ঢেলে দিল।

৩৯যে ফরীশী ঈসাকে দাওয়াত করেছিলেন তিনি এ দেখে মনে মনে বলতে লাগলেন, “যদি এই লোকটা নবী হত তবে জানতে পারত, কে এবং কি রকম স্ত্রীলোক তার পা ছুঁচ্ছে; স্ত্রীলোকটা তো খারাপ।” ৪০ঈসা সেই ফরীশীকে বললেন, “শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে।” শিমোন বললেন, “হুজুর, বলুন।” ৪১ঈসা বললেন, “কোন এক মহাজনের কাছে দু’জন লোক টাকা ধারত। একজন ধারত পাঁচশো দীনার আর অন্যজন পঞ্চাশ দীনার। ৪২তাদের কারও ঋণ শোধ দেবার ক্ষমতা ছিল না বলে তিনি দয়া করে দু’জনকেই মাফ করলেন। তা হলে বল দেখি, তাদের দু’জনের মধ্যে কে সেই মহাজনকে বেশী ভালবাসবে?” ৪৩শিমোন বললেন, “আমার মনে হয়, যার বেশী ঋণ মাফ করা হল সে-ই।” ঈসা তাঁকে বললেন, “তুমি ঠিক বলেছ।” ৪৪তারপর ঈসা সেই স্ত্রীলোকটির দিকে মুখ ফিরিয়ে শিমোনকে বললেন, “তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে তো দেখছ। আমি তোমার ঘরে আসলে পর তুমি আমার পা ধোবার পানি দাও নি, কিন্তু সে চোখের পানিতে আমার পা ভিজিয়ে তার চুল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে। ৪৫তুমি আমাকে চুমু দাও নি, কিন্তু আমি ঘরে আসবার পর থেকেই সে আমার পায়ে চুমু দিচ্ছে। ৪৬তুমি আমার মাথায় তেল দাও নি, কিন্তু সে আমার পায়ের উপর আতর ঢেলে দিয়েছে। ৪৭তাই আমি তোমাকে বলছি, সে বেশী ভালবাসা দেখিয়েছে বলে বুঝা যাচ্ছে যে, তার গুনাহ্ অনেক হলেও তা মাফ করা হয়েছে। যার অল্প মাফ করা হয় সে অল্পই ভালবাসা দেখায়।” ৪৮পরে ঈসা সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, “তোমার গুনাহ্ মাফ করা হয়েছে।” ৪৯যারা ঈসার সংগে খেতে বসেছিল তারা মনে মনে বলতে লাগল, “এ কে, যে গুনাহ্ও মাফ করে?” ৫০ঈসা তখন সেই স্ত্রীলোকটিকে বললেন, “তুমি ঈমান এনেছ বলে নাজাত পেয়েছ। শান্তিতে চলে যাও।”

৮ অধ্যায়

১এর পরে ঈসা গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে ঘুরে আল্লাহ্‌র রাজ্যের সুসংবাদ তবলিগ করতে লাগলেন। তাঁর সংগে তাঁর বারোজন সাহাবী এবং কয়েকজন স্ত্রীলোকও ছিলেন। এই স্ত্রীলোকেরা ভূতের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন

٣٩فَلَمَّا رَأَى الْفَرِّيسِيُّ الَّذِي دَعَاهُ ذلِكَ، تَكَلَّمَ فِي نَفْسِهِ قَائِلاً:«لَوْ كَانَ هذَا نَبِيًّا، لَعَلِمَ مَنْ هذِهِ الامَرْأَةُ الَّتِي تَلْمِسُهُ وَمَا هِيَ! إِنَّهَا خَاطِئَةٌ». ٤٠فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ:«يَاسِمْعَانُ، عِنْدِي شَيْءٌ أَقُولُهُ لَكَ». فَقَالَ:«قُلْ، يَامُعَلِّمُ». ٤١«كَانَ لِمُدَايِنٍ مَدْيُونَانِ. عَلَى الْوَاحِدِ خَمْسُمِئَةِ دِينَارٍ وَعَلَى الآخَرِ خَمْسُونَ. ٤٢وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَا يُوفِيَانِ سَامَحَهُمَا جَمِيعًا. فَقُلْ: أَيُّهُمَا يَكُونُ أَكْثَرَ حُبًّا لَهُ؟» ٤٣فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَقَالَ:«أَظُنُّ الَّذِي سَامَحَهُ بِالأَكْثَرِ». فَقَالَ لَهُ:«بِالصَّوَابِ حَكَمْتَ». ٤٤ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْمَرْأَةِ وَقَالَ لِسِمْعَانَ:«أَتَنْظُرُ هذِهِ الْمَرْأَةَ؟ إِنِّي دَخَلْتُ بَيْتَكَ، وَمَاءً لأَجْلِ رِجْلَيَّ لَمْ تُعْطِ. وَأَمَّا هِيَ فَقَدْ غَسَلَتْ رِجْلَيَّ بِالدُّمُوعِ وَمَسَحَتْهُمَا بِشَعْرِ رَأْسِهَا. ٤٥قُبْلَةً لَمْ تُقَبِّلْنِي، وَأَمَّا هِيَ فَمُنْذُ دَخَلْتُ لَمْ تَكُفَّ عَنْ تَقْبِيلِ رِجْلَيَّ. ٤٦بِزَيْتٍ لَمْ تَدْهُنْ رَأْسِي، وَأَمَّا هِيَ فَقَدْ دَهَنَتْ بِالطِّيبِ رِجْلَيَّ. ٤٧مِنْ أَجْلِ ذلِكَ أَقُولُ لَكَ: قَدْ غُفِرَتْ خَطَايَاهَا الْكَثِيرَةُ، لأَنَّهَا أَحَبَّتْ كَثِيرًا. وَالَّذِي يُغْفَرُ لَهُ قَلِيلٌ يُحِبُّ قَلِيلاً». ٤٨ثُمَّ قَالَ لَهَا:«مَغْفُورَةٌ لَكِ خَطَايَاكِ». ٤٩فَابْتَدَأَ الْمُتَّكِئُونَ مَعَهُ يَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ:«مَنْ هذَا الَّذِي يَغْفِرُ خَطَايَا أَيْضًا؟». ٥٠فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ:«إِيمَانُكِ قَدْ خَلَّصَكِ، اِذْهَبِي بِسَلاَمٍ».

الأصحَاحُ الثَّامِنُ

١وَعَلَى أَثَرِ ذلِكَ كَانَ يَسِيرُ فِي مَدِينَةٍ وَقَرْيَةٍ يَكْرِزُ وَيُبَشِّرُ بِمَلَكُوتِ اللهِ، وَمَعَهُ الاثْنَا عَشَرَ.

ও রোগ থেকে সুস্থ হয়েছিলেন। এঁরা হলেন মরিয়ম, যাঁকে মগ্‌দলীনী বলা হত ও
যাঁর মধ্য থেকে সাতটা ভূত বের হয়ে গিয়েছিল; ৩বাদশাহ্‌ হেরোদের কর্মচারী
কূষের স্ত্রী যোহানা; শোশন্না এবং আরও অনেক স্ত্রীলোক। ঈসা ও তাঁর সাহাবীদের
সেবা-যত্নের জন্য এঁরা সবাই নিজের টাকা-পয়সা থেকে খরচ করতেন। ৪সেই
সময় ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে অনেক লোক ঈসার কাছে এসে ভিড় করল। তখন তিনি
তাদের শিক্ষা দেবার জন্য এই গল্পটা বললেন: ৫"একজন চাষী বীজ বুনতে গেল।
বীজ বুনবার সময় কতগুলো বীজ পথের পাশে পড়ল। লোকেরা সেগুলো পায়ে
মাড়াল এবং পাখীরা এসে খেয়ে ফেলল। ৬কতগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়ে
গজিয়ে উঠল, কিন্তু রস না পেয়ে শুকিয়ে গেল। ৭আবার কতগুলো বীজ
কাঁটাবনের মধ্যে পড়ল। পরে কাঁটাগাছ সেই চারাগুলোর সংগে বেড়ে উঠে
সেগুলো চেপে রাখল। ৮আবার কতগুলো বীজ ভাল জমিতে পড়ল এবং বেড়ে
উঠে একশো গুণ ফসল দিল।" এই কথা বলবার পরে ঈসা জোরে বললেন, "যার
শুনবার কান আছে সে শুনুক।" ৯এর পরে তাঁর সাহাবীরা তাঁকে সেই গল্পের অর্থ
জিজ্ঞাসা করলেন। ১০তখন ঈসা বললেন, "আল্লাহ্‌র রাজ্যের গোপন সত্যগুলো
তোমাদেরই জানতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যদের কাছে আমি তা গল্পের মধ্য
দিয়ে বলি, যেন তারা দেখেও না দেখে আর শুনেও না বোঝে। ১১"গল্পটার মানে
এই: বীজ হল আল্লাহ্‌র কালাম। ১২পথের পাশে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের
সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যারা সেই কালাম শোনে বটে, কিন্তু পরে ইবলিস এসে তাদের
দিল থেকে তা তুলে নিয়ে যায়। তাতে তারা তার উপর ঈমান আনতে পারে না
বলে নাজাত পায় না। ১৩পাথুরে জমিতে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই
বলা হয়েছে যারা সেই কালাম শুনে আনন্দের সংগে গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের মধ্যে
তার শিকড় ভাল করে বসে না। তাই তারা অল্প দিনের জন্য ঈমান রাখে, কিন্তু
যখন পরীক্ষা আসে তখন পিছিয়ে যায়। ১৪কাঁটাবনের মধ্যে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে
তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যারা তা শোনে, কিন্তু জীবন্তপথে চলতে চলতে
সংসারের চিন্তা-ভাবনা, ধন-সম্পত্তি এবং সুখভোগের মধ্যে তারা চাপা পড়ে যায়।
তাতে তাদের জীবনে কোন পাকা ফল দেখা দেয় না।

٢وَبَعْضُ النِّسَاءِ كُنَّ قَدْ شُفِينَ مِنْ أَرْوَاحٍ شِرِّيرَةٍ وَأَمْرَاضٍ:
مَرْيَمُ الَّتِي تُدْعَى الْمَجْدَلِيَّةَ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَةُ شَيَاطِينَ، ٣وَيُونَّا
امْرَأَةُ خُوزِي وَكِيلِ هِيرُودُسَ، وَسُوسَنَّةُ، وَأُخَرُ كَثِيرَاتٌ كُنَّ
يَخْدِمْنَهُ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ.

٤فَلَمَّا اجْتَمَعَ جَمْعٌ كَثِيرٌ أَيْضًا مِنَ الَّذِينَ جَاءُوا إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ
مَدِينَةٍ، قَالَ بِمَثَلٍ: ٥«خَرَجَ الزَّارِعُ لِيَزْرَعَ زَرْعَهُ. وَفِيمَا هُوَ
يَزْرَعُ سَقَطَ بَعْضٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَانْدَاسَ وَأَكَلَتْهُ طُيُورُ السَّمَاءِ.
٦وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الصَّخْرِ، فَلَمَّا نَبَتَ جَفَّ لأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ لَهُ رُطُوبَةٌ.
٧وَسَقَطَ آخَرُ فِي وَسْطِ الشَّوْكِ، فَنَبَتَ مَعَهُ الشَّوْكُ وَخَنَقَهُ. ٨وَسَقَطَ
آخَرُ فِي الأَرْضِ الصَّالِحَةِ، فَلَمَّا نَبَتَ صَنَعَ ثَمَرًا مِئَةَ ضِعْفٍ».
قَالَ هذَا وَنَادَى:«مَنْ لَهُ أُذُنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ!».

٩فَسَأَلَهُ تَلاَمِيذُهُ قَائِلِينَ:«مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هذَا الْمَثَلُ؟».
١٠فَقَالَ:«لَكُمْ قَدْ أُعْطِيَ أَنْ تَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُوتِ اللهِ، وَأَمَّا
لِلْبَاقِينَ فَبِأَمْثَالٍ، حَتَّى إِنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لاَ يُبْصِرُونَ، وَسَامِعِينَ لاَ
يَفْهَمُونَ. ١١وَهذَا هُوَ الْمَثَلُ: الزَّرْعُ هُوَ كَلاَمُ اللهِ، ١٢وَالَّذِينَ عَلَى
الطَّرِيقِ هُمُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، ثُمَّ يَأْتِي إِبْلِيسُ وَيَنْزِعُ الْكَلِمَةَ مِنْ
قُلُوبِهِمْ لِئَلاَّ يُؤْمِنُوا فَيَخْلُصُوا. ١٣وَالَّذِينَ عَلَى الصَّخْرِ هُمُ الَّذِينَ
مَتَى سَمِعُوا يَقْبَلُونَ الْكَلِمَةَ بِفَرَحٍ، وَهؤُلاَءِ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ،
فَيُؤْمِنُونَ إِلَى حِينٍ، وَفِي وَقْتِ التَّجْرِبَةِ يَرْتَدُّونَ. ١٤وَالَّذِي سَقَطَ
بَيْنَ الشَّوْكِ هُمُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ فَيَخْتَنِقُونَ مِنْ هُمُومِ
الْحَيَاةِ وَغِنَاهَا وَلَذَّاتِهَا، وَلاَ يُنْضِجُونَ ثَمَرًا.

১৫ভাল জমিতে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে যারা সৎ ও
সরল মনে সেই কালাম শুনে শক্ত করে ধরে রাখে এবং তাতে স্থির থেকে জীবনে
পাকা ফল দেখায়। ১৬“কেউ বাতি জ্বালিয়ে কোন পাত্র দিয়ে তা ঢেকে রাখে না বা
খাটের নীচে রাখে না। সে তা বাতিদানের উপরেই রাখে যেন ভিতরে যারা আসে
তারা আলো দেখতে পায়। ১৭এমন কিছু লুকানো নেই যা প্রকাশিত হবে না, বা
এমন কিছু গোপন নেই যা জানা যাবে না কিংবা প্রকাশ পাবে না। ১৮এইজন্য
কিভাবে শুনছ সেই বিষয়ে মনোযোগ দাও, কারণ যার আছে তাকে আরও দেওয়া
হবে, কিন্তু যার নেই তার যা আছে বলে সে মনে করে, তাও তার কাছে থেকে
নিয়ে নেওয়া হবে।” ১৯পরে ঈসার মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে আসলেন কিন্তু
ভিড়ের জন্য তাঁর সংগে দেখা করতে পারলেন না। ২০তখন একজন লোক তাঁকে
বলল, “আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সংগে দেখা করবার জন্য বাইরে
দাঁড়িয়ে আছেন।” ২১এতে ঈসা লোকদের বললেন, “যারা আল্লাহ্‌র কালাম শুনে
সেইমত কাজ করে তারাই আমার মা ও আমার ভাই।” ২২একদিন ঈসা ও তাঁর
সাহাবীরা একটা নৌকায় উঠলেন। তিনি সাহাবীদের বললেন, “চল, আমরা
সাগরের ওপারে যাই।” সাহাবীরা নৌকা ছাড়লেন। ২৩নৌকা চলতে থাকলে ঈসা
ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই সময় হঠাৎ সাগরে ঝড় উঠল এবং নৌকাটা পানিতে পূর্ণ
হতে লাগল। এতে তাঁরা খুব বিপদে পড়লেন। ২৪তাঁরা ঈসার কাছে গিয়ে তাঁকে
জাগিয়ে বললেন, “হুজুর, হুজুর, আমরা যে মরলাম!” তখন ঈসা উঠে বাতাস
ও পানির ঢেউকে ধমক্ দিলেন। তাতে বাতাস আর ঢেউ থামল এবং সব কিছু শান্ত
হয়ে গেল। ২৫তিনি সাহাবীদের বললেন, “তোমাদের ঈমান কোথায়?” সাহাবীরা
ভয়ে আশ্চর্য হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “ইনি কে, যিনি
বাতাস ও পানিকে হুকুম দিলে পর তারাও তাঁর কথা শোনে?” ২৬এর পরে ঈসা ও
তাঁর সাহাবীরা সাগর পার হয়ে গালীল প্রদেশের উল্টা দিকে গাদারীয়দের এলাকায়
গেলেন। ২৭তিনি যখন নৌকা থেকে নামলেন তখন সেখানকার গ্রামের একজন
লোক তাঁর কাছে আসল। সেই লোকটিকে অনেকগুলো ভূতে পেয়েছিল বলে সে
অনেক দিন ধরে কাপড়-চোপড় পরত না এবং বাড়ীতে না থেকে কবরস্থানে
থাকত।

١٥وَالَّذِي فِي الأَرْضِ الْجَيِّدَةِ، هُوَ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْكَلِمَةَ
فَيَحْفَظُونَهَا فِي قَلْبٍ جَيِّدٍ صَالِحٍ، وَيُثْمِرُونَ بِالصَّبْرِ.

١٦«وَلَيْسَ أَحَدٌ يُوقِدُ سِرَاجًا وَيُغَطِّيهِ بِإِنَاءٍ أَوْ يَضَعُهُ تَحْتَ
سَرِيرٍ، بَلْ يَضَعُهُ عَلَى مَنَارَةٍ، لِيَنْظُرَ الدَّاخِلُونَ النُّورَ. ١٧لأَنَّهُ
لَيْسَ خَفِيٌّ لاَ يُظْهَرُ، وَلاَ مَكْتُومٌ لاَ يُعْلَمُ وَيُعْلَنُ. ١٨فَانْظُرُوا كَيْفَ
تَسْمَعُونَ، لأَنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى، وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي يَظُنُّهُ لَهُ يُؤْخَذُ
مِنْهُ».

١٩وَجَاءَ إِلَيْهِ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ لِسَبَبِ
الْجَمْعِ. ٢٠فَأَخْبَرُوهُ قَائِلِينَ:«أُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ وَاقِفُونَ خَارِجًا،
يُرِيدُونَ أَنْ يَرَوْكَ». ٢١فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ:«أُمِّي وَإِخْوَتِي هُمُ الَّذِينَ
يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ اللهِ وَيَعْمَلُونَ بِهَا».

٢٢وَفِي أَحَدِ الأَيَّامِ دَخَلَ سَفِينَةً هُوَ وَتَلاَمِيذُهُ، فَقَالَ لَهُمْ:«لِنَعْبُرْ
إِلَى عَبْرِ الْبُحَيْرَةِ». فَأَقْلَعُوا. ٢٣وَفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ نَامَ. فَنَزَلَ نَوْءُ
رِيحٍ فِي الْبُحَيْرَةِ، وَكَانُوا يَمْتَلِئُونَ مَاءً وَصَارُوا فِي خَطَرٍ.
٢٤فَتَقَدَّمُوا وَأَيْقَظُوهُ قَائِلِينَ:«يَا مُعَلِّمُ، يَا مُعَلِّمُ، إِنَّنَا نَهْلِكُ!». فَقَامَ
وَانْتَهَرَ الرِّيحَ وَتَمَوُّجَ الْمَاءِ، فَانْتَهَيَا وَصَارَ هُدُوٌّ. ٢٥ثُمَّ قَالَ
لَهُمْ:«أَيْنَ إِيمَانُكُمْ؟» فَخَافُوا وَتَعَجَّبُوا قَائِلِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: «مَنْ هُوَ
هذَا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ الرِّيَاحَ أَيْضًا وَالْمَاءَ فَتُطِيعُهُ!».

٢٦وَسَارُوا إِلَى كُورَةِ الْجَدَرِيِّينَ الَّتِي هِيَ مُقَابِلَ الْجَلِيلِ. ٢٧وَلَمَّا
خَرَجَ إِلَى الأَرْضِ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِينَةِ كَانَ فِيهِ شَيَاطِينُ مُنْذُ
زَمَانٍ طَوِيلٍ، وَكَانَ لاَ يَلْبَسُ ثَوْبًا، وَلاَ يُقِيمُ فِي بَيْتٍ، بَلْ فِي
الْقُبُورِ.

২৮ঈসাকে দেখে সে চিৎকার করে উঠল এবং তাঁর সামনে মাটিতে পড়ে জোরে
জোরে বলল, “আল্লাহ্‌তা’লার পুত্র ঈসা, আমার সংগে আপনার কি সম্বন্ধ? দয়া
করে আপনি আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না।” ২৯লোকটি এই কথা বলল কারণ ঈসা
সেই ভূতকে তার মধ্য থেকে বের হয়ে যেতে হুকুম দিয়েছিলেন। সেই ভূত বার বার
লোকটিকে আঁকড়ে ধরত। যদিও তখন তার হাত-পা শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত এবং
তাকে পাহারা দেওয়া হত তবুও সে সেই শিকল ছিঁড়ে ফেলত, আর সেই ভূত
তাকে নির্জন জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে যেত। ৩০ঈসা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,
“তোমার নাম কি?” সে বলল, “বাহিনী,” কারণ অনেকগুলো ভূত তার ভিতরে
ঢুকেছিল। ৩১তখন সেই ভূতগুলো ঈসাকে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল যেন
তিনি তাদের হাবিয়া-দোজখে না পাঠান। ৩২সেখানে পাহাড়ের ধারে খুব বড় এক
পাল শূকর চরছিল। ভূতগুলো ঈসাকে অনুরোধ করল যেন তিনি সেই শূকরগুলোর
ভিতরে ঢুকতে তাদের অনুমতি দেন। তিনি অনুমতি দিলে পর তারা লোকটির মধ্য
থেকে বের হয়ে শূকরগুলোর ভিতরে ঢুকল। তাতে সেই শূকরের পাল সাগরের ঢালু
পার দিয়ে জোরে দৌড়ে গিয়ে পানিতে ডুবে মরল। ৩৪যারা শূকর চরাচ্ছিল তারা
এই ঘটনা দেখে দৌড়ে গিয়ে সেই গ্রামে ও তার আশেপাশের সব জায়গায় এই
খবর দিল। ৩৫কি হয়েছে তা দেখবার জন্য তখন লোকেরা বের হয়ে আসল। ঈসার
কাছে এসে তারা দেখল, যার মধ্য থেকে ভূতগুলো বের হয়ে গেছে সে কাপড়-
চোপড় পরে সুস্থ মনে ঈসার পায়ের কাছে বসে আছে। এ দেখে তারা ভয় পেল।
৩৬যারা সেই ঘটনা দেখেছিল তারা ঐ লোকদের কাছে বলল কেমন করে লোকটা
সুস্থ হয়েছে। ৩৭তখন গাদারীয়দের এলাকার সমস্ত লোক ঈসাকে তাদের কাছ থেকে
চলে যেতে অনুরোধ করল, কারণ তারা ভীষণ ভয় পেয়েছিল। তখন ঈসা ফিরে
যাবার জন্য নৌকায় উঠলেন। ৩৮যে লোকটির মধ্য থেকে ভূতগুলো বের হয়ে
গিয়েছিল সেই লোকটি ঈসাকে অনুরোধ করল যেন সে তাঁর সংগে যেতে পারে।
ঈসা কিন্তু তাকে এই কথা বলে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন, ৩৯“তুমি বাড়ী ফিরে যাও
এবং আল্লাহ্‌ তোমার জন্য কত বড় কাজ করেছেন তা প্রচার কর।” সেই লোকটি
তখন গ্রামে গেল এবং ঈসা তার জন্য কত বড় কাজ করেছেন তা সমস্ত জায়গায়
বলে বেড়াতে লাগল।

٢٨فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ صَرَخَ وَخَرَّ لَهُ، وَقَالَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ:«مَا لِي
وَلَكَ يَا يَسُوعُ ابْنَ اللهِ الْعَلِيِّ؟ أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ لاَ تُعَذِّبَنِي!». ٢٩لأَنَّهُ
أَمَرَ الرُّوحَ النَّجِسَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الإِنْسَانِ. لأَنَّهُ مُنْذُ زَمَانٍ كَثِيرٍ
كَانَ يَخْطَفُهُ، وَقَدْ رُبِطَ بِسَلاَسِلَ وَقُيُودٍ مَحْرُوسًا، وَكَانَ يَقْطَعُ
الرُّبُطَ وَيُسَاقُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَى الْبَرَارِي. ٣٠فَسَأَلَهُ يَسُوعُ
قَائِلاً:«مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ:«لَجِئُونُ». لأَنَّ شَيَاطِينَ كَثِيرَةً دَخَلَتْ
فِيهِ. ٣١وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَأْمُرَهُمْ بِالذَّهَابِ إِلَى الْهَاوِيَةِ. ٣٢وَكَانَ
هُنَاكَ قَطِيعُ خَنَازِيرَ كَثِيرَةٍ تَرْعَى فِي الْجَبَلِ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ
لَهُمْ بِالدُّخُولِ فِيهَا، فَأَذِنَ لَهُمْ. ٣٤فَلَمَّا رَأَى الرُّعَاةُ مَا كَانَ هَرَبُوا
وَذَهَبُوا وَأَخْبَرُوا فِي الْمَدِينَةِ وَفِي الضِّيَاعِ، ٣٥فَخَرَجُوا لِيَرَوْا مَا
جَرَى. وَجَاءُوا إِلَى يَسُوعَ فَوَجَدُوا الإِنْسَانَ الَّذِي كَانَتِ الشَّيَاطِينُ
قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ لاَبِسًا وَعَاقِلاً، جَالِسًا عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ، فَخَافُوا.
٣٦فَأَخْبَرَهُمْ أَيْضًا الَّذِينَ رَأَوْا كَيْفَ خَلُصَ الْمَجْنُونُ. ٣٧فَطَلَبَ إِلَيْهِ
كُلُّ جُمْهُورِ كُورَةِ الْجَدَرِيِّينَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُمْ، لأَنَّهُ اعْتَرَاهُمْ خَوْفٌ
عَظِيمٌ. فَدَخَلَ السَّفِينَةَ وَرَجَعَ. ٣٨أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ
الشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ، وَلَكِنَّ يَسُوعَ صَرَفَهُ قَائِلاً:
٣٩«ارْجِعْ إِلَى بَيْتِكَ وَحَدِّثْ بِكَمْ صَنَعَ اللهُ بِكَ». فَمَضَى وَهُوَ
يُنَادِي فِي الْمَدِينَةِ كُلِّهَا بِكَمْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ.

৪০ঈসা অন্য পারে ফিরে যাবার পর সেখানকার লোকেরা তাঁকে খুশী মনে গ্রহণ
করল, কারণ তারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। ৪১পরে যায়ীর নামে মজলিস-
খানার একজন নেতা এসে ঈসার পায়ের উপর পড়লেন। ৪২তিনি ঈসাকে তাঁর
বাড়ীতে আসবার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগলেন, কারণ তাঁর বারো বছরের
একমাত্র মেয়েটি মরবার মত হয়েছিল। ঈসা যখন যাচ্ছিলেন তখন লোকেরা তাঁর
চারদিকে ভিড় করে ঠেলাঠেলি করছিল। ৪৩তাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক বারো
বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিল। ডাক্তারদের পিছনে সে তার সব কিছুই খরচ
করেছিল, কিন্তু কেউই তাকে ভাল করতে পারে নি। ৪৪সে পিছন দিক থেকে ঈসার
কাছে এসে তাঁর চাদরের কিনারা ছুঁলো, আর তখনই তার রক্তস্রাব বন্ধ হল।
৪৫তখন ঈসা বললেন, "কে আমাকে ছুঁলো?" সবাই অস্বীকার করলে পর পিতর
ও তাঁর সংগীরা ঈসাকে বললেন, "হুজুর, লোকেরা আপনার চারপাশে চাপাচাপি
করে আপনার উপর পড়ছে।" ৪৬তবুও ঈসা বললেন, "আমি জানি কেউ আমাকে
ছুঁয়েছে, কারণ আমি বুঝতে পারলাম আমার মধ্য থেকে শক্তি বের হল।" ৪৭সেই
স্ত্রীলোকটি যখন দেখল সে ধরা পড়েছে তখন কাঁপতে কাঁপতে ঈসার সামনে সে
উবুড় হয়ে পড়ল। পরে সকলের সামনেই সে ঈসাকে বলল কেন সে তাঁকে
ছুঁয়েছিল, আর কেমন করে সে তখনই ভাল হয়েছে। ৪৮এতে ঈসা সেই
স্ত্রীলোকটিকে বললেন, "মা, তুমি বিশ্বাস করেছ বলে ভাল হয়েছ। শান্তিতে চলে
যাও।" ৪৯ঈসা তখনও কথা বলছেন এমন সময় সেই মজলিস-খানার নেতার বাড়ী
থেকে একজন এসে বলল, "আপনার মেয়েটি মারা গেছে; ওস্তাদকে আর কষ্ট
দেবেন না। ৫০এই কথা শুনে ঈসা যায়ীরকে বললেন, "ভয় করবেন না; কেবল
বিশ্বাস করুন, তাতেই সে বাঁচবে।" ৫১ঈসা যায়ীরের বাড়ীতে পৌঁছে পিতর,
ইউহোন্না ও ইয়াকুব এবং মেয়েটির মা-বাবা ছাড়া আর কাউকে ঘরের ভিতরে
আসতে দিলেন না। ৫২সবাই মেয়েটির জন্য কান্নাকাটি ও বিলাপ করছিল। তখন
ঈসা বললেন, "আর কেঁদো না। মেয়েটি মারা যায় নি, ঘুমাচ্ছে।" ৫৩লোকেরা
ঠাট্টা করতে লাগল, কারণ তারা জানত মেয়েটি মারা গেছে। ৫৪পরে ঈসা
মেয়েটির হাত ধরে ডেকে বললেন, "খুকী, ওঠো।"

٤٠وَلَمَّا رَجَعَ يَسُوعُ قَبِلَهُ الْجَمْعُ لأَنَّهُمْ كَانُوا جَمِيعُهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ.
٤١وَإِذَا رَجُلٌ اسْمُهُ يَايِرُسُ قَدْ جَاءَ، وَكَانَ رَئِيسَ الْمَجْمَعِ، فَوَقَعَ
عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، ٤٢لأَنَّهُ كَانَ لَهُ بِنْتٌ
وَحِيدَةٌ لَهَا نَحْوُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَتْ فِي حَالِ الْمَوْتِ. فَفِيمَا
هُوَ مُنْطَلِقٌ زَحَمَتْهُ الْجُمُوعُ.

٤٣وَامْرَأَةٌ بِنَزْفِ دَمٍ مُنْذُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَقَدْ أَنْفَقَتْ كُلَّ مَعِيشَتِهَا
لِلأَطِبَّاءِ، وَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تُشْفَى مِنْ أَحَدٍ، ٤٤جَاءَتْ مِنْ وَرَائِهِ
وَلَمَسَتْ هُدْبَ ثَوْبِهِ. فَفِي الْحَالِ وَقَفَ نَزْفُ دَمِهَا. ٤٥فَقَالَ
يَسُوعُ:«مَنِ الَّذِي لَمَسَنِي؟» وَإِذْ كَانَ الْجَمِيعُ يُنْكِرُونَ، قَالَ
بُطْرُسُ وَالَّذِينَ مَعَهُ: «يَامُعَلِّمُ، الْجُمُوعُ يُضَيِّقُونَ عَلَيْكَ
وَيَزْحَمُونَكَ، وَتَقُولُ: مَنِ الَّذِي لَمَسَنِي؟»

٤٦فَقَالَ يَسُوعُ:«قَدْ لَمَسَنِي وَاحِدٌ، لأَنِّي عَلِمْتُ أَنَّ قُوَّةً قَدْ
خَرَجَتْ مِنِّي». ٤٧فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَخْتَفِ، جَاءَتْ مُرْتَعِدَةً
وَخَرَّتْ لَهُ، وَأَخْبَرَتْهُ قُدَّامَ جَمِيعِ الشَّعْبِ لأَيِّ سَبَبٍ لَمَسَتْهُ، وَكَيْفَ
بَرِئَتْ فِي الْحَالِ. ٤٨فَقَالَ لَهَا:«ثِقِي يَا ابْنَةُ، إِيمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ،
اِذْهَبِي بِسَلاَمٍ».

٤٩وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ، جَاءَ وَاحِدٌ مِنْ دَارِ رَئِيسِ الْمَجْمَعِ قَائِلاً
لَهُ:«قَدْ مَاتَتِ ابْنَتُكَ. لاَ تُتْعِبِ الْمُعَلِّمَ». ٥٠فَسَمِعَ يَسُوعُ، وَأَجَابَهُ
قَائِلاً: «لاَتَخَفْ! آمِنْ فَقَطْ، فَهِيَ تُشْفَى». ٥١فَلَمَّا جَاءَ إِلَى الْبَيْتِ لَمْ
يَدَعْ أَحَدًا يَدْخُلُ إِلاَّ بُطْرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا، وَأَبَا الصَّبِيَّةِ وَأُمَّهَا.
٥٢وَكَانَ الْجَمِيعُ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَيَلْطِمُونَ. فَقَالَ:«لاَ تَبْكُوا. لَمْ تَمُتْ
لكِنَّهَا نَائِمَةٌ». ٥٣فَضَحِكُوا عَلَيْهِ، عَارِفِينَ أَنَّهَا مَاتَتْ. ٥٤فَأَخْرَجَ
الْجَمِيعَ خَارِجًا، وَأَمْسَكَ بِيَدِهَا وَنَادَى قَائِلاً:«يَا صَبِيَّةُ، قُومِي!».

٥٥فَرَجَعَتْ رُوحُهَا وَقَامَتْ فِي الْحَالِ. فَأَمَرَ أَنْ تُعْطَى لِتَأْكُلَ.
٥٦فَبُهِتَ وَالِدَاهَا. فَأَوْصَاهُمَا أَنْ لاَ يَقُولاَ لأَحَدٍ عَمَّا كَانَ.

৫৫এতে মেয়েটির প্রাণ ফিরে আসল, আর সে তখনই উঠে দাঁড়াল। তখন ঈসা হুকুম দিলেন যেন মেয়েটিকে কিছু খেতে দেওয়া হয়। ৫৬মেয়েটির মা-বাবা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ঈসা তাঁদের নিষেধ করে দিলেন যেন এই ঘটনার কথা তাঁরা কাউকে না বলেন।

الأصحَاحُ التَّاسِعُ

৯ অধ্যায়

١وَدَعَا تَلاَمِيذَهُ الاثْنَيْ عَشَرَ، وَأَعْطَاهُمْ قُوَّةً وَسُلْطَانًا عَلَى
جَمِيعِ الشَّيَاطِينِ وَشِفَاءِ أَمْرَاضٍ، ٢وَأَرْسَلَهُمْ لِيَكْرِزُوا بِمَلَكُوتِ اللهِ
وَيَشْفُوا الْمَرْضَى. ٣وَقَالَ لَهُمْ:«لاَ تَحْمِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ: لاَ عَصًا
وَلاَ مِزْوَدًا وَلاَ خُبْزًا وَلاَ فِضَّةً، وَلاَ يَكُونُ لِلْوَاحِدِ ثَوْبَانِ. ٤وَأَيُّ
بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ فَهُنَاكَ أَقِيمُوا، وَمِنْ هُنَاكَ اخْرُجُوا. ٥وَكُلُّ مَنْ لاَ
يَقْبَلُكُمْ فَاخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ، وَانْفُضُوا الْغُبَارَ أَيْضًا عَنْ
أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَيْهِمْ». ٦فَلَمَّا خَرَجُوا كَانُوا يَجْتَازُونَ فِي كُلِّ
قَرْيَةٍ يُبَشِّرُونَ وَيَشْفُونَ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ.

১এর পরে ঈসা সেই বারোজন সাহাবীকে ডেকে একত্র করলেন এবং সব ভূতের উপরে ক্ষমতা ও অধিকার দান করলেন। তিনি তাঁদের রোগ ভাল করবার ক্ষমতাও দিলেন। ২তারপর তিনি তাঁদের আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিষয়ে তবলিগ করতে ও রোগীদের সুস্থ করতে পাঠিয়ে দিলেন। ৩তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা পথের জন্য লাঠি, থলি, রুটি বা টাকা কিছুই নিয়ো না, এমন কি, দু'টা করে কোর্তাও না। ৪যে বাড়ীতে তোমরা ঢুকবে সেই গ্রাম না ছাড়া পর্যন্ত সেই বাড়ীতেই থেকো। ৫যদি লোকে তোমাদের গ্রহণ না করে তবে তাদের গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় তোমাদের পায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলো, যেন সেটাই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।" ৬তখন সাহাবীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আল্লাহ্‌র রাজ্যের সুসংবাদ তবলিগ করতে এবং রোগ ভাল করতে লাগলেন।

٧فَسَمِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ الرُّبْعِ بِجَمِيعِ مَا كَانَ مِنْهُ، وَارْتَابَ،
لأَنَّ قَوْمًا كَانُوا يَقُولُونَ:«إِنَّ يُوحَنَّا قَدْ قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ».
٨وَقَوْمًا:«إِنَّ إِيلِيَّا ظَهَرَ». وَآخَرِينَ:«إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْقُدَمَاءِ قَامَ».
٩فَقَالَ هِيرُودُسُ:«يُوحَنَّا أَنَا قَطَعْتُ رَأْسَهُ. فَمَنْ هُوَ هذَا الَّذِي
أَسْمَعُ عَنْهُ مِثْلَ هذَا؟» وَكَانَ يَطْلُبُ أَنْ يَرَاهُ.

৭ঈসা যা করছিলেন সেই সব কথা শুনে শাসনকর্তা হেরোদ কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। এর কারণ হল, কেউ কেউ বলছিল নবী ইয়াহিয়া মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন; ৮কেউ কেউ বলছিল নবী ইলিয়াস দেখা দিয়েছেন; আবার কেউ কেউ বলছিল অনেক দিন আগেকার একজন নবী বেঁচে উঠেছেন। ৯হেরোদ বললেন, "আমি তো ইয়াহিয়ার মাথা কেটে ফেলেছি। তবে যার বিষয়ে আমি এই সব শুনছি, সে কে?" হেরোদ ঈসাকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

١٠وَلَمَّا رَجَعَ الرُّسُلُ أَخْبَرُوهُ بِجَمِيعِ مَا فَعَلُوا، فَأَخَذَهُمْ وَانْصَرَفَ
مُنْفَرِدًا إِلَى مَوْضِعٍ خَلاَءٍ لِمَدِينَةٍ تُسَمَّى بَيْتَ صَيْدَا. ١١فَالْجُمُوعُ إِذْ
عَلِمُوا تَبِعُوهُ، فَقَبِلَهُمْ وَكَلَّمَهُمْ عَنْ مَلَكُوتِ اللهِ، وَالْمُحْتَاجُونَ إِلَى
الشِّفَاءِ شَفَاهُمْ.

১০ঈসা যে সাহাবীদের পাঠিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে আসলেন এবং কি কি করেছেন সব কিছু তাঁরা ঈসাকে বললেন। তখন ঈসা তাঁদের নিয়ে বৈৎসৈদা গ্রামের কাছে একটা নির্জন জায়গায় গেলেন। ১১সেই খবর জানতে পেরে অনেক লোক ঈসার পিছনে পিছনে চলল। তিনি সেই লোকদের গ্রহণ করলেন এবং তাদের কাছে আল্লাহ্‌র রাজ্যের কথা বললেন। এছাড়া যাদের সুস্থ হবার দরকার ছিল তিনি তাদের সুস্থ করলেন।

١٢فَابْتَدَأَ النَّهَارُ يَمِيلُ. فَتَقَدَّمَ الاثْنَا عَشَرَ وَقَالُوا لَهُ: «اصْرِفِ
الْجَمْعَ لِيَذْهَبُوا إِلَى الْقُرَى وَالضِّيَاعِ حَوَالَيْنَا فَيَبِيتُوا وَيَجِدُوا
طَعَامًا، لأَنَّنَا هٰهُنَا فِي مَوْضِعٍ خَلاءٍ». ١٣فَقَالَ لَهُمْ:«أَعْطُوهُمْ أَنْتُمْ
لِيَأْكُلُوا». فَقَالُوا:«لَيْسَ عِنْدَنَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ وَسَمَكَتَيْنِ،
إِلاَّ أَنْ نَذْهَبَ وَنَبْتَاعَ طَعَامًا لِهٰذَا الشَّعْبِ كُلِّهِ». ١٤لأَنَّهُمْ كَانُوا نَحْوَ
خَمْسَةِ آلاَفِ رَجُل. فَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ:«أَتْكِئُوهُمْ فِرَقًا خَمْسِينَ
خَمْسِينَ». ١٥فَفَعَلُوا هٰكَذَا، وَأَتْكَأُوا الْجَمِيعَ. ١٦فَأَخَذَ الأَرْغِفَةَ
الْخَمْسَةَ وَالسَّمَكَتَيْنِ، وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ وَبَارَكَهُنَّ، ثُمَّ كَسَّرَ
وَأَعْطَى التَّلاَمِيذَ لِيُقَدِّمُوا لِلْجَمْعِ. ١٧فَأَكَلُوا وَشَبِعُوا جَمِيعًا. ثُمَّ رُفِعَ
مَا فَضَلَ عَنْهُمْ مِنَ الْكِسَرِ اثْنَتَا عَشْرَةَ قُفَّةً.

١٨وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي عَلَى انْفِرَادٍ كَانَ التَّلاَمِيذُ مَعَهُ. فَسَأَلَهُمْ
قَائِلاً:«مَنْ تَقُولُ الْجُمُوعُ أَنِّي أَنَا؟» ١٩فَأَجَابُوا وَقَالُوا:«يُوحَنَّا
الْمَعْمَدَانُ. وَآخَرُونَ: إِيلِيَّا. وَآخَرُونَ: إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْقُدَمَاءِ قَامَ».
٢٠فَقَالَ لَهُمْ:«وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ أَنِّي أَنَا؟» فَأَجَابَ بُطْرُسُ
وَقَالَ:«مَسِيحُ اللهِ!». ٢١فَانْتَهَرَهُمْ وَأَوْصَى أَنْ لاَ يَقُولُوا ذٰلِكَ
لأَحَدٍ، ٢٢قَائِلاً:«إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ يَتَأَلَّمُ كَثِيرًا، وَيُرْفَضُ
مِنَ الشُّيُوخِ وَرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةِ، وَيُقْتَلُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ
يَقُومُ». ٢٣وَقَالَ لِلْجَمِيعِ:«إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِيَ وَرَائِي، فَلْيُنْكِرْ
نَفْسَهُ وَيَحْمِلْ صَلِيبَهُ كُلَّ يَوْمٍ، وَيَتْبَعْنِي.

১২যখন বেলা শেষ হয়ে আসল তখন সেই বারোজন সাহাবী এসে ঈসাকে
বললেন, “আমরা যেখানে আছি সেটা একটা নির্জন জায়গা। তাই এই লোকদের
বিদায় দিন যেন তারা কাছের পাড়ায় এবং গ্রামগুলোতে গিয়ে খাবার এবং
থাকবার জায়গা খুঁজে নিতে পারে।” ১৩ঈসা তাঁদের বললেন, “তোমরাই ওদের
খেতে দাও।” তাঁরা বললেন, “কিন্তু আমাদের কাছে কেবল পাঁচটা রুটি আর দু’টা
মাছ ছাড়া আর কিছুই নেই। কেবল যদি আমরা গিয়ে এই সব লোকদের জন্য
খাবার কিনে আনতে পারতাম তবেই তাদের খাওয়ানো যেত।” ১৪সেখানে
কমবেশি পাঁচ হাজার পুরুষ লোক ছিল। ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন,
“পঞ্চাশজন পঞ্চাশজন করে এক এক দলে লোকদের বসিয়ে দাও।” ১৫সাহাবীরা
সেই ভাবেই সব লোকদের বসিয়ে দিলেন। ১৬তখন ঈসা সেই পাঁচটা রুটি আর
দু’টা মাছ নিয়ে আসমানের দিকে তাকালেন এবং সেগুলোর জন্য আল্লাহ্‌কে
শুকরিয়া জানাবার পর টুকরা টুকরা করলেন। তারপর তিনি লোকদের দেবার জন্য
সেগুলো সাহাবীদের হাতে দিলেন। ১৭লোকেরা সবাই পেট ভরে খেল। পরে যে
টুকরাগুলো পড়ে রইল তা বারোটা টুকরিতে তুলে নেওয়া হল। ১৮একবার ঈসা
একটা নির্জন জায়গায় মুনাজাত করছিলেন। তাঁর সংগে কেবল তাঁর সাহাবীরাই
ছিলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি কে, এই বিষয়ে লোকে কি
বলে?” ১৯সাহাবীরা বললেন, “কেউ কেউ বলে আপনি তরিকাবন্দীদাতা
ইয়াহিয়া; কেউ কেউ বলে নবী ইলিয়াস; আবার কেউ কেউ বলে অনেক দিন
আগেকার একজন নবী বেঁচে উঠেছেন।” ২০ঈসা তাঁদের বললেন, “কিন্তু তোমরা
কি বল, আমি কে?” পিতর বললেন, “আপনি আল্লাহ্‌র সেই মসীহ্‌।” ২১তখন
ঈসা তাঁদের সাবধান করলেন এবং হুকুম দিলেন যেন তাঁরা কাউকে এই কথা না
বলেন। ২২তিনি তাঁদের আরও বললেন, ইব্‌নেআদমকে অনেক দুঃখভোগ করতে
হবে। বৃদ্ধনেতারা, প্রধান ইমামেরা এবং আলেমেরা তাঁকে অগ্রাহ্য করবেন। তাঁকে
হত্যা করা হবে এবং তিন দিনের দিন তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।
২৩তারপর তিনি সবাইকে বললেন, “যদি কেউ আমার পথে আসতে চায়, তবে
সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক; প্রত্যেক দিন নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে সে আমার
পিছনে আসুক।

٢٤فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ
أَجْلِي فَهذَا يُخَلِّصُهَا. ٢٥لأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ الإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ الْعَالَمَ كُلَّهُ،
وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ أَوْ خَسِرَهَا؟ ٢٦لأَنَّ مَنِ اسْتَحَى بِي وَبِكَلاَمِي، فَبِهذَا
يَسْتَحِي ابْنُ الإِنْسَانِ مَتَى جَاءَ بِمَجْدِهِ وَمَجْدِ الآبِ وَالْمَلاَئِكَةِ
الْقِدِّيسِينَ. ٢٧حَقًّا أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مِنَ الْقِيَامِ هُهُنَا قَوْمًا لاَ يَذُوقُونَ
الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوْا مَلَكُوتَ اللهِ».

٢٨وَبَعْدَ هذَا الْكَلاَمِ بِنَحْوِ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ، أَخَذَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا
وَيَعْقُوبَ وَصَعِدَ إِلَى جَبَلٍ لِيُصَلِّيَ. ٢٩وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي صَارَتْ
هَيْئَةُ وَجْهِهِ مُتَغَيِّرَةً، وَلِبَاسُهُ مُبْيَضًّا لاَمِعًا. ٣٠وَإِذَا رَجُلاَنِ يَتَكَلَّمَانِ
مَعَهُ، وَهُمَا مُوسَى وَإِيلِيَّا، ٣١اللَّذَانِ ظَهَرَا بِمَجْدٍ، وَتَكَلَّمَا عَنْ
خُرُوجِهِ الَّذِي كَانَ عَتِيدًا أَنْ يُكَمِّلَهُ فِي أُورُشَلِيمَ. ٣٢وَأَمَّا بُطْرُسُ
وَاللَّذَانِ مَعَهُ فَكَانُوا قَدْ تَثَقَّلُوا بِالنَّوْمِ. فَلَمَّا اسْتَيْقَظُوا رَأَوْا مَجْدَهُ،
وَالرَّجُلَيْنِ الْوَاقِفَيْنِ مَعَهُ. ٣٣وَفِيمَا هُمَا يُفَارِقَانِهِ قَالَ بُطْرُسُ
لِيَسُوعَ: «يَامُعَلِّمُ، جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هُهُنَا. فَلْنَصْنَعْ ثَلاَثَ مَظَالَّ: لَكَ
وَاحِدَةً، وَلِمُوسَى وَاحِدَةً، وَلإِيلِيَّا وَاحِدَةً». وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ.
٣٤وَفِيمَا هُوَ يَقُولُ ذلِكَ كَانَتْ سَحَابَةٌ فَظَلَّلَتْهُمْ. فَخَافُوا عِنْدَمَا دَخَلُوا
فِي السَّحَابَةِ. ٣٥وَصَارَ صَوْتٌ مِنَ السَّحَابَةِ قَائِلاً:«هذَا هُوَ ابْنِي
الْحَبِيبُ. لَهُ اسْمَعُوا». ٣٦وَلَمَّا كَانَ الصَّوْتُ وُجِدَ يَسُوعُ وَحْدَهُ،
وَأَمَّا هُمْ فَسَكَتُوا وَلَمْ يُخْبِرُوا أَحَدًا فِي تِلْكَ الأَيَّامِ بِشَيْءٍ مِمَّا
أَبْصَرُوهُ.

٣٧وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي إِذْ نَزَلُوا مِنَ الْجَبَلِ، اسْتَقْبَلَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ.

২৪যে কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তার সত্যিকারের জীবন
হারাবে; কিন্তু যে আমার জন্য তার প্রাণ হারায় সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা
করবে। ২৫যদি কেউ সমস্ত দুনিয়া লাভ করে তার বিনিময়ে তার সত্যিকারের জীবন
হারায় তবে তার কি লাভ হল? ২৬যদি কেউ আমাকে নিয়ে ও আমার কথা নিয়ে
লজ্জা বোধ করে, তবে ইব্‌ন্তেআদম যখন নিজের মহিমা এবং পিতা ও পবিত্র
ফেরেশতাদের মহিমায় আসবেন তখন তিনিও সেই লোকের সম্বন্ধে লজ্জা বোধ
করবেন। ২৭আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে এমন কয়েকজন আছে যাদের
কাছে আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তারা কোনমতেই মারা যাবে না।"
২৮এই সব কথা বলবার প্রায় এক সপ্তা পরে ঈসা মুনাজাত করবার জন্য পিতর,
ইউহোন্না ও ইয়াকুবকে নিয়ে একটা পাহাড়ে গেলেন। ২৯মুনাজাত করবার সময়
ঈসার মুখের চেহারা বদলে গেল এবং তাঁর কাপড়-চোপড় উজ্জ্বল সাদা হয়ে
গেল, ৩০আর দু'জন লোককে তাঁর সংগে কথা বলতে দেখা গেল। সেই দু'জন
ছিলেন নবী মূসা এবং নবী ইলিয়াস। ৩১তাঁরা মহিমার সংগে দেখা দিলেন।
জেরুজালেমে যে মৃত্যুর সামনে ঈসা উপস্থিত হতে যাচ্ছিলেন তাঁরা সেই বিষয়ে
কথাবার্তা বলছিলেন। ৩২পিতর ও তাঁর সংগীরা সেই সময় অঘোরে ঘুমাচ্ছিলেন।
তাঁরা জেগে উঠে ঈসার মহিমা দেখতে পেলেন এবং তাঁর সংগে দাঁড়ানো সেই
দু'জন লোককেও দেখলেন। ৩৩সেই দু'জন যখন ঈসার কাছ থেকে চলে
যাচ্ছিলেন তখন পিতর ঈসাকে বললেন, "হুজুর, ভালই হয়েছে যে, আমরা
এখানে আছি। আমরা এখানে তিনটা কুঁড়ে-ঘর তৈরী করি- একটা আপনার,
একটা মূসার ও একটা ইলিয়াসের জন্য।" তিনি যে কি বলছিলেন তা নিজেই
বুঝলেন না। ৩৪পিতর যখন কথা বলছিলেন তখন একটা মেঘ এসে তাঁদের ঢেকে
ফেলল। তাঁরা সেই মেঘের মধ্যে ঢাকা পড়লে পর সাহাবীরা ভয় পেলেন। ৩৫সেই
মেঘ থেকে এই কথা শোনা গেল, "ইনিই আমার পুত্র যাঁকে আমি বেছে নিয়েছি;
তোমরা এঁর কথা শোন।" ৩৬যখন কথা থেমে গেল তখন দেখা গেল ঈসা একাই
আছেন। সাহাবীরা যা দেখেছিলেন সেই বিষয়ে সেই সময় কাউকে কিছু না বলে
তাঁরা চুপ করে রইলেন। ৩৭পরের দিন ঈসা ও সেই তিনজন সাহাবী পাহাড় থেকে
নেমে আসলে পর অনেক লোক ঈসার সংগে দেখা করতে আসল।

৩৮তখন ভিড়ের মধ্য থেকে একজন লোক চিৎকার করে ঈসাকে বলল, “হুজুর,
দয়া করে আমার ছেলেটাকে দেখুন। সে আমার একমাত্র ছেলে। ৩৯তাকে একটা
ভূতে ধরে এবং সে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। সেই ভূত যখন তাকে মুচড়ে ধরে
তখন তার মুখ থেকে ফেনা বের হয়; তারপর সে তাকে খুব কষ্ট দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত
করে ছেড়ে দেয়। ৪০আমি আপনার সাহাবীদের কাছে কাকুতি-মিনতি করেছিলাম
যেন তাঁরা সেই ভূতকে ছাড়িয়ে দেন, কিন্তু তাঁরা পারলেন না।” ৪১তখন ঈসা
বললেন, “বেঈমান ও দুষ্ট লোকেরা! আর কতদিন আমি তোমাদের সংগে থাকব
ও তোমাদের সহ্য করব? তোমার ছেলেকে এখানে আন।” ৪২ছেলেটা যখন
আসছিল তখন সেই ভূত তাকে আছাড় মেরে মুচড়ে ধরল। এতে ঈসা সেই ভূতকে
ধমক দিলেন এবং ছেলেটিকে সুস্থ করে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে দিলেন।
৪৩আল্লাহ্‌ যে কত মহান তা দেখে সবাই আশ্চর্য হল। ঈসা যা করছিলেন সেই
বিষয়ে সবাই যখন আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল তখন তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন,
৪৪“আমার এই কথা মন দিয়ে শোন, ইব্‌ন্তেআদমকে লোকদের হাতে ধরিয়ে
দেওয়া হবে।” ৪৫সাহাবীরা কিন্তু সেই কথা বুঝলেন না। আল্লাহ্‌ তাঁদের কাছ থেকে
তা গোপন রেখেছিলেন যেন তাঁরা বুঝতে না পারেন। এই নিয়ে কোন কথা ঈসাকে
জিজ্ঞাসা করতেও সাহাবীদের ভয় হল। ৪৬সাহাবীদের মধ্যে কে সবচেয়ে বড় সেই
বিষয়ে তাঁদের মধ্যে তর্ক হচ্ছিল। ৪৭ঈসা তাঁদের মনের চিন্তা বুঝতে পেরে একটা
শিশুকে নিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করালেন। ৪৮তারপর তিনি তাঁদের বললেন, “যে
কেউ আমার নামে এই শিশুকে গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে। যে আমাকে
গ্রহণ করে, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন সে তাঁকেই গ্রহণ করে। তোমাদের সকলের
মধ্যে সবচেয়ে যে ছোট, সে-ই বড়।” ৪৯ইউহোন্না বললেন, “হুজুর, আপনার
নামে আমরা একজনকে ভূত ছাড়াতে দেখেছি। সে আমাদের দলের লোক নয়
বলে আমরা তাকে নিষেধ করেছি।” ৫০ঈসা তাঁকে বললেন, “আর নিষেধ কোরো
না, কারণ যে তোমাদের বিপক্ষে থাকে না সে তো তোমাদের পক্ষেই আছে।”
৫১যখন ঈসার বেহেশতে যাবার সময় হয়ে আসল তখন তিনি জেরুজালেমে
যাবার জন্য মন স্থির করলেন। ৫২তিনি আগেই সেখানে লোকদের পাঠিয়ে দিলেন।
তারা ঈসার জন্য সব কিছু ব্যবস্থা করতে সামেরীয়দের একটা গ্রামে ঢুকল,

٣٨وَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْجَمْعِ صَرَخَ قَائِلاً:«يَا مُعَلِّمُ، أَطْلُبُ إِلَيْكَ
أَنْظُرْ إِلَى ابْنِي، فَإِنَّهُ وَحِيدٌ لِي. ٣٩وَهَا رُوحٌ يَأْخُذُهُ فَيَصْرُخُ بَغْتَةً،
فَيَصْرَعُهُ مُزْبِدًا، وَبِالْجَهْدِ يُفَارِقُهُ مُرَضِّضًا إِيَّاهُ. ٤٠وَطَلَبْتُ مِنْ
تَلاَمِيذِكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَمْ يَقْدِرُوا». ٤١فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ:«أَيُّهَا
الْجِيلُ غَيْرُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُلْتَوِي إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ وَأَحْتَمِلُكُمْ؟ قَدِّمِ
ابْنَكَ إِلَى هُنَا!». ٤٢وَبَيْنَمَا هُوَ آتٍ مَزَّقَهُ الشَّيْطَانُ وَصَرَعَهُ،
فَانْتَهَرَ يَسُوعُ الرُّوحَ النَّجِسَ، وَشَفَى الصَّبِيَّ وَسَلَّمَهُ إِلَى أَبِيهِ.
٤٣فَبُهِتَ الْجَمِيعُ مِنْ عَظَمَةِ اللهِ. وَإِذْ كَانَ الْجَمِيعُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ كُلِّ
مَا فَعَلَ يَسُوعُ، قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ: ٤٤«ضَعُوا أَنْتُمْ هذَا الْكَلاَمَ فِي
آذَانِكُمْ: إِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّمُ إِلَى أَيْدِي النَّاسِ». ٤٥وَأَمَّا هُمْ
فَلَمْ يَفْهَمُوا هذَا الْقَوْلَ، وَكَانَ مُخْفًى عَنْهُمْ لِكَيْ لاَ يَفْهَمُوهُ، وَخَافُوا
أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ هذَا الْقَوْلِ.

٤٦وَدَاخَلَهُمْ فِكْرٌ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَعْظَمَ فِيهِمْ؟ ٤٧فَعَلِمَ يَسُوعُ
فِكْرَ قَلْبِهِمْ، وَأَخَذَ وَلَدًا وَأَقَامَهُ عِنْدَهُ، ٤٨وَقَالَ لَهُمْ:«مَنْ قَبِلَ هذَا
الْوَلَدَ بِاسْمِي يَقْبَلُنِي، وَمَنْ قَبِلَنِي يَقْبَلُ الَّذِي أَرْسَلَنِي، لأَنَّ الأَصْغَرَ
فِيكُمْ جَمِيعًا هُوَ يَكُونُ عَظِيمًا»

٤٩فَأَجَابَ يُوحَنَّا وَقَالَ:«يَا مُعَلِّمُ، رَأَيْنَا وَاحِدًا يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ
بِاسْمِكَ فَمَنَعْنَاهُ، لأَنَّهُ لَيْسَ يَتْبَعُ مَعَنَا». ٥٠فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«لاَ
تَمْنَعُوهُ، لأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُوَ مَعَنَا».

٥١وَحِينَ تَمَّتِ الأَيَّامُ لارْتِفَاعِهِ تَبَّتَ وَجْهَهُ لِيَنْطَلِقَ إِلَى أُورُشَلِيمَ،
٥٢وَأَرْسَلَ أَمَامَ وَجْهِهِ رُسُلاً، فَذَهَبُوا وَدَخَلُوا قَرْيَةً لِلسَّامِرِيِّينَ
حَتَّى يُعِدُّوا لَهُ.

৫৩কিন্তু ঈসা জেরুজালেমে যাচ্ছেন বলে সেই গ্রামের লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করল
না। ৫৪তা দেখে তাঁর সাহাবী ইয়াকুব ও ইউহোন্না বললেন, “হুজুর, আপনি কি
চান যে, নবী ইলিয়াসের মত আমরা এদের ধ্বংস করবার জন্য বেহেশত থেকে
আগুন নেমে আসতে বলব?” ৫৫ঈসা তাঁদের দিকে ফিরে তাঁদের ধমক দিলেন।
৫৬তারপর তাঁরা অন্য গ্রামে গেলেন। ৫৭তাঁরা পথে যাচ্ছেন এমন সময় একজন
লোক ঈসাকে বলল, “আপনি যেখানে যাবেন আমিও আপনার সংগে সেখানে
যাব।” ৫৮ঈসা তাকে বললেন, “শিয়ালের গর্ত আছে এবং পাখীর বাসা আছে,
কিন্তু ইব্‌ন্তেআদমের মাথা রাখবার জায়গা কোথাও নেই।” ৫৯পরে তিনি অন্য আর
একজনকে বললেন, “আমার সংগে চল।” কিন্তু সেই লোক বলল, “হুজুর, আগে
আমার বাবাকে দাফন করে আসতে দিন।” ৬০ঈসা তাকে বললেন, “মৃতেরাই
তাদের মৃতদের দাফন করুক, কিন্তু তুমি এসে আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিষয়ে তবলিগ
কর।” ৬১আর একজন বলল, “হুজুর, আমি আপনার সংগে যাব, কিন্তু আগে
আমার বাড়ী থেকে আমাকে বিদায় নিয়ে আসতে দিন।” ৬২ঈসা তাকে বললেন,
লাংগলে হাত দিয়ে যে পিছন দিকে তাকিয়ে থাকে সে আল্লাহ্‌র রাজ্যের উপযুক্ত
নয়।”

১০ অধ্যায়

১এর পরে হযরত ঈসা আরও সত্তরজন সাহাবীকে তবলিগে পাঠাবার জন্য বেছে
নিলেন। তিনি নিজে যে যে গ্রামে ও যে যে জায়গায় যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন
সেই সব জায়গায় যাবার আগে সাহাবীদের দু’জন দু’জন করে পাঠিয়ে দিলেন।
২তিনি সাহাবীদের বললেন, “সত্যিই ফসল অনেক, কিন্তু কাজ করবার লোক কম।
এইজন্য ফসলের মালিকের কাছে অনুরোধ কর যেন তিনি তাঁর ফসল কাটবার
জন্য লোক পাঠিয়ে দেন। ৩তোমরা যাও; নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মতই আমি
তোমাদের পাঠাচ্ছি। ৪টাকার থলি, ঝুলি বা জুতা সংগে নিয়ো না এবং রাস্তায়
কাউকে সালাম জানায়ো না। ৫তোমরা যে বাড়ীতে যাবে প্রথমে বলবে, ‘এই
বাড়ীতে শান্তি হোক।’

٥٣فَلَمْ يَقْبَلُوهُ لأَنَّ وَجْهَهُ كَانَ مُتَّجِهًا نَحْوَ أُورُشَلِيمَ. ٥٤فَلَمَّا رَأَى
ذٰلِكَ تِلْمِيذَاهُ يَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا، قَالاَ:«يَارَبُّ، أَتُرِيدُ أَنْ نَقُولَ أَنْ تَنْزِلَ
نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُفْنِيَهُمْ، كَمَا فَعَلَ إِيلِيَّا أَيْضًا؟» ٥٥فَالْتَفَتَ
وَانْتَهَرَهُمَا وَقَالَ:«لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مِنْ أَيِّ رُوحٍ أَنْتُمَا! ٥٦لأَنَّ ابْنَ
الإِنْسَانِ لَمْ يَأْتِ لِيُهْلِكَ أَنْفُسَ النَّاسِ، بَلْ لِيُخَلِّصَ». فَمَضَوْا إِلَى
قَرْيَةٍ أُخْرَى.

٥٧وَفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ: «يَا سَيِّدُ، أَتْبَعُكَ
أَيْنَمَا تَمْضِي». ٥٨فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«لِلثَّعَالِبِ أَوْجِرَةٌ، وَلِطُيُورِ
السَّمَاءِ أَوْكَارٌ، وَأَمَّا ابْنُ الإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ رَأْسَهُ».
٥٩وَقَالَ لآخَرَ:«اتْبَعْنِي». فَقَالَ:«يَا سَيِّدُ، ائْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَوَّلاً
وَأَدْفِنَ أَبِي». ٦٠فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«دَعِ الْمَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ، وَأَمَّا
أَنْتَ فَاذْهَبْ وَنَادِ بِمَلَكُوتِ اللهِ». ٦١وَقَالَ آخَرُ أَيْضًا: «أَتْبَعُكَ يَا
سَيِّدُ، وَلٰكِنِ ائْذَنْ لِي أَوَّلاً أَنْ أُوَدِّعَ الَّذِينَ فِي بَيْتِي». ٦٢فَقَالَ لَهُ
يَسُوعُ:«لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْمِحْرَاثِ وَيَنْظُرُ إِلَى الْوَرَاءِ
يَصْلُحُ لِمَلَكُوتِ اللهِ».

الأَصحَاحُ الْعَاشِرُ

١وَبَعْدَ ذٰلِكَ عَيَّنَ الرَّبُّ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا، وَأَرْسَلَهُمُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ
أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلِّ مَدِينَةٍ وَمَوْضِعٍ حَيْثُ كَانَ هُوَ مُزْمِعًا أَنْ يَأْتِيَ.
٢فَقَالَ لَهُمْ:«إِنَّ الْحَصَادَ كَثِيرٌ، وَلٰكِنَّ الْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ. فَاطْلُبُوا مِنْ
رَبِّ الْحَصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ. ٣اِذْهَبُوا! هَا أَنَا أُرْسِلُكُمْ
مِثْلَ حُمْلاَنٍ بَيْنَ ذِئَابٍ. ٤لاَ تَحْمِلُوا كِيسًا وَلاَ مِزْوَدًا وَلاَ أَحْذِيَةً،
وَلاَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدٍ فِي الطَّرِيقِ. ٥وَأَيُّ بَيْتٍ دَخَلْتُمُوهُ فَقُولُوا
أَوَّلاً: سَلاَمٌ لِهٰذَا الْبَيْتِ.

٦فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ ابْنُ السَّلاَمِ يَحُلُّ سَلاَمُكُمْ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَيَرْجِعُ إِلَيْكُمْ.
٧وَأَقِيمُوا فِي ذلِكَ الْبَيْتِ آكِلِينَ وَشَارِبِينَ مِمَّا عِنْدَهُمْ، لأَنَّ الْفَاعِلَ
مُسْتَحِقٍ÷ أُجْرَتَهُ. لاَ تَنْتَقِلُوا مِنْ بَيْتٍ إِلَى بَيْتٍ. ٨وَأَيَّةَ مَدِينَةٍ
دَخَلْتُمُوهَا وَقَبِلُوكُمْ، فَكُلُوا مِمَّا يُقَدَّمُ لَكُمْ، ٩وَاشْفُوا الْمَرْضَى الَّذِينَ
فِيهَا، وَقُولُوا لَهُمْ: قَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ. ١٠وَأَيَّةُ مَدِينَةٍ
دَخَلْتُمُوهَا وَلَمْ يَقْبَلُوكُمْ، فَاخْرُجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا وَقُولُوا: ١١حَتَّى
الْغُبَارَ الَّذِي لَصِقَ بِنَا مِنْ مَدِينَتِكُمْ نَنْفُضُهُ لَكُمْ. وَلكِنِ اعْلَمُوا هذَا
إِنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ. ١٢وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يَكُونُ لِسَدُومَ
فِي ذلِكَ الْيَوْمِ حَالَةٌ أَكْثَرُ احْتِمَالاً مِمَّا لِتِلْكَ الْمَدِينَةِ .

١٣«وَيْلٌ لَكِ يَا كُورَزِينُ! وَيْلٌ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدَا! لأَنَّهُ لَوْ
صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدَاءَ الْقُوَّاتُ الْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا، لَتَابَتَا قَدِيمًا
جَالِسَتَيْنِ فِي الْمُسُوحِ وَالرَّمَادِ. ١٤وَلكِنَّ صُورَ وَصَيْدَاءَ يَكُونُ
لَهُمَا فِي الدِّينِ حَالَةٌ أَكْثَرُ احْتِمَالاً مِمَّا لَكُمَا. ١٥وَأَنْتِ يَا كَفْرَنَاحُومَ
الْمُرْتَفِعَةُ إِلَى السَّمَاءِ! سَتُهْبَطِينَ إِلَى الْهَاوِيَةِ. ١٦اَلَّذِي يَسْمَعُ مِنْكُمْ
يَسْمَعُ مِنِّي، وَالَّذِي يُرْذِلُكُمْ يُرْذِلُنِي، وَالَّذِي يُرْذِلُنِي يُرْذِلُ الَّذِي
أَرْسَلَنِي».

١٧فَرَجَعَ السَّبْعُونَ بِفَرَحٍ قَائِلِينَ:«يَارَبُّ، حَتَّى الشَّيَاطِينُ تَخْضَعُ
لَنَا بِاسْمِكَ!». ١٨فَقَالَ لَهُمْ: «رَأَيْتُ الشَّيْطَانَ سَاقِطًا مِثْلَ الْبَرْقِ مِنَ
السَّمَاءِ. ١٩هَا أَنَا أُعْطِيكُمْ سُلْطَانًا لِتَدُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبَ وَكُلَّ
قُوَّةِ الْعَدُوِّ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ شَيْءٌ.

৬শান্তি ভালবাসে এমন কেউ যদি সেখানে থাকে তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে
থাকবে, কিন্তু যদি সেই রকম কেউ না থাকে তবে তোমাদের শান্তি তোমাদের
কাছেই ফিরে আসবে। ৭সেই বাড়ীতেই থেকো এবং তারা যা দেয় তা-ই খেয়ো,
কারণ যে কাজ করে সে বেতন পাবার যোগ্য। এক বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতে যেয়ো
না। ৮"যদি কোন গ্রামে যাও এবং সেখানকার লোকেরা তোমাদের গ্রহণ করে তবে
তোমাদের যা খেতে দেওয়া হয় তা-ই খেয়ো। ৯সেই গ্রামের অসুস্থদের সুস্থ কোরো
এবং তাদের বোলো, 'আল্লাহ্‌র রাজ্য তোমাদের কাছে এসেছে।' ১০কিন্তু যদি
কোন গ্রামে যাও এবং সেখানকার লোকেরা তোমাদের গ্রহণ না করে তবে সেই
গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে এই কথা বোলো, ১১'তোমাদের গ্রামের যে ধুলা
আমাদের পায়ে লেগেছে তাও আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে ফেললাম। তবুও
তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র রাজ্য কাছে এসে গেছে।' ১২আমি তোমাদের
বলছি, রোজ হাশরে সেই গ্রামের চেয়ে বরং সাদুম শহরের লোকদের অবস্থা
অনেকখানি সহ্য করবার মত হবে। ১৩"ঘৃণ্য কোরাসীন! ঘৃণ্য বৈৎসৈদা! যে সব
অলৌকিক কাজ তোমাদের মধ্যে করা হয়েছে তা যদি টায়ার ও সিডন শহরে করা
হত, তবে তারা অনেক দিন আগেই চট পরে ছাইয়ের মধ্যে বসে তওবা করত।
১৪সত্যিই, রোজ হাশরে টায়ার ও সিডনের অবস্থা বরং তোমাদের চেয়ে
অনেকখানি সহ্য করবার মত হবে। ১৫আর তুমি, কফরনাহূম, তুমি নাকি বেহেশত
পর্যন্ত উঁচুতে উঠবে? কখনও না, তোমাকে নীচে কবরে ফেলে দেওয়া হবে।"
১৬ঈসা আবার তাঁর সাহাবীদের বললেন, "যারা তোমাদের কথা শোনে তারা
আমারই কথা শোনে। যারা তোমাদের অগ্রাহ্য করে তারা আমাকেই অগ্রাহ্য করে।
যারা আমাকে অগ্রাহ্য করে, আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তারা তাঁকেই অগ্রাহ্য
করে।" ১৭সেই সত্তরজন সাহাবী আনন্দের সংগে ফিরে এসে বললেন, "হুজুর,
আপনার নাম করে বললে ভূতেরা পর্যন্ত আমাদের কথা শোনে।" ১৮ঈসা তাঁদের
বললেন, "আমি শয়তানকে বেহেশত থেকে বিদ্যুৎ চম্‌কাবার মত করে পড়ে যেতে
দেখেছি। ১৯দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিছার উপর দিয়ে হেঁটে যাবার ক্ষমতা
দিয়েছি এবং তোমাদের শত্রু শয়তানের সমস্ত শক্তির উপরেও ক্ষমতা দিয়েছি।
কোন কিছুই তোমাদের ক্ষতি করবে না।

٢٠وَلَكِنْ لاَ تَفْرَحُوا بِهذَا: أَنَّ الأَرْوَاحَ تَخْضَعُ لَكُمْ، بَلِ افْرَحُوا
بِالْحَرِيِّ أَنَّ أَسْمَاءَكُمْ كُتِبَتْ فِي السَّمَاوَاتِ». ٢١وَفِي تِلْكَ السَّاعَةِ
تَهَلَّلَ يَسُوعُ بِالرُّوحِ وَقَالَ:«أَحْمَدُكَ أَيُّهَا الآبُ، رَبُّ السَّمَاءِ
وَالأَرْضِ، لأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هذِهِ عَنِ الْحُكَمَاءِ وَالْفُهَمَاءِ وَأَعْلَنْتَهَا
لِلأَطْفَالِ. نَعَمْ أَيُّهَا الآبُ، لأَنْ هكَذَا صَارَتِ الْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ».
٢٢وَالْتَفَتَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ:«كُلُّ شَيْءٍ قَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي.
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُ مَنْ هُوَ الابْنُ إِلاَّ الآبُ، وَلاَ مَنْ هُوَ الآبُ إِلاَّ
الابْنُ، وَمَنْ أَرَادَ الابْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ». ٢٣وَالْتَفَتَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ عَلَى
انْفِرَادٍ وَقَالَ: «طُوبَى لِلْعُيُونِ الَّتِي تَنْظُرُ مَا تَنْظُرُونَهُ!
٢٤لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ أَنْبِيَاءَ كَثِيرِينَ وَمُلُوكًا أَرَادُوا أَنْ يَنْظُرُوا
مَا أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَمْ يَنْظُرُوا، وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَمْ
يَسْمَعُوا».
٢٥وَإِذَا نَامُوسِيٌّ قَامَ يُجَرِّبُهُ قَائِلاً:«يَا مُعَلِّمُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ
الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ؟» ٢٦فَقَالَ لَهُ:«مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي النَّامُوسِ. كَيْفَ
تَقْرَأُ؟» ٢٧فَأَجَابَ وَقَالَ:«تُحِبُّ الرَّبَّ إِلهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ، وَمِنْ كُلِّ
نَفْسِكَ، وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ، وَمِنْ كُلِّ فِكْرِكَ، وَقَرِيبَكَ مِثْلَ نَفْسِكَ».
٢٨فَقَالَ لَهُ:«بِالصَّوَابِ أَجَبْتَ. اِفْعَلْ هذَا فَتَحْيَا». ٢٩وَأَمَّا هُوَ فَإِذْ
أَرَادَ أَنْ يُبَرِّرَ نَفْسَهُ، قَالَ لِيَسُوعَ: «وَمَنْ هُوَ قَرِيبِي؟» ٣٠فَأَجَابَ
يَسُوعُ وَقَالَ: «إِنْسَانٌ كَانَ نَازِلاً مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَرِيحَا، فَوَقَعَ
بَيْنَ لُصُوصٍ، فَعَرَّوْهُ وَجَرَّحُوهُ، وَمَضَوْا وَتَرَكُوهُ بَيْنَ حَيٍّ
وَمَيْتٍ. ٣١فَعَرَضَ أَنَّ كَاهِنًا نَزَلَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، فَرَآهُ وَجَازَ
مُقَابِلَهُ. ٣٢وَكَذلِكَ لاَوِيٌّ أَيْضًا، إِذْ صَارَ عِنْدَ الْمَكَانِ جَاءَ وَنَظَرَ
وَجَازَ مُقَابِلَهُ.

২০কিন্তু ভূতেরা তোমাদের কথা শোনে বলে আনন্দিত হয়ো না বরং বেহেশতে
তোমাদের নাম লেখা হয়েছে বলে আনন্দিত হয়ো।” ২১তখন ঈসা পাক-রূহের
দেওয়া আনন্দে আনন্দিত হয়ে বললেন, “হে পিতা, তুমি বেহেশত ও দুনিয়ার
মালিক। আমি তোমার প্রশংসা করি, কারণ তুমি এই সব বিষয় জ্ঞানী ও
বুদ্ধিমানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছ কিন্তু শিশুর মত লোকদের কাছে প্রকাশ
করেছ। জ্বী পিতা, তোমার ইচ্ছামতই এটা হয়েছে। ২২“আমার পিতা আমার হাতে
সব কিছুই দিয়েছেন। পিতা ছাড়া আর কেউ জানে না পুত্র কে, আবার পুত্র ছাড়া
আর কেউ জানে না পিতা কে। এছাড়া পুত্র যার কাছে পিতাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা
করেন কেবল সে-ই জানে। ২৩পরে তিনি সাহাবীদের দিকে ফিরে তাঁদের গোপনে
বললেন, “তোমরা যা যা দেখছ, তা যারা দেখতে পায় তারা ধন্য। ২৪আমি
তোমাদের বলছি, তোমরা যা যা দেখছ, অনেক নবী ও বাদশাহ্‌ তা দেখতে চেয়েও
দেখতে পান নি; আর তোমরা যা যা শুনছ, তা শুনতে চেয়েও শুনতে পান নি।”
২৫একবার একজন আলেম ঈসার কাছে আসলেন। ঈসাকে পরীক্ষা করবার জন্য
সেই আলেম বললেন, “হুজুর, কি করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে
পারব?” ২৬ঈসা তাঁকে বললেন, “তৌরাত শরীফে কি লেখা আছে? সেখানে কি
পড়েছেন?” ২৭সেই আলেম ঈসাকে জবাব দিলেন, “তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের
সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহ্‌কে
মহব্বত করবে; আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।” ২৮ঈসা
তাঁকে বললেন, “আপনি ঠিক জবাব দিয়েছেন। যদি আপনি তা করতে থাকেন
তবে জীবন পাবেন।” ২৯সেই আলেম নিজের সম্মান রক্ষা করবার জন্য ঈসাকে
বললেন, “আমার প্রতিবেশী কে?” ৩০ঈসা জবাব দিলেন, “একজন লোক
জেরুজালেম থেকে জেরিকো শহরে যাবার সময় ডাকাতদের হাতে পড়ল। তারা
লোকটির কাপড় খুলে ফেলল এবং তাকে মেরে আধমরা করে রেখে গেল। ৩১পরে
একজন ইমাম সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সেই লোকটিকে দেখে পাশ কাটিয়ে
চলে গেলেন। ৩২ঠিক সেইভাবে একজন লেবীয় সেই জায়গায় আসল এবং তাকে
দেখতে পেয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

৩৩তারপর সামেরিয়া প্রদেশের একজন লোকও সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে ঐ লোকটির কাছাকাছি আসল। তাকে দেখে তার মমতা হল। ৩৪লোকটির কাছে গিয়ে সে তার আঘাতের উপর তেল আর আংগুর-রস ঢেলে দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর তার নিজের গাধার উপর তাকে বসিয়ে একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে তার সেবা-যত্ন করল। ৩৫পরের দিন সেই সামেরীয় দু'টা দীনার বের করে হোটেলের মালিককে দিয়ে বলল, 'এই লোকটিকে যত্ন করবেন। যদি এর চেয়ে বেশী খরচ হয় তবে আমি ফিরে এসে তা শোধ করব।' " ৩৬শেষে ঈসা বললেন, "এখন আপনার কি মনে হয়? এই তিনজনের মধ্যে কে সেই ডাকাতদের হাতে পড়া লোকটির প্রতিবেশী?" ৩৭সেই আলেম বললেন, "যে তাকে মমতা করল সেই লোক।" তখন ঈসা তাঁকে বললেন, "তা হলে আপনিও গিয়ে সেই রকম করুন।" ৩৮এর পরে ঈসা ও তাঁর সাহাবীরা পথ চলতে চলতে কোন একটা গ্রামে ঢুকলেন। সেখানে মার্থা নামে একজন স্ত্রীলোক খুশী হয়ে তাঁর ঘরে ঈসাকে গ্রহণ করলেন। ৩৯মরিয়ম নামে মার্থার একটি বোন ছিলেন। তিনি ঈসার পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনছিলেন। ৪০মার্থা কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি এসে বললেন, "হুজুর, আপনি কি দেখেন না, আমার বোন সমস্ত কাজ একা আমার উপর ফেলে দিয়েছে? আপনি ওকে বলুন যেন ও আমাকে সাহায্য করে।" ৪১তখন ঈসা মার্থাকে বললেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিনি-ত ও ব্যস্ত, ৪২কিন্তু একটাই মাত্র দরকারী বিষয় আছে। মরিয়ম সেই ভাল বিষয়টাই বেছে নিয়েছে। ওটা তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে না।"

٣٣وَلَكِنَّ سَامِرِيًّا مُسَافِرًا جَاءَ إِلَيْهِ، وَلَمَّا رَآهُ تَحَنَّنَ، ٣٤فَتَقَدَّمَ وَضَمَدَ جِرَاحَاتِهِ، وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْتًا وَخَمْرًا، وَأَرْكَبَهُ عَلَى دَابَّتِهِ، وَأَتَى بِهِ إِلَى فُنْدُقٍ وَاعْتَنَى بِهِ. ٣٥وَفِي الْغَدِ لَمَّا مَضَى أَخْرَجَ دِينَارَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا لِصَاحِبِ الْفُنْدُقِ، وَقَالَ لَهُ: اعْتَنِ بِهِ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ أَكْثَرَ فَعِنْدَ رُجُوعِي أُوفِيكَ. ٣٦فَأَيَّ هؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ تَرَى صَارَ قَرِيبًا لِلَّذِي وَقَعَ بَيْنَ اللُّصُوصِ؟»

٣٧فَقَالَ: «الَّذِي صَنَعَ مَعَهُ الرَّحْمَةَ». فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ: «اذْهَبْ أَنْتَ أَيْضًا وَاصْنَعْ هكَذَا».

٣٨وَفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ دَخَلَ قَرْيَةً، فَقَبِلَتْهُ امْرَأَةٌ اسْمُهَا مَرْثَا فِي بَيْتِهَا. ٣٩وَكَانَتْ لِهذِهِ أُخْتٌ تُدْعَى مَرْيَمَ، الَّتِي جَلَسَتْ عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ وَكَانَتْ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ. ٤٠وَأَمَّا مَرْثَا فَكَانَتْ مُرْتَبِكَةً فِي خِدْمَةٍ كَثِيرَةٍ. فَوَقَفَتْ وَقَالَتْ: «يَارَبُّ، أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أُخْتِي قَدْ تَرَكَتْنِي أَخْدُمُ وَحْدِي؟ فَقُلْ لَهَا أَنْ تُعِينَنِي!» ٤١فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَها:«مَرْثَا، مَرْثَا، أَنْتِ تَهْتَمِّينَ وَتَضْطَرِبِينَ لأَجْلِ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، ٤٢وَلكِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى وَاحِدٍ. فَاخْتَارَتْ مَرْيَمُ النَّصِيبَ الصَّالِحَ الَّذِي لَنْ يُنْزَعَ مِنْهَا».

১১ অধ্যায়

১এক সময়ে ঈসা কোন একটা জায়গায় মুনাজাত করছিলেন। মুনাজাত শেষ হলে পর তাঁর একজন সাহাবী তাঁকে বললেন, "হুজুর, ইয়াহিয়া যেমন তাঁর সাহাবীদের মুনাজাত করতে শিখিয়েছিলেন তেমনি আমাদেরও আপনি মুনাজাত করতে শিখান।" ২ঈসা তাঁদের বললেন, "যখন তোমরা মুনাজাত কর তখন বোলো, 'হে আমাদের বেহেশতী পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। তোমার রাজ্য আসুক। ৩প্রত্যেক দিনের খাবার তুমি আমাদের প্রত্যেক দিন দাও।

الأَصحَاحُ الْحَادِي عَشَرَ

١وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ، لَمَّا فَرَغَ، قَالَ وَاحِدٌ مِنْ تَلاَمِيذِهِ: «يَارَبُّ، عَلِّمْنَا أَنْ نُصَلِّيَ كَمَا عَلَّمَ يُوحَنَّا أَيْضًا تَلاَمِيذَهُ». ٢فَقَالَ لَهُمْ:«مَتَى صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا: أَبَانَا الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، لِيَتَقَدَّسِ اسْمُكَ، لِيَأْتِ مَلَكُوتُكَ، لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذلِكَ عَلَى الأَرْضِ. ٣خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِنَا كُلَّ يَوْمٍ،

٤وَاغْفِرْ لَنَا خَطَايَانَا لأَنَّنَا نَحْنُ أَيْضًا نَغْفِرُ لِكُلِّ مَنْ يُذْنِبُ إِلَيْنَا،
وَلاَ تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ لكِنْ نَجِّنَا مِنَ الشِّرِّيرِ».

٥ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:«مَنْ مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ صَدِيقٌ، وَيَمْضِي إِلَيْهِ نِصْفَ
اللَّيْلِ، وَيَقُولُ لَهُ يَاصَدِيقُ، أَقْرِضْنِي ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ، ٦لأَنَّ صَدِيقًا
لِي جَاءَنِي مِنْ سَفَرٍ، وَلَيْسَ لِي مَا أُقَدِّمُ لَهُ. ٧فَيُجِيبَ ذلِكَ مِنْ دَاخِلٍ
وَيَقُولَ: لاَ تُزْعِجْنِي! اَلْبَابُ مُغْلَقٌ الآنَ، وَأَوْلاَدِي مَعِي فِي
الْفِرَاشِ. لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَقُومَ وَأُعْطِيَكَ. ٨أَقُولُ لَكُمْ: وَإِنْ كَانَ لاَ يَقُومُ
وَيُعْطِيهِ لِكَوْنِهِ صَدِيقَهُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَجَاجَتِهِ يَقُومُ وَيُعْطِيهِ قَدْرَ مَا
يَحْتَاجُ. ٩وَأَنَا أَقُولُ لَكُمْ: اسْأَلُوا تُعْطَوْا، اُطْلُبُوا تَجِدُوا، اِقْرَعُوا
يُفْتَحْ لَكُمْ. ١٠لأَنَّ كُلَّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ، وَمَنْ يَطْلُبُ يَجِدُ، وَمَنْ يَقْرَعُ
يُفْتَحُ لَهُ. ١١فَمَنْ مِنْكُمْ، وَهُوَ أَبٌ، يَسْأَلُهُ ابْنُهُ خُبْزًا، أَفَيُعْطِيهِ
حَجَرًا؟ أَوْ سَمَكَةً، أَفَيُعْطِيهِ حَيَّةً بَدَلَ السَّمَكَةِ؟ ١٢أَوْ إِذَا سَأَلَهُ
بَيْضَةً، أَفَيُعْطِيهِ عَقْرَبًا؟ ١٣فَإِنْ كُنْتُمْ وَأَنْتُمْ أَشْرَارٌ تَعْرِفُونَ أَنْ
تُعْطُوا أَوْلاَدَكُمْ عَطَايَا جَيِّدَةً، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ الآبُ الَّذِي مِنَ السَّمَاءِ،
يُعْطِي الرُّوحَ الْقُدُسَ لِلَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ؟». ١٤وَكَانَ يُخْرِجُ شَيْطَانًا،
وَكَانَ ذلِكَ أَخْرَسَ. فَلَمَّا أَخْرَجَ الشَّيْطَانُ تَكَلَّمَ الأَخْرَسُ، فَتَعَجَّبَ
الْجُمُوعُ. ١٥وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا:«بِبَعْلَزَبُولَ رَئِيسِ الشَّيَاطِينِ
يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ». ١٦وَآخَرُونَ طَلَبُوا مِنْهُ آيَةً مِنَ السَّمَاءِ
يُجَرِّبُونَهُ. ١٧فَعَلِمَ أَفْكَارَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ:«كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى
ذَاتِهَا تَخْرَبُ، وَبَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى بَيْتٍ يَسْقُطُ. ١٨فَإِنْ كَانَ الشَّيْطَانُ
أَيْضًا يَنْقَسِمُ عَلَى ذَاتِهِ، فَكَيْفَ تَثْبُتُ مَمْلَكَتُهُ؟ لأَنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنِّي
بِبَعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ. ١٩فَإِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلَزَبُولَ أُخْرِجُ
الشَّيَاطِينَ، فَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَنْ يُخْرِجُونَ؟

৪আমাদের গুনাহ্ মাফ কর, কারণ যারা আমাদের বিরুদ্ধে গুনাহ্ করে আমরা
তাদের মাফ করি। আমাদের তুমি পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না।' " ৫তারপর ঈসা তাঁর
সাহাবীদের বললেন, "মনে কর, মাঝ রাতে তোমাদের মধ্যে একজন তার বন্ধুর
বাড়ীতে গিয়ে বলল, 'বন্ধু, আমাকে তিনটা রুটি ধার দাও। ৬আমার এক বন্ধু পথে
যেতে যেতে আমার কাছে এসেছে। তাকে খেতে দেবার মত আমার কিছুই নেই।'
৭তখন ঘরের ভিতর থেকে তার বন্ধু জবাব দিল, 'আমাকে কষ্ট দিয়ো না। দরজা
এখন বন্ধ আর আমার ছেলেমেয়েরা বিছানায় আমার কাছে শুয়ে আছে। আমি
উঠে তোমাকে কিছুই দিতে পারব না।' ৮আমি তোমাদের বলছি, সে যদি বন্ধু
হিসাবে উঠে তাকে কিছু না-ও দেয়, তবু লোকটি বারবার অনুরোধ করছে বলে সে
উঠবে এবং তার যা দরকার তা তাকে দেবে। ৯"এইজন্য আমি তোমাদের বলছি,
চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; তালাশ কর, পাবে; দরজায় আঘাত কর, তোমাদের
জন্য খোলা হবে। ১০যারা চায় তারা প্রত্যেকে পায়; যে তালাশ করে সে পায়; আর
যে দরজায় আঘাত করে তার জন্য দরজা খোলা হয়। ১১তোমাদের মধ্যে এমন
পিতা কে আছে, যে তার ছেলে রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে, কিংবা মাছ চাইলে
সাপ দেবে, ১২কিংবা ডিম চাইলে বিছা দেবে? ১৩তাহলে তোমরা খারাপ হয়েও
যদি তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তবে যারা বেহেশতী
পিতার কাছে চায়, তিনি যে তাদের পাক-রূহ্কে দেবেন এটা কত না নিশ্চয়!"
১৪অন্য এক সময়ে ঈসা একটা বোবা ভূত দূর করছিলেন। ভূত দূর হয়ে গেলে পর
বোবা লোকটা কথা বলতে লাগল। এতে লোকেরা আশ্চর্য হল, ১৫কিন্তু কয়েকজন
বলল, "ভূতদের বাদশাহ্ বেল্সবূলের সাহায্যে সে ভূত ছাড়ায়।" ১৬অন্য
লোকেরা ঈসাকে পরীক্ষা করবার জন্য বেহেশত থেকে একটা চিহ্ন দেখাতে বলল।
১৭তাদের মনের কথা বুঝতে পেরে ঈসা বললেন, "যে রাজ্য নিজের মধ্যে ভাগ
হয়ে যায় সেই রাজ্য ধ্বংস হয়, আর তাতে সেই রাজ্যের পরিবারগুলোও ভাগ
হয়ে যায়। ১৮শয়তানও যদি নিজের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তবে কেমন করে তার রাজ্য
টিকবে? আপনারা বলছেন আমি বেল্সবূলের সাহায্যে ভূত ছাড়াই। ১৯খুব ভাল,
আমি যদি বেল্সবূলের সাহায্যেই তাদের ছাড়াই তবে আপনাদের লোকেরা কার
সাহায্যে ভূত ছাড়ায়?

لِذلِكَ هُمْ يَكُونُونَ قُضَاتَكُمْ! ٢٠وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ بِأُصْبعِ اللهِ أُخْرِجُ
الشَّيَاطِينَ، فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللهِ. ٢١حِينَمَا يَحْفَظُ الْقَوِيُّ دَارَهُ
مُتَسَلِّحًا،تَكُونُ أَمْوَالُهُ فِي أَمَانٍ. ٢٢وَلكِنْ مَتَى جَاءَ مَنْ هُوَ أَقْوَى
مِنْهُ فَإِنَّهُ يَغْلِبُهُ، وَيَنْزِعُ سِلاَحَهُ الْكَامِلَ الَّذِي اتَّكَلَ عَلَيْهِ، وَيُوَزِّعُ
غَنَائِمَهُ. ٢٣مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَيَّ، وَمَنْ لاَ يَجْمَعُ مَعِي فَهُوَ
يُفَرِّقُ. ٢٤مَتَى خَرَجَ الرُّوحُ النَّجِسُ مِنَ الإِنْسَانِ، يَجْتَازُ فِي أَمَاكِنَ
لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ يَطْلُبُ رَاحَةً، وَإِذْ لاَ يَجِدُ يَقُولُ: أَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي
الَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ. ٢٥فَيَأْتِي وَيَجِدُهُ مَكْنُوسًا مُزَيَّنًا. ٢٦ثُمَّ يَذْهَبُ
وَيَأْخُذُ سَبْعَةَ أَرْوَاحٍ أُخَرَ أَشَرَّ مِنْهُ، فَتَدْخُلُ وَتَسْكُنُ هُنَاكَ، فَتَصِيرُ
أَوَاخِرُ ذلِكَ الإِنْسَانِ أَشَرَّ مِنْ أَوَائِلِهِ!». ٢٧وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ بِهذَا،
رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَوْتَهَا مِنَ الْجَمْعِ وَقَالَتْ لَهُ:«طُوبَى لِلْبَطْنِ الَّذِي
حَمَلَكَ وَالثَّدْيَيْنِ اللَّذَيْنِ رَضِعْتَهُمَا». ٢٨أَمَّا هُوَ فَقَالَ:«بَلْ طُوبَى
لِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ وَيَحْفَظُونَهُ».

٢٩وَفِيمَا كَانَ الْجُمُوعُ مُزْدَحِمِينَ، ابْتَدَأَ يَقُولُ:«هذَا الْجِيلُ شِرِّيرٌ.
يَطْلُبُ آيَةً، وَلاَ تُعْطَى لَهُ آيَةٌ إِلاَّ آيَةُ يُونَانَ النَّبِيِّ. ٣٠لأَنَّهُ كَمَا كَانَ
يُونَانُ آيَةً لأَهْلِ نِينَوَى، كَذلِكَ يَكُونُ ابْنُ الإِنْسَانِ أَيْضًا لِهذَا
الْجِيلِ. ٣١مَلِكَةُ التَّيْمَنِ سَتَقُومُ فِي الدِّينِ مَعَ رِجَالِ هذَا الْجِيلِ
وَتَدِينُهُمْ، لأَنَّهَا أَتَتْ مِنْ أَقَاصِي الأَرْضِ لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَانَ،
وَهُوَذَا أَعْظَمُ مِنْ سُلَيْمَانَ هُهُنَا!

আপনারা ঠিক কথা বলছেন কিনা আপনাদের লোকেরাই তা বিচার করবেন। ২০কিন্তু আমি যদি আল্লাহ্‌র শক্তিতে ভূত ছাড়াই তবে আল্লাহ্‌র রাজ্য তো আপনাদের কাছে এসে গেছে। ২১“একজন বলবান লোক সব রকম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখন নিজের ঘর পাহারা দেয় তখন তার জিনিসপত্র নিরাপদে থাকে। ২২কিন্তু তার চেয়ে বলবান কেউ এসে যদি তাকে হামলা করে হারিয়ে দেয় তবে যে অস্ত্রশস্ত্রের উপর সে ভরসা করেছিল, অন্য লোকটি সেগুলো কেড়ে নেয় আর লুট-করা জিনিসগুলো ভাগ করে নেয়। ২৩“যদি কেউ আমার পক্ষে না থাকে তবে তো সে আমার বিপক্ষে আছে। যে আমার সংগে কুড়ায় না সে ছড়ায়। ২৪“কোন ভূত যখন একজন লোকের মধ্য থেকে বের হয়ে যায় তখন সে বিশ্রামের তালাশে শুকনা জায়গার মধ্য দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে। পরে তা না পেয়ে সে বলে, ‘আমি যে ঘর থেকে বের হয়ে এসেছি আবার আমি সেই ঘরেই ফিরে যাব।’ ২৫ফিরে এসে সেই ঘরটা সে খালি, পরিষ্কার এবং সাজানো দেখতে পায়। ২৬তখন সে গিয়ে নিজের চেয়েও খারাপ অন্য আরও সাতটা ভূত সংগে করে নিয়ে আসে এবং সেখানে ঢুকে বাস করতে থাকে। তার ফলে সেই লোকটার প্রথম দশা থেকে শেষ দশা আরও খারাপ হয়।”২৭ঈসা যখন কথা বলছিলেন তখন ভিড়ের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে বলল, “ধন্য সেই স্ত্রীলোক, যিনি আপনাকে গর্ভে ধরেছেন এবং বুকের দুধ খাইয়েছেন।” ২৮কিন্তু ঈসা বললেন, “এর চেয়ে বরং ধন্য তারা, যারা আল্লাহ্‌র কালাম শোনে এবং সেইমত কাজ করে।” ২৯আরও লোক ঈসার চারদিকে জমায়েত হতে থাকল। তখন ঈসা বললেন, “এই কালের লোকেরা খারাপ। তারা চিহ্নের তালাশ করে কিন্তু নবী ইউনুসের চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন তাদের দেখানো হবে না। ৩০নিনেভে শহরের লোকদের জন্য ইউনুস যেমন নিজেই চিহ্ন হয়েছিলেন ঠিক তেমনি করে এই কালের লোকদের জন্য ইব্‌নেআদম চিহ্ন হবেন। ৩১রোজ হাশরে দক্ষিণ দেশের রাণী উঠে এই কালের লোকদের দোষ দেখিয়ে দেবেন, কারণ সোলায়মান বাদশাহ্‌র জ্ঞানের কথাবার্তা শুনবার জন্য তিনি দুনিয়ার শেষ সীমা থেকে এসেছিলেন; আর দেখুন, এখানে সোলায়মানের চেয়েও আরও মহান একজন আছেন।

৩২রোজ হাশরে নিনেভে শহরের লোকেরা উঠে এই কালের লোকদের দোষ
দেখিয়ে দেবে, কারণ নবী ইউনুসের তবলিগের ফলে নিনেভের লোকেরা তওবা
করেছিল; আর দেখুন, এখানে ইউনুসের চেয়েও আরও মহান একজন আছেন।
৩৩“কেউ বাতি জ্বেলে কোন গোপন জায়গায় বা ঝুড়ির নীচে রাখে না বরং
বাতিদানের উপরেই রাখে, যেন ভিতরে যারা ঢোকে তারা আলো দেখতে পায়।
৩৪আপনার চোখ হল আপনার শরীরের বাতি। যদি আপনার চোখ ভাল হয় তবে
আপনার সমস্ত শরীর আলোতে পূর্ণ হবে, কিন্তু চোখ খারাপ হলে আপনার শরীরও
অন্ধকারে পূর্ণ হবে। ৩৫আপনার মধ্যে যে আলো আছে তা আসলে অন্ধকার কি না
সেই বিষয়ে সাবধান হোন। ৩৬আপনার সারা শরীর যদি আলোতে পূর্ণ হয় এবং
একটুও অন্ধকার না থাকে তবে তা সম্পূর্ণ আলোময় হবে, ঠিক যেমন বাতির
আলো আপনার উপর পড়লে আপনার শরীর আলোময় হয়।” ৩৭ঈসা কথা বলা
শেষ করলে পর একজন ফরীশী ঈসাকে খাওয়ার দাওয়াত করলেন। তখন ঈসা
ভিতরে গিয়ে খেতে বসলেন। ৩৮সেই ফরীশী যখন দেখলেন খাওয়ার আগে ঈসা
শরীয়ত মত হাত ধুলেন না তখন তিনি অবাক হলেন। ৩৯ঈসা তাঁকে বললেন,
“তবে শুনুন, আপনারা, অর্থাৎ ফরীশীরা বাসন-কোসনের বাইরের দিকটা পরিষ্কার
করে থাকেন, কিন্তু আপনাদের ভিতরটা লোভ ও খারাপীতে ভরা। ৪০আপনারা
মূর্খ! যিনি বাইরের দিক তৈরী করেছেন তিনি কি ভিতরের দিকও তৈরী করেন নি ?
৪১আপনাদের বাসন-কোসনের ভিতরে যা আছে তা-ই বরং ভিক্ষার মত দান
করুন; দেখবেন, সব কিছুই আপনাদের কাছে পাক-সাফ হবে। ৪২“ঘৃণ্য ফরীশীরা!
আপনারা আল্লাহ্‌কে পুদিনা, তেজপাতা ও সব রকম শাকের দশ ভাগের এক ভাগ
দিয়ে থাকেন, কিন্তু ন্যায়বিচার ও আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতের দিকে মনোযোগ দেন
না। আগেরগুলো পালন করবার সংগে সংগে পরেরগুলোও পালন করা
আপনাদের উচিত। ৪৩“ঘৃণ্য ফরীশীরা! মজলিস-খানার প্রধান প্রধান আসনে
বসতে এবং হাটে-বাজারে সম্মান পেতে আপনারা ভালবাসেন। ৪৪ঘৃণ্য আপনারা!
আপনারা তো চিহ্ন না দেওয়া কবরের মত। লোকে না জেনে তার উপর দিয়ে হেঁটে
যায়।” ৪৫তখন আলেমদের মধ্যে একজন ঈসাকে বললেন, “হুজুর, এই কথা
বলে আপনি আমাদেরও অপমান করছেন।”

٣٢رِجَالُ نِينَوَى سَيَقُومُونَ فِي الدِّينِ مَعَ هذَا الْجِيلِ وَيَدِينُونَهُ،
لأَنَّهُمْ تَابُوا بِمُنَادَاةِ يُونَانَ، وَهُوَذَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَانَ ههُنَا!

٣٣«لَيْسَ أَحَدٌ يُوقِدُ سِرَاجًا وَيَضَعُهُ فِي خِفْيَةٍ، وَلاَ تَحْتَ
الْمِكْيَالِ، بَلْ عَلَى الْمَنَارَةِ، لِكَيْ يَنْظُرَ الدَّاخِلُونَ النُّورَ. ٣٤سِرَاجُ
الْجَسَدِ هُوَ الْعَيْنُ، فَمَتَى كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ
نَيِّرًا، وَمَتَى كَانَتْ شِرِّيرَةً فَجَسَدُكَ يَكُونُ مُظْلِمًا. ٣٥اُنْظُرْ إِذًا لِئَلاَّ
يَكُونَ النُّورُ الَّذِي فِيكَ ظُلْمَةً. ٣٦فَإِنْ كَانَ جَسَدُكَ كُلُّهُ نَيِّرًا لَيْسَ فِيهِ
جُزْءٌ مُظْلِمٌ، يَكُونُ نَيِّرًا كُلُّهُ، كَمَا حِينَمَا يُضِيءُ لَكَ السِّرَاجُ
بِلَمَعَانِهِ».

٣٧وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ سَأَلَهُ فَرِّيسِيٌّ أَنْ يَتَغَدَّى عِنْدَهُ، فَدَخَلَ وَاتَّكَأَ.
٣٨وَأَمَّا الْفَرِّيسِيُّ فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ تَعَجَّبَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ أَوَّلاً قَبْلَ
الْغَدَاءِ. ٣٩فَقَالَ لَهُ الرَّبُّ:«أَنْتُمُ الآنَ أَيُّهَا الْفَرِّيسِيُّونَ تُنَقُّونَ خَارِجَ
الْكَأْسِ وَالْقَصْعَةِ، وَأَمَّا بَاطِنُكُمْ فَمَمْلُوءٌ اخْتِطَافًا وَخُبْثًا. ٤٠يَا
أَغْبِيَاءُ، أَلَيْسَ الَّذِي صَنَعَ الْخَارِجَ صَنَعَ الدَّاخِلَ أَيْضًا؟ ٤١بَلْ
أَعْطُوا مَا عِنْدَكُمْ صَدَقَةً، فَهُوَذَا كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ نَقِيًّا لَكُمْ. ٤٢وَلكِنْ
وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْفَرِّيسِيُّونَ! لأَنَّكُمْ تُعَشِّرُونَ النَّعْنَعَ وَالسَّذَابَ وَكُلَّ
بَقْل، وَتَتَجَاوَزُونَ عَنِ الْحَقِّ وَمَحَبَّةِ اللهِ. كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا
هذِهِ وَلاَ تَتْرُكُوا تِلْكَ. ٤٣وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا الْفَرِّيسِيُّونَ! لأَنَّكُمْ تُحِبُّونَ
الْمَجْلِسَ الأَوَّلَ فِي الْمَجَامِعِ، وَالتَّحِيَّاتِ فِي الأَسْوَاقِ. ٤٤وَيْلٌ لَكُمْ
أَيُّهَا الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ الْمُرَاؤُونَ! لأَنَّكُمْ مِثْلُ الْقُبُورِ الْمُخْتَفِيَةِ،
وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَيْهَا لاَ يَعْلَمُونَ!».

٤٥فَأَجَابَ وَاحِدٌ مِنَ النَّامُوسِيِّينَ وَقَالَ لَهُ: «يَامُعَلِّمُ، حِينَ تَقُولُ
هذَا تَشْتُمُنَا نَحْنُ أَيْضًا!».

٤٦فَقَالَ:«وَوَيْلٌ لَكُمْ أَنْتُمْ أَيُّهَا النَّامُوسِيُّونَ! لأَنَّكُمْ تُحَمِّلُونَ النَّاسَ
أَحْمَالاً عَسِرَةَ الْحَمْلِ وَأَنْتُمْ لاَ تَمَسُّونَ الأَحْمَالَ بِإِحْدَى أَصَابِعِكُمْ.
٤٧وَيْلٌ لَكُمْ! لأَنَّكُمْ تَبْنُونَ قُبُورَ الأَنْبِيَاءِ، وَآبَاؤُكُمْ قَتَلُوهُمْ. ٤٨إِذًا
تَشْهَدُونَ وَتَرْضَوْنَ بِأَعْمَالِ آبَائِكُمْ، لأَنَّهُمْ هُمْ قَتَلُوهُمْ وَأَنْتُمْ تَبْنُونَ
قُبُورَهُمْ. ٤٩لِذلِكَ أَيْضًا قَالَتْ حِكْمَةُ اللهِ: إِنِّي أُرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ
وَرُسُلاً، فَيَقْتُلُونَ مِنْهُمْ وَيَطْرُدُونَ ٥٠لِكَيْ يُطْلَبَ مِنْ هذَا الْجِيلِ دَمُ
جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ الْمُهْرَقُ مُنْذُ إِنْشَاءِ الْعَالَمِ، ٥١مِنْ دَمِ هَابِيلَ إِلَى دَمِ
زَكَرِيَّا الَّذِي أُهْلِكَ بَيْنَ الْمَذْبَحِ وَالْبَيْتِ. نَعَمْ، أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يُطْلَبُ
مِنْ هذَا الْجِيلِ! ٥٢وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا النَّامُوسِيُّونَ! لأَنَّكُمْ أَخَذْتُمْ مِفْتَاحَ
الْمَعْرِفَةِ. مَا دَخَلْتُمْ أَنْتُمْ، وَالدَّاخِلُونَ مَنَعْتُمُوهُمْ».

٥٣وَفِيمَا هُوَ يُكَلِّمُهُمْ بِهذَا، ابْتَدَأَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ يَحْنَقُونَ
جِدًّا، وَيُصَادِرُونَهُ عَلَى أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، ٥٤وَهُمْ يُرَاقِبُونَهُ طَالِبِينَ أَنْ
يَصْطَادُوا شَيْئًا مِنْ فَمِهِ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ.

الأصحَاحُ الثَّانِي عَشَرَ

١وَفِي أَثْنَاءِ ذلِكَ، إِذِ اجْتَمَعَ رَبَوَاتُ الشَّعْبِ، حَتَّى كَانَ بَعْضُهُمْ
يَدُوسُ بَعْضًا، ابْتَدَأَ يَقُولُ لِتَلاَمِيذِهِ: «أَوَّلاً تَحَرَّزُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ
خَمِيرِ الْفَرِّيسِيِّينَ الَّذِي هُوَ الرِّيَاءُ، ٢فَلَيْسَ مَكْتُومٌ لَنْ يُسْتَعْلَنَ، وَلاَ
خَفِيٌّ لَنْ يُعْرَفَ. ٣لِذلِكَ كُلُّ مَا قُلْتُمُوهُ فِي الظُّلْمَةِ يُسْمَعُ فِي النُّورِ،
وَمَا كَلَّمْتُمْ بِهِ الأُذْنَ فِي الْمَخَادِعِ يُنَادَى بِهِ عَلَى السُّطُوحِ. ٤وَلكِنْ
أَقُولُ لَكُمْ يَا أَحِبَّائِي: لاَ تَخَافُوا مِنَ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ الْجَسَدَ، وَبَعْدَ ذلِكَ
لَيْسَ لَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ أَكْثَرَ.

৪৬ঈসা বললেন, “ঘৃণ্য আলেমেরা! আপনারা লোকদের উপর ভারী বোঝা
চাপিয়ে দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাদের সাহায্য করবার জন্য নিজেরা একটা আংগুলও
নাড়ান না। ৪৭“ঘৃণ্য আপনারা! নবীদের কবর আপনারা নতুন করে গেঁথে থাকেন,
অথচ আপনাদের পূর্বপুরুষেরাই তো তাঁদের খুন করেছিল। ৪৮সেইজন্য আপনাদের
পূর্বপুরুষদের কাজের সাক্ষী আপনারাই এবং তাদের সেই কাজ আপনারা মেনেও
নিচ্ছেন। একদিকে তারা নবীদের খুন করেছে, অন্যদিকে আপনারা সেই নবীদের
কবর গাঁথছেন। ৪৯এইজন্য আল্লাহ্‌ তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে এই কথা বলেছেন,
‘আমি তাদের কাছে নবীদের ও প্রেরিতদের পাঠিয়ে দেব। তাদের মধ্যে
কয়েকজনকে তারা খুন করবে এবং অন্যদের উপর জুলুম করবে।’ ৫০এর ফল হল,
দুনিয়া সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে যতজন নবীকে খুন করা হয়েছে, তাঁদের রক্তের
দায়ী হবে এই কালের লোকেরা। ৫১জ্বী, আমি আপনাদের বলছি, হাবিলের খুন
থেকে শুরু করে যে জাকারিয়াকে কোরবানগাহ্‌ এবং পবিত্র স্থানের মধ্যে হত্যা করা
হয়েছিল সেই জাকারিয়ার খুন পর্যন্ত সমস্ত রক্তের দায়ী হবে এই কালের লোকেরা।
৫২“ঘৃণ্য আলেমেরা! আপনারা জ্ঞানের চাবি নিয়ে গেছেন। নিজেরাও ভিতরে
ঢোকেন নি এবং যারা ভিতরে ঢুকতে চাইছিল তাদের ও ঢুকতে দেন নি।” ৫৩তিনি
সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাবার সময়ে আলেমেরা এবং ফরীশীরা তাঁর বিরুদ্ধে
শত্রুতা করবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেলেন। নানা বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে
তাঁকে কথার ফাঁদে ফেলবার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

১২ অধ্যায়

১এর মধ্যে হাজার হাজার লোক এমনভাবে জমায়েত হল যে, তারা ঠেলাঠেলি
করে একে অন্যের উপর পড়তে লাগল। তখন ঈসা প্রথমে তাঁর সাহাবীদের
বললেন, “ফরীশীদের খামি থেকে সাবধান হও। সেই খামি হল তাঁদের ভণ্ডামি।
২লুকানো সব কিছুই প্রকাশ পাবে এবং গোপন সব কিছুই জানানো হবে। ৩তোমরা
অন্ধকারে যা বলেছ তা লোকে আলোতে শুনবে। ভিতরের ঘরে যা কানে কানে
বলেছ তা ছাদের উপর থেকে প্রচার করা হবে। ৪“বন্ধুরা আমার, আমি তোমাদের
বলছি, যারা শরীর ধ্বংস করবার পরে আর কিছুই করতে পারে না তাদের ভয়
কোরো না।

٥بَلْ أُرِيكُمْ مِمَّنْ تَخَافُونَ: خَافُوا مِنَ الَّذِي بَعْدَمَا يَقْتُلُ، لَهُ
سُلْطَانٌ أَنْ يُلْقِيَ فِي جَهَنَّمَ. نَعَمْ، أَقُولُ لَكُمْ: مِنْ هذَا خَافُوا!
٦أَلَيْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ، وَوَاحِدٌ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا
أَمَامَ اللهِ؟ ٧بَلْ شُعُورُ رُؤُوسِكُمْ أَيْضًا جَمِيعُهَا مُحْصَاةٌ. فَلاَ تَخَافُوا!
أَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ! ٨وَأَقُولُ لَكُمْ: كُلُّ مَنِ اعْتَرَفَ بِي
قُدَّامَ النَّاسِ، يَعْتَرِفُ بِهِ ابْنُ الإِنْسَانِ قُدَّامَ مَلاَئِكَةِ اللهِ. ٩وَمَنْ
أَنْكَرَنِي قُدَّامَ النَّاسِ، يُنْكَرُ قُدَّامَ مَلاَئِكَةِ اللهِ. ١٠وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَلِمَةً
عَلَى ابْنِ الإِنْسَانِ يُغْفَرُ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ جَدَّفَ عَلَى الرُّوحِ الْقُدُسِ فَلاَ
يُغْفَرُ لَهُ. ١١وَمَتَى قَدَّمُوكُمْ إِلَى الْمَجَامِعِ وَالرُّؤَسَاءِ وَالسَّلاَطِينِ فَلاَ
تَهْتَمُّوا كَيْفَ أَوْ بِمَا تَحْتَجُّونَ أَوْ بِمَا تَقُولُونَ، ١٢لأَنَّ الرُّوحَ الْقُدُسَ
يُعَلِّمُكُمْ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مَا يَجِبُ أَنْ تَقُولُوهُ».

١٣وَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ الْجَمْعِ:«يَا مُعَلِّمُ، قُلْ لأَخِي أَنْ يُقَاسِمَنِي
الْمِيرَاثَ». ١٤فَقَالَ لَهُ: «يَاإِنْسَانُ، مَنْ أَقَامَنِي عَلَيْكُمَا قَاضِيًا أَوْ
مُقَسِّمًا؟» ١٥وَقَالَ لَهُمُ:«انْظُرُوا وَتَحَفَّظُوا مِنَ الطَّمَعِ، فَإِنَّهُ مَتَى
كَانَ لأَحَدٍ كَثِيرٌ فَلَيْسَتْ حَيَاتُهُ مِنْ أَمْوَالِهِ». ١٦وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلاً
قَائِلاً:«إِنْسَانٌ غَنِيٌّ أَخْصَبَتْ كُورَتُهُ، ١٧فَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلاً: مَاذَا
أَعْمَلُ، لأَنْ لَيْسَ لِي مَوْضِعٌ أَجْمَعُ فِيهِ أَثْمَارِي؟ ١٨وَقَالَ: أَعْمَلُ
هذَا: أَهْدِمُ مَخَازِنِي وَأَبْنِي أَعْظَمَ، وَأَجْمَعُ هُنَاكَ جَمِيعَ غِلاَّتِي
وَخَيْرَاتِي، ١٩وَأَقُولُ لِنَفْسِي: يَا نَفْسُ لَكِ خَيْرَاتٌ كَثِيرَةٌ،
مَوْضُوعَةٌ لِسِنِينَ كَثِيرَةٍ. اِسْتَرِيحِي وَكُلِي وَاشْرَبِي وَافْرَحِي!

৫কাকে ভয় করবে আমি তোমাদের তা বলে দিচ্ছি। তোমাদের হত্যা করবার পরে
জাহান্নামে ফেলে দেবার ক্ষমতা যাঁর আছে তাঁকেই ভয় কোরো। জ্বী, আমি
তোমাদের বলছি, তাঁকেই ভয় কোরো। ৬"পাঁচটা চড়াই পাখী কি সামান্য দামে
বিক্রি হয় না? তবুও আল্লাহ্‌ সেগুলোর একটাকেও ভুলে যান না। ৭এমন কি,
তোমাদের মাথার চুলগুলোও তাঁর গোণা আছে। ভয় কোরো না, অনেক অনেক
চড়াই পাখীর চেয়েও তোমাদের মূল্য অনেক বেশী। ৮"আমি তোমাদের বলছি, যে
কেউ লোকদের সামনে আমাকে স্বীকার করে ইব্‌ন্তেআদমও তাকে আল্লাহ্‌র
ফেরেশতাদের সামনে স্বীকার করবেন। ৯কিন্তু যে কেউ আমাকে লোকদের সামনে
অস্বীকার করে তাকে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের সামনে অস্বীকার করা হবে।
১০ইব্‌ন্তেআদমের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বললে তাকে মাফ করা হবে, কিন্তু যদি
কেউ পাক-রূহের বিরুদ্ধে কুফরী করে তাকে মাফ করা হবে না। ১১লোকে
তোমাদের যখন মজলিস-খানায় এবং শাসনকর্তা ও ক্ষমতাশালী লোকদের সামনে
নিয়ে যাবে, তখন কিভাবে নিজের পক্ষে কথা বলবে বা কি জবাব দেবে সেই
বিষয়ে চিনি-ত হোয়ো না। ১২কি বলতে হবে পাক-রূহ্‌ই সেই মুহূর্তে তা তোমাদের
শিখিয়ে দেবেন।" ১৩ভিড়ের মধ্য থেকে একজন লোক ঈসাকে বলল, "হুজুর,
আমাদের বাবা যে সম্পত্তি আমাদের জন্য রেখে গেছেন, আমার ভাইকে তা
আমার সংগে ভাগ করে নিতে বলুন।" ১৪ঈসা তাকে বললেন, "বিচার করবার বা
আপনাদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেবার অধিকার আমাকে কে দিয়েছে?"
১৫তারপর ঈসা লোকদের বললেন, "সাবধান! সব রকম লোভের হাত থেকে
নিজেদের রক্ষা করুন, কারণ অনেক বিষয়-সম্পত্তি থাকাই মানুষের জীবনের
সবচেয়ে দরকারী বিষয় নয়।" ১৬এর পরে ঈসা লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য এই
উদাহরণ দিলেন: "কোন একজন ধনী লোকের জমিতে অনেক ফসল হয়েছিল।
১৭এইজন্য সে মনে মনে বলতে লাগল, 'এত ফসল রাখবার জায়গা তো আমার
নেই; আমি এখন কি করি? ১৮আচ্ছা, আমি একটা কাজ করব। আমার
গোলাঘরগুলো ভেংগে ফেলে বড় বড় গোলাঘর তৈরী করব এবং আমার সমস্ত
ফসল ও ধন সেখানে রাখব। ১৯পরে আমি নিজেকে বলব, অনেক বছরের জন্য
অনেক ভাল ভাল জিনিস জমা করা আছে। আরাম কর, খাওয়া-দাওয়া কর,
আমোদ-আহ্‌লাদে দিন কাটাও।'

٢٠فَقَالَ لَهُ اللهُ: يَاغَبِيُّ! هذِهِ اللَّيْلَةَ تُطْلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ، فَهذِهِ الَّتِي
أَعْدَدْتَهَا لِمَنْ تَكُونُ؟ ٢١هكَذَا الَّذِي يَكْنِزُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ غَنِيًّا لِلهِ».

٢٢وَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ:«مِنْ أَجْلِ هذَا أَقُولُ لَكُمْ: لاَ تَهْتَمُّوا لِحَيَاتِكُمْ بِمَا
تَأْكُلُونَ، وَلاَ لِلْجَسَدِ بِمَا تَلْبَسُونَ. ٢٣اَلْحَيَاةُ أَفْضَلُ مِنَ الطَّعَامِ،
وَالْجَسَدُ أَفْضَلُ مِنَ اللِّبَاسِ. ٢٤تَأَمَّلُوا الْغِرْبَانَ: أَنَّهَا لاَ تَزْرَعُ وَلاَ
تَحْصُدُ، وَلَيْسَ لَهَا مَخْدَعٌ وَلاَ مَخْزَنٌ، وَاللهُ يُقِيتُهَا. كَمْ أَنْتُمْ
بِالْحَرِيِّ أَفْضَلُ مِنَ الطُّيُورِ! ٢٥وَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا اهْتَمَّ يَقْدِرُ أَنْ يَزِيدَ
عَلَى قَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً؟ ٢٦فَإِنْ كُنْتُمْ لاَ تَقْدِرُونَ وَلاَ عَلَى
الأَصْغَرِ، فَلِمَاذَا تَهْتَمُّونَ بِالْبَوَاقِي؟ ٢٧تَأَمَّلُوا الزَّنَابِقَ كَيْفَ تَنْمُو:
لاَ تَتْعَبُ وَلاَ تَغْزِلُ، وَلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ وَلاَ سُلَيْمَانُ فِي كُلِّ مَجْدِهِ
كَانَ يَلْبَسُ كَوَاحِدَةٍ مِنْهَا. ٢٨فَإِنْ كَانَ الْعُشْبُ الَّذِي يُوجَدُ الْيَوْمَ فِي
الْحَقْلِ وَيُطْرَحُ غَدًا فِي التَّنُّورِ يُلْبِسُهُ اللهُ هكَذَا، فَكَمْ بِالْحَرِيِّ
يُلْبِسُكُمْ أَنْتُمْ يَا قَلِيلِي الإِيمَانِ؟ ٢٩فَلاَ تَطْلُبُوا أَنْتُمْ مَا تَأْكُلُونَ وَمَا
تَشْرَبُونَ وَلاَ تَقْلَقُوا، ٣٠فَإِنَّ هذِهِ كُلَّهَا تَطْلُبُهَا أُمَمُ الْعَالَمِ. وَأَمَّا أَنْتُمْ
فَأَبُوكُمْ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى هذِهِ. ٣١بَلِ اطْلُبُوا مَلَكُوتَ اللهِ،
وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ.

٣٢«لاَ تَخَفْ، أَيُّهَا الْقَطِيعُ الصَّغِيرُ، لأَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ سُرَّ أَنْ
يُعْطِيَكُمُ الْمَلَكُوتَ. ٣٣بِيعُوا مَا لَكُمْ وَأَعْطُوا صَدَقَةً. اِعْمَلُوا لَكُمْ
أَكْيَاسًا لاَ تَفْنَى وَكَنْزًا لاَ يَنْفَدُ فِي السَّمَاوَاتِ، حَيْثُ لاَ يَقْرَبُ سَارِقٌ
وَلاَ يُبْلِي سُوسٌ، ٣٤لأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُمْ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكُمْ
أَيْضًا. ٣٥«لِتَكُنْ أَحْقَاؤُكُمْ مُمَنْطَقَةً وَسُرُجُكُمْ مُوقَدَةً،

২০আল্লাহ্ কিন্তু তাকে বললেন, ‘ওহে বোকা, আজ রাতেই তোমাকে মরতে হবে।
তাহলে যে সব জিনিস তুমি জমা করেছ সেগুলো কে ভোগ করবে?’” ২১শেষে
ঈসা বললেন, “যে লোক নিজের জন্য ধন-সম্পত্তি জমা করে অথচ আল্লাহ্র
চোখে ধনী নয়, তার অবস্থা ঐ রকমই হয়।” ২২এর পর ঈসা তাঁর সাহাবীদের
বললেন, “এইজন্যই আমি তোমাদের বলছি, কি খাবে বলে বেঁচে থাকবার বিষয়ে
কিংবা কি পরবে বলে গায়ের বিষয়ে চিনি-ত হোয়ো না। ২৩প্রাণটা কেবল খাওয়া-
দাওয়ার ব্যাপার নয়, আর শরীরটা কেবল কাপড়-চোপড়ের ব্যাপার নয়।
২৪কাকগুলোর দিকে চেয়ে দেখ, তারা বীজও বোনে না ফসলও কাটে না। তাদের
গুদাম-ঘর বা গোলাঘরও নেই, তবুও আল্লাহ্ তাদের খাইয়ে থাকেন। তোমরা এই
পাখীদের চেয়ে আরও বেশী মূল্যবান। ২৫তোমাদের মধ্যে কে চিন্তা-ভাবনা করে
নিজের আয়ু এক ঘণ্টা বাড়াতে পারে? ২৬তা হলে এই সামান্য কাজটাও যদি
তোমরা করতে না পার তবে অন্যান্য বিষয়ের জন্য কেন চিন্তা কর? ২৭“ভেবে
দেখ, ফুল কেমন করে বেড়ে ওঠে। তারা পরিশ্রমও করে না সুতাও কাটে না। কিন্তু
আমি তোমাদের বলছি, সোলায়মান বাদশাহ্ এত জাঁকজমকের মধ্যে থেকেও
এগুলোর একটারও মত নিজেকে সাজাতে পারেন নি। ২৮মাঠে যে ঘাস আজ
আছে আর কাল চুলায় ফেলে দেওয়া হবে, আল্লাহ্ তা যখন এইভাবে সাজান
তখন ওহে অল্প বিশ্বাসীরা, তিনি যে তোমাদের সাজাবেন তা কত না নিশ্চয়! ২৯কি
খাওয়া-দাওয়া করবে ভেবে ব্যস্ত হয়ো না বা অস্থির হয়ো না। ৩০এই দুনিয়ার
অন্যান্য জাতিরা ঐ সব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়; এছাড়া তোমাদের পিতা তো জানেন
যে, তোমাদের এগুলোর দরকার আছে। ৩১তার চেয়ে বরং আল্লাহ্র রাজ্যের
বিষয়ে ব্যস্ত হও, তা হলে এগুলোও তোমরা পাবে। ৩২“হে আমার মেষের ছোট
দল, ভয় কোরো না, কারণ তোমাদের পিতার ইচ্ছা এই যে, তাঁর রাজ্য তিনি
তোমাদের দেবেন। ৩৩তোমাদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে ভিক্ষা হিসাবে দান কর।
যে টাকার থলি কখনও পুরানো হয় না তা-ই নিজেদের জন্য তৈরী কর, অর্থাৎ যে
ধন চিরদিন টিকে থাকে তা-ই বেহেশতে জমা কর। সেখানে চোরও আসে না এবং
পোকায়ও নষ্ট করে না। ৩৪তোমাদের ধন যেখানে থাকবে তোমাদের মনও সেখানে
থাকবে। ৩৫“কোমরে কাপড় জড়িয়ে এবং তোমাদের বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে প্রস্তুত
থাক।

٣٦ وَأَنْتُمْ مِثْلُ أُنَاسٍ يَنْتَظِرُونَ سَيِّدَهُمْ مَتَى يَرْجِعُ مِنَ الْعُرْسِ،
حَتَّى إِذَا جَاءَ وَقَرَعَ يَفْتَحُونَ لَهُ لِلْوَقْتِ. ٣٧ طُوبَى لأُولَئِكَ الْعَبِيدِ
الَّذِينَ إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُمْ يَجِدُهُمْ سَاهِرِينَ. اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ
يَتَمَنْطَقُ وَيُتْكِئُهُمْ وَيَتَقَدَّمُ وَيَخْدُمُهُمْ. ٣٨ وَإِنْ أَتَى فِي الْهَزِيعِ الثَّانِي
أَوْ أَتَى فِي الْهَزِيعِ الثَّالِثِ وَوَجَدَهُمْ هكَذَا، فَطُوبَى لأُولَئِكَ الْعَبِيدِ.
٣٩ وَإِنَّمَا اعْلَمُوا هذَا: أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ الْبَيْتِ فِي أَيَّةِ سَاعَةٍ يَأْتِي
السَّارِقُ لَسَهِرَ، وَلَمْ يَدَعْ بَيْتَهُ يُنْقَبُ. ٤٠ فَكُونُوا أَنْتُمْ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ،
لأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لاَ تَظُنُّونَ يَأْتِي ابْنُ الإِنْسَانِ».

٤١ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ:«يَارَبُّ، أَلَنَا تَقُولُ هذَا الْمَثَلَ أَمْ لِلْجَمِيعِ
أَيْضًا؟» ٤٢ فَقَالَ الرَّبُّ: «فَمَنْ هُوَ الْوَكِيلُ الأَمِينُ الْحَكِيمُ الَّذِي
يُقِيمُهُ سَيِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيَهُمُ الْعُلُوفَةَ فِي حِينِهَا؟ ٤٣ طُوبَى لِذلِكَ
الْعَبْدِ الَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِّدُهُ يَجِدُهُ يَفْعَلُ هكَذَا! ٤٤ بِالْحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ
يُقِيمُهُ عَلَى جَمِيعِ أَمْوَالِهِ. ٤٥ وَلكِنْ إِنْ قَالَ ذلِكَ الْعَبْدُ فِي قَلْبِهِ:
سَيِّدِي يُبْطِئُ قُدُومَهُ، فَيَبْتَدِئُ يَضْرِبُ الْغِلْمَانَ وَالْجَوَارِيَ، وَيَأْكُلُ
وَيَشْرَبُ وَيَسْكَرُ. ٤٦ يَأْتِي سَيِّدُ ذلِكَ الْعَبْدِ فِي يَوْمٍ لاَ يَنْتَظِرُهُ وَفِي
سَاعَةٍ لاَ يَعْرِفُهَا، فَيَقْطَعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ الْخَائِنِينَ. ٤٧ وَأَمَّا
ذلِكَ الْعَبْدُ الَّذِي يَعْلَمُ إِرَادَةَ سَيِّدِهِ وَلاَ يَسْتَعِدُّ وَلاَ يَفْعَلُ بِحَسَبِ
إِرَادَتِهِ، فَيُضْرَبُ كَثِيرًا. ٤٨ وَلكِنَّ الَّذِي لاَ يَعْلَمُ، وَيَفْعَلُ مَا يَسْتَحِقُّ
ضَرَبَاتٍ، يُضْرَبُ قَلِيلاً. فَكُلُّ مَنْ أُعْطِيَ كَثِيرًا يُطْلَبُ مِنْهُ كَثِيرٌ،
وَمَنْ يُودِعُونَهُ كَثِيرًا يُطَالِبُونَهُ بِأَكْثَرَ.

٤٩ «جِئْتُ لأُلْقِيَ نَارًا عَلَى الأَرْضِ، فَمَاذَا أُرِيدُ لَوِ اضْطَرَمَتْ؟

৩৬তোমরা এমন লোকদের মত হও যারা তাদের মালিকের জন্য অপেক্ষা করে
থাকে, যেন তিনি বিয়ের মেজবানী থেকে ফিরে এসে দরজায় আঘাত করলেই
তারা দরজা খুলে দিতে পারে। ৩৭মালিক যে গোলামদের জেগে থাকতে দেখবেন,
ধন্য তারাই। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সেই মালিক কোমরে কাপড় জড়িয়ে
নিয়ে তাদের বসাবেন এবং এসে নিজেই তাদের খাওয়াবেন। ৩৮ধন্য সেই সব
গোলাম, যাদের তিনি এসে জেগে থাকতে দেখবেন, তা মাঝ রাতে হোক বা শেষ
রাতে হোক। ৩৯এই কথা তোমরা জেনো, চোর কোন্ সময় আসবে তা যদি বাড়ীর
কর্তা জানতেন তা হলে জেগে থাকতেন আর সেই চোরকে তাঁর ঘরে ঢুকতে
দিতেন না। ৪০সেইভাবে তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ যে সময়ের কথা তোমরা
চিন্তাও করবে না সেই সময়েই ইব্‌ন্তেআদম আসবেন।" ৪১তখন পিতর বললেন,
"হুজুর, আপনি এই শিক্ষা কি আমাদের দিচ্ছেন, না সকলকে দিচ্ছেন?"
৪২জবাবে হযরত ঈসা বললেন, "সেই বিশ্বস্ত ও জ্ঞানী কর্মচারী কে, যাকে তার
মালিক তাঁর গোলামদের ঠিক সময়ে খাবার ভাগ করে দেবার ভার দেবেন? ৪৩ধন্য
সেই গোলাম, যাকে তাঁর মালিক এসে বিশ্বস্তভাবে কাজ করতে দেখবেন। ৪৪আমি
তোমাদের সত্যিই বলছি, সেই মালিক তাঁকে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির ভার
দেবেন। ৪৫কিন্তু ধর, সেই গোলাম মনে মনে বলল, 'আমার মালিক আসতে দেরি
করছেন।' সেই সুযোগে সে গোলাম ও বাঁদীদের মারধর করতে শুরু করল এবং
খাওয়া-দাওয়া করবার পরে মদানো রস খেয়ে মাতাল হল। ৪৬তাহলে যেদিন ও যে
সময়ের কথা সে চিন্তাও করবে না, সেই দিন ও সেই সময়েই তার মালিক এসে
হাজির হবেন। তিনি তাঁকে কেটে দু'টুকরা করে কাফেরদের মধ্যে তার স্থান ঠিক
করবেন। ৪৭"যে গোলাম তার মালিকের ইচ্ছা জেনেও প্রস্তুত থাকে নি কিংবা
মালিক যা চান তা করে নি তাকে ভীষণভাবে মার খেতে হবে। ৪৮কিন্তু না জেনে যে
শাস্তি পাবার কাজ করেছে তার অল্পই শাস্তি হবে। যাকে বেশী দেওয়া হয় তার কাছে
থেকে বেশী দাবি করা হবে; আর লোকে যার কাছে বেশী রেখেছে তার কাছে তারা
বেশীই চাইবে। ৪৯"আমি দুনিয়াতে আগুন জ্বালাতে এসেছি; যদি তা আগেই জ্বলে
উঠত তবে কত না ভাল হত! ৫০আমাকে একটা তরিকাবন্দী নিতে হবে, আর
যতদিন পর্যন্ত তা না হয় ততদিন পর্যন্ত আমার দুঃখের শেষ নেই।

٥٠وَلِي صِبْغَةٌ أَصْطَبِغُهَا، وَكَيْفَ أَنْحَصِرُ حَتَّى تُكْمَلَ؟ ٥١أَتَظُنُّونَ
أَنِّي جِئْتُ لأُعْطِيَ سَلاَمًا عَلَى الأَرْضِ؟ كَلاَّ، أَقُولُ لَكُمْ: بَلِ
انْقِسَامًا. ٥٢لأَنَّهُ يَكُونُ مِنَ الآنَ خَمْسَةٌ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مُنْقَسِمِينَ:
ثَلاَثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ، وَاثْنَانِ عَلَى ثَلاَثَةٍ.

٥٣يَنْقَسِمُ الأَبُ عَلَى الابْنِ، وَالابْنُ عَلَى الأَبِ، وَالأُمُّ عَلَى
البِنْتِ، وَالبِنْتُ عَلَى الأُمِّ، وَالحَمَاةُ عَلَى كَنَّتِهَا، وَالكَنَّةُ عَلَى
حَمَاتِهَا».

٥٤ثُمَّ قَالَ أَيْضًا لِلْجُمُوعِ:«إِذَا رَأَيْتُمُ السَّحَابَ تَطْلُعُ مِنَ الْمَغَارِبِ
فَلِلْوَقْتِ تَقُولُونَ: إِنَّهُ يَأْتِي مَطَرٌ، فَيَكُونُ هكَذَا. ٥٥وَإِذَا رَأَيْتُمْ رِيحَ
الْجَنُوبِ تَهُبُّ تَقُولُونَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ حَرٌّ، فَيَكُونُ. ٥٦يَامُرَاؤُونَ!
تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّزُوا وَجْهَ الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، وَأَمَّا هذَا الزَّمَانُ
فَكَيْفَ لاَ تُمَيِّزُونَهُ؟ ٥٧وَلِمَاذَا لاَ تَحْكُمُونَ بِالْحَقِّ مِنْ قِبَلِ نُفُوسِكُمْ؟
٥٨حِينَمَا تَذْهَبُ مَعَ خَصْمِكَ إِلَى الْحَاكِمِ، ابْذُلِ الْجَهْدَ وَأَنْتَ فِي
الطَّرِيقِ لِتَتَخَلَّصَ مِنْهُ، لِئَلاَّ يَجُرَّكَ إِلَى الْقَاضِي، وَيُسَلِّمَكَ الْقَاضِي
إِلَى الْحَاكِمِ، فَيُلْقِيَكَ الْحَاكِمُ فِي السِّجْنِ. ٥٩أَقُولُ لَكَ: لاَ تَخْرُجُ مِنْ
هُنَاكَ حَتَّى تُوفِيَ الْفَلْسَ الأَخِيرَ».

الأصحَاحُ الثَّالِثُ عَشَرَ

١وَكَانَ حَاضِرًا فِي ذلِكَ الْوَقْتِ قَوْمٌ يُخْبِرُونَهُ عَنِ الْجَلِيلِيِّينَ الَّذِينَ
خَلَطَ بِيلاَطُسُ دَمَهُمْ بِذَبَائِحِهِمْ. ٢فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ:«أَتَظُنُّونَ
أَنَّ هؤُلاَءِ الْجَلِيلِيِّينَ كَانُوا خُطَاةً أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ الْجَلِيلِيِّينَ لأَنَّهُمْ
كَابَدُوا مِثْلَ هذَا؟ ٣كَلاَّ! أَقُولُ لَكُمْ: بَلْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذلِكَ
تَهْلِكُونَ. ٤أَوْ أُولئِكَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ الَّذِينَ سَقَطَ عَلَيْهِمُ الْبُرْجُ فِي
سِلْوَامَ وَقَتَلَهُمْ، أَتَظُنُّونَ أَنَّ هؤُلاَءِ كَانُوا مُذْنِبِينَ أَكْثَرَ مِنْ جَمِيعِ
النَّاسِ السَّاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ؟

৫১তোমাদের কি মনে হয় যে, আমি দুনিয়াতে শান্তি দিতে এসেছি? না, তা নয়। আমি শান্তি দিতে আসি নি বরং মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি। ৫২এখন থেকে এক বাড়ীর পাঁচজন ভাগ হয়ে যাবে, তিনজন দু'জনের বিরুদ্ধে আর দু'জন তিনজনের বিরুদ্ধে। ৫৩তারা এইভাবে ভাগ হয়ে যাবে- বাবা ছেলের বিরুদ্ধে ও ছেলে বাবার বিরুদ্ধে, মা মেয়ের বিরুদ্ধে ও মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে, শাশুড়ী বউয়ের বিরুদ্ধে ও বউ শাশুড়ীর বিরুদ্ধে।" ৫৪তারপর ঈসা লোকদের বললেন, "আপনারা পশ্চিম দিকে মেঘ করতে দেখলেই বলেন, 'ঝড় আসছে,' আর তা-ই হয়। ৫৫আবার দখিনা বাতাস বইতে দেখলে বলেন, 'গরম পড়বে,' আর তা-ই হয়। ৫৬আপনারা ভণ্ড! আপনারা দুনিয়া ও আকাশের চেহারার অর্থ বুঝতে পারেন, অথচ এ কেমন যে, আপনারা এখনকার সময়ে অর্থ বোঝেন না? ৫৭"যা ঠিক তা আপনারা নিজেরা ভেবে স্থির করেন না কেন? ৫৮আপনারা বিপক্ষের সংগে বিচারকের কাছে যাবার সময়ে পথেই তার সংগে একটা মীমাংসার চেষ্টা করবেন। তা না হলে সে আপনাকে বিচারকের কাছে টেনে নিয়ে যাবে। তখন বিচারক আপনাকে পুলিশের হাতে দেবে এবং পুলিশ আপনাকে জেলে দেবে। ৫৯আমি আপনাকে বলছি, শেষ পয়সাটা না দেওয়া পর্যন্ত আপনি কিছুতেই জেল থেকে ছাড়া পাবেন না।"

১৩ অধ্যায়

১সেই সময় সেখানে উপস্থিত কয়েকজন লোক ঈসাকে গালীল প্রদেশের কয়েকজন লোকের বিষয়ে বলল। তারা বলল যে, রোমীয় শাসনকর্তা পীলাত এই গালীলীয়দের কেটে তাদের কোরবানী-করা পশুর রক্তের সংগে তাদের রক্তও মিশিয়েছিলেন। ২এই কথা শুনে ঈসা বললেন, "আপনাদের কি মনে হয় যে, সেই গালীলীয়রা ঐভাবে যন্ত্রণা ভোগ করেছে বলে তারা অন্য সব গালীলীয়দের চেয়ে বেশী গুনাহ্‌গার ছিল? ৩আমি আপনাদের বলছি, তা নয়, তবে তওবা না করলে আপনারাও সবাই বিনষ্ট হবেন। ৪শীলোহের উঁচু ঘরটা পড়ে যাওয়ার দরুন যে আঠারোজনের মৃত্যু হয়েছিল, আপনাদের কি মনে হয় যে, জেরুজালেমের বাকী লোকদের চেয়ে তাদের বেশী দোষ ছিল?

٥كَلاَّ! أَقُولُ لَكُمْ: بَلْ إِنْ لَمْ تَتُوبُوا فَجَمِيعُكُمْ كَذلِكَ تَهْلِكُونَ».

٦وَقَالَ هذَا الْمَثَلَ:«كَانَتْ لِوَاحِدٍ شَجَرَةُ تِينٍ مَغْرُوسَةٌ فِي كَرْمِهِ، فَأَتَى يَطْلُبُ فِيهَا ثَمَرًا وَلَمْ يَجِدْ. ٧فَقَالَ لِلْكَرَّامِ: هُوَذَا ثَلاَثُ سِنِينَ آتِي أَطْلُبُ ثَمَرًا فِي هذِهِ التِّينَةِ وَلَمْ أَجِدْ. اِقْطَعْهَا! لِمَاذَا تُبَطِّلُ الأَرْضَ أَيْضًا؟ ٨فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ: يَا سَيِّدُ، اتْرُكْهَا هذِهِ السَّنَةَ أَيْضًا، حَتَّى أَنْقُبَ حَوْلَهَا وَأَضَعَ زِبْلاً. ٩فَإِنْ صَنَعَتْ ثَمَرًا، وَإِلاَّ فَفِيمَا بَعْدُ تَقْطَعُهَا».

١٠وَكَانَ يُعَلِّمُ فِي أَحَدِ الْمَجَامِعِ فِي السَّبْتِ، ١١وَإِذَا امْرَأَةٌ كَانَ بِهَا رُوحُ ضَعْفٍ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَكَانَتْ مُنْحَنِيَةً وَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَنْتَصِبَ الْبَتَّةَ. ١٢فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ دَعَاهَا وَقَالَ لَهَا:«يَا امْرَأَةُ، إِنَّكِ مَحْلُولَةٌ مِنْ ضَعْفِكِ!». ١٣وَوَضَعَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ، فَفِي الْحَالِ اسْتَقَامَتْ وَمَجَّدَتِ اللهَ. ١٤فَأَجَابَ رَئِيسُ الْمَجْمَعِ، وَهُوَ مُغْتَاظٌ لأَنَّ يَسُوعَ أَبْرَأَ فِي السَّبْتِ، وَقَالَ لِلْجَمْعِ:«هِيَ سِتَّةُ أَيَّامٍ يَنْبَغِي فِيهَا الْعَمَلُ، فَفِي هذِهِ ائْتُوا وَاسْتَشْفُوا، وَلَيْسَ فِي يَوْمِ السَّبْتِ!» ١٥فَأَجَابَهُ الرَّبُّ وَقَالَ:«يَا مُرَائِي! أَلاَ يَحُلُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ ثَوْرَهُ أَوْ حِمَارَهُ مِنَ الْمِذْوَدِ وَيَمْضِي بِهِ وَيَسْقِيهِ؟ ١٦وَهذِهِ، وَهِيَ ابْنَةُ إِبْرَاهِيمَ، قَدْ رَبَطَهَا الشَّيْطَانُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُحَلَّ مِنْ هذَا الرِّبَاطِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ؟»

١٧وَإِذْ قَالَ هذَا أَخْجِلَ جَمِيعُ الَّذِينَ كَانُوا يُعَانِدُونَهُ، وَفَرِحَ كُلُّ الْجَمْعِ بِجَمِيعِ الأَعْمَالِ الْمَجِيدَةِ الْكَائِنَةِ مِنْهُ.

١٨فَقَالَ:«مَاذَا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ اللهِ؟ وَبِمَاذَا أُشَبِّهُهُ؟ ١٩يُشْبِهُ حَبَّةَ خَرْدَلٍ أَخَذَهَا إِنْسَانٌ وَأَلْقَاهَا فِي بُسْتَانِهِ، فَنَمَتْ وَصَارَتْ شَجَرَةً كَبِيرَةً، وَتَآوَتْ طُيُورُ السَّمَاءِ فِي أَغْصَانِهَا».

৫আমি আপনাদের বলছি, তা নয়, কিন্তু তওবা না করলে আপনারাও সবাই বিনষ্ট হবেন।” ৬তারপর শিক্ষা দেবার জন্য ঈসা এই কথা বললেন: “কোন একজন লোকের ফলের বাগানে একটা ডুমুর গাছ লাগানো হয়েছিল। একবার তিনি এসে ফলের তালাশ করলেন কিন্তু পেলেন না। ৭তখন তিনি মালীকে বললেন, ‘দেখ, তিন বছর ধরে এই ডুমুর গাছে আমি ফলের তালাশ করছি কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না। এইজন্য তুমি গাছটা কেটে ফেল। কেন এটা শুধু শুধু জমি নষ্ট করবে?’ ৮মালী জবাব দিল, ‘হুজুর, এই বছরও ওটা থাকতে দিন। আমি ওটার চারপাশে খুঁড়ে সার দেব। ৯তারপর যদি ফল ধরে তো ভাল তা না হলে আপনি ওটা কেটে ফেলবেন।’ ” ১০কোন এক বিশ্রামবারে ঈসা একটা মজলিস-খানায় শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ১১সেখানে এমন একজন স্ত্রীলোক ছিল যাকে একটা ভূত আঠারো বছর ধরে অসুখে ভোগাচ্ছিল। সে কুঁজা ছিল এবং একেবারেই সোজা হতে পারত না। ১২ঈসা তাকে দেখলেন এবং তাকে কাছে ডেকে বললেন, “মা, তোমার অসুখ থেকে তুমি মুক্ত হলে।” ১৩এই কথা বলে ঈসা তার উপর হাত রাখলেন, আর তখনই সে সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে লাগল। ১৪ঈসা বিশ্রামবারে সুস্থ করেছেন বলে মজলিস-খানার নেতা বিরক্ত হয়ে লোকদের বললেন, “কাজ করবার জন্য ছয় দিন তো আছেই। সেইজন্য বিশ্রামবারে না এসে ঐ ছয় দিনের মধ্যে এসে সুস্থ হয়ো।” ১৫তখন হযরত ঈসা সেই নেতাকে বললেন, “আপনারা ভণ্ড! বিশ্রামবারে আপনারা সবাই কি আপনাদের বলদ বা গাধাকে গোয়াল ঘর থেকে খুলে পানি খাওয়াতে নিয়ে যান না? ১৬তবে ইব্রাহিমের বংশের এই যে স্ত্রীলোকটিকে আঠারো বছর ধরে শয়তান বেঁধে রেখেছিল, সেই বাঁধন থেকে বিশ্রামবারে কি তাকে মুক্ত করা উচিত নয়?” ১৭তিনি এই কথা বললে পর যারা তাঁর বিরুদ্ধে ছিল তারা সবাই লজ্জা পেল। কিন্তু অন্য লোকেরা তাঁর এই সমস্ত মহান কাজ দেখে আনন্দিত হল। ১৮এর পরে ঈসা বললেন, “আল্লাহ্‌র রাজ্য কিসের মত? কিসের সংগে আমি এর তুলনা করব? ১৯আল্লাহ্‌র রাজ্য এমন একটা সরিষা-দানার মত যা একজন লোক নিয়ে তার বাগানে লাগাল। পরে চারা বেড়ে উঠে একটা গাছ হয়ে উঠল। তখন পাখীরা এসে তার ডালপালায় বাসা বাঁধল।”

٢٠وَقَالَ أَيْضًا:«بِمَاذَا أُشَبِّهُ مَلَكُوتَ اللهِ؟ ٢١يُشْبِهُ خَمِيرَةً أَخَذَتْهَا
امْرَأَةٌ وَخَبَّأَتْهَا فِي ثَلاَثَةِ أَكْيَالِ دَقِيق حَتَّى اخْتَمَرَ الْجَمِيعُ».

٢٢وَاجْتَازَ فِي مُدُنٍ وَقُرًى يُعَلِّمُ وَيُسَافِرُ نَحْوَ أُورُشَلِيمَ، ٢٣فَقَالَ
لَهُ وَاحِدٌ:«يَا سَيِّدُ، أَقَلِيلٌ هُمُ الَّذِينَ يَخْلُصُونَ؟» فَقَالَ لَهُمُ:
٢٤«اجْتَهِدُوا أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ الْبَابِ الضَّيِّقِ، فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ
كَثِيرِينَ سَيَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا وَلاَ يَقْدِرُونَ ٢٥مِنْ بَعْدِ مَا يَكُونُ رَبُّ
الْبَيْتِ قَدْ قَامَ وَأَغْلَقَ الْبَابَ، وَابْتَدَأْتُمْ تَقِفُونَ خَارِجًا وَتَقْرَعُونَ
الْبَابَ قَائِلِينَ: يَارَبُّ، يَارَبُّ! افْتَحْ لَنَا. يُجِيبُ، وَيَقُولُ لَكُمْ: لاَ
أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ! ٢٦حِينَئِذٍ تَبْتَدِئُونَ تَقُولُونَ: أَكَلْنَا قُدَّامَكَ
وَشَرِبْنَا، وَعَلَّمْتَ فِي شَوَارِعِنَا! ٢٧فَيَقُولُ: أَقُولُ لَكُمْ: لاَأَعْرِفُكُمْ مِنْ
أَيْنَ أَنْتُمْ، تَبَاعَدُوا عَنِّي يَا جَمِيعَ فَاعِلِي الظُّلْمِ! ٢٨هُنَاكَ يَكُونُ
الْبُكَاءُ وَصَرِيرُ الأَسْنَانِ، مَتَى رَأَيْتُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَجَمِيعَ الأَنْبِيَاءِ فِي مَلَكُوتِ اللهِ، وَأَنْتُمْ مَطْرُوحُونَ خَارِجًا.
٢٩وَيَأْتُونَ مِنَ الْمَشَارِقِ وَمِنَ الْمَغَارِبِ وَمِنَ الشِّمَالِ وَالْجَنُوبِ،
وَيَتَّكِئُونَ فِي مَلَكُوتِ اللهِ. ٣٠وَهُوَذَا آخِرُونَ يَكُونُونَ أَوَّلِينَ،
وَأَوَّلُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ». ٣١فِي ذلِكَ الْيَوْمِ تَقَدَّمَ بَعْضُ
الْفَرِّيسِيِّينَ قَائِلِينَ لَهُ:«اخْرُجْ وَاذْهَبْ مِنْ ههُنَا، لأَنَّ هِيرُودُسَ
يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَكَ». ٣٢فَقَالَ لَهُمُ: «امْضُوا وَقُولُوا لِهذَا الثَّعْلَبِ: هَا
أَنَا أُخْرِجُ شَيَاطِينَ، وَأَشْفِي الْيَوْمَ وَغَدًا، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ أُكَمَّلُ.
٣٣بَلْ يَنْبَغِي أَنْ أَسِيرَ الْيَوْمَ وَغَدًا وَمَا يَلِيهِ، لأَنَّهُ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَهْلِكَ
نَبِيٌّ خَارِجًا عَنْ أُورُشَلِيمَ!

২০ঈসা আবার বললেন, “কিসের সংগে আমি আল্লাহ্‌র রাজ্যের তুলনা করব? ২১আল্লাহ্‌র রাজ্য খামির মত। একজন স্ত্রীলোক তা নিয়ে আঠারো কেজি ময়দার সংগে মিশাল, ফলে সব ময়দাই ফেঁপে উঠল।” ২২গ্রামে গ্রামে ও শহরে শহরে শিক্ষা দিতে দিতে ঈসা জেরুজালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। ২৩একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, “হুজুর, নাজাত কি কেবল অল্প লোকেই পাবে?” তখন ঈসা লোকদের বললেন, ২৪“সরু দরজা দিয়ে ঢুকতে প্রাণপণে চেষ্টা করুন। আমি আপনাদের বলছি, অনেকেই ঢুকতে চেষ্টা করবে কিন্তু পারবে না। ২৫ঘরের কর্তা যখন ওঠে দরজা বন্ধ করবেন তখন আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় ঘা দিতে দিতে বলবেন, ‘হুজুর, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন।’ কিন্তু তিনি আপনাদের এই জবাব দেবেন, ‘তোমরা কোথা থেকে এসেছ আমি জানি না।’ ২৬তখন আপনারা বলবেন, ‘আমরা আপনার সংগে খাওয়া-দাওয়া করেছি, আর আপনি তো আমাদের রাস্তায় রাস্তায় শিক্ষা দিতেন।’ ২৭তখন তিনি বলবেন, ‘তোমরা কোথা থেকে এসেছ আমি জানি না। দুষ্ট লোকেরা, তোমরা সবাই আমার কাছ থেকে দূর হও।’ ২৮“যখন আপনারা দেখবেন, ইব্রাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব ও নবীরা সবাই আল্লাহ্‌র রাজ্যের মধ্যে আছেন এবং আপনাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তখন আপনারা কান্নাকাটি করবেন ও যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবেন। ২৯পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে লোকেরা এসে আল্লাহ্‌র রাজ্যে খেতে বসবে। ৩০যারা এখন শেষে আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রথম হবে, আর যারা এখন প্রথমে আছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ শেষে পড়বে।” ৩১সেই সময় কয়েকজন ফরীশী ঈসার কাছে এসে বললেন, “আপনি এখান থেকে চলে যান, কারণ হেরোদ আপনাকে হত্যা করতে চাইছেন।” ৩২ঈসা তাদের বললেন, “আপনারা গিয়ে সেই শিয়ালকে বলুন, ‘আর কয়েকদিন আমি ভূত ছাড়াব এবং রোগীদের সুস্থ করব আর তারপর আমার কাজ শেষ করব। ৩৩যাহোক, আর কয়েকদিন পরে আমাকে চলে যেতে হবে, কারণ এক জেরুজালেম ছাড়া আর কোথাও কোন নবীর মৃত্যু হতে পারে কি?

৩৪"জেরুজালেম, হায় জেরুজালেম! নবীদের তুমি খুন করে থাক এবং তোমার
কাছে যাঁদের পাঠানো হয় তাঁদের পাথর মেরে থাক। মুরগী যেমন নিজের বাচ্চাদের
তার ডানার নীচে জড়ো করে ঠিক তেমনি আমি কতবার তোমার লোকদের আমার
কাছে জড়ো করতে চেয়েছি, কিন্তু তোমরা রাজী হও নি। ৩৫দেখ, তোমাদের বাড়ী
তোমাদের সামনে খালি হয়ে পড়ে থাকবে। আমি তোমাদের বলছি, যতদিন না
তোমরা বলবে, 'যিনি মাবুদের নামে আসছেন তাঁর প্রশংসা হোক,' ততদিন
তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না।

১৪ অধ্যায়

১এক বিশ্রামবারে ঈসা একজন ফরীশী নেতার বাড়ীতে খেতে গেলেন। ফরীশীরা
খুব ভাল করেই ঈসাকে লক্ষ্য করছিলেন। ২ঈসার সামনে একজন রোগী ছিল যার
সমস্ত শরীরটা শোথ রোগে ফুলে গিয়েছিল। ৩ঈসা আলেম ও ফরীশীদের জিজ্ঞাসা
করলেন, "মূসার শরীয়ত মতে বিশ্রামবারে কি কাউকে সুস্থ করা উচিত?" ৪ধর্ম-
নেতারা চুপ করে রইলেন। তখন ঈসা লোকটির গায়ে হাত দিয়ে তাকে ধরে সুস্থ
করে বিদায় দিলেন। ৫তারপর তিনি সেই ধর্ম-নেতাদের বললেন, "বিশ্রামবারে যদি
আপনাদের কারও ছেলে বা বলদ কূয়ায় পড়ে যায় তবে আপনারা কি তাকে তখনই
তোলেন না?" ৬কিন্তু সেই ধর্ম-নেতারা এর জবাব দিতে পারলেন না। ৭যে
লোকদের দাওয়াত করা হয়েছিল, তারা কিভাবে সম্মানের জায়গাগুলো বেছে
নিচ্ছে তা দেখে ঈসা তাদের শিক্ষা দেবার জন্য এই কথা বললেন, ৮"যখন কেউ
আপনাকে বিয়ের ভোজে দাওয়াত করে তখন আপনি সম্মানের জায়গায় গিয়ে
বসবেন না, কারণ আপনার চেয়ে হয়তো আরও সম্মানিত কাউকে দাওয়াত করা
হয়েছে। ৯তাহলে যিনি আপনাকে ও তাঁকে দাওয়াত করেছেন তিনি এসে
আপনাকে বলবেন, 'এই জায়গাটা ওনাকে ছেড়ে দিন।' তখন তো আপনি লজ্জা
পেয়ে সবচেয়ে নীচু জায়গায় বসতে যাবেন। ১০আপনি যখন দাওয়াত পাবেন
তখন বরং সবচেয়ে নীচু জায়গায় গিয়ে বসবেন। তাহলে দাওয়াত-কর্তা এসে
আপনাকে বলবেন, 'বন্ধু, আরও ভাল জায়গায় গিয়ে বসুন।' তখন অন্য সব
মেহমানদের সামনে আপনি সম্মান পাবেন। ১১যে নিজেকে উঁচু করে তাকে নীচু
করা হবে, আর যে নিজেকে নীচু করে তাকে উঁচু করা হবে।"

٣٤يَا أُورُشَلِيمُ، يَاأُورُشَلِيمُ! يَا قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَلِينَ
إِلَيْهَا، كَمْ مَرَّةٍ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَوْلاَدَكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّجَاجَةُ فِرَاخَهَا
تَحْتَ جَنَاحَيْهَا، وَلَمْ تُرِيدُوا! ٣٥ هُوَذَا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا!
وَالْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ لاَ تَرَوْنَنِي حَتَّى يَأْتِيَ وَقْتٌ تَقُولُونَ فِيهِ:
مُبَارَكٌالآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ!».

الأصحَاحُ الرَّابعُ عَشَرَ

١وَإِذْ جَاءَ إِلَى بَيْتِ أَحَدِ رُؤَسَاءِ الْفَرِّيسِيِّينَ فِي السَّبْتِ لِيَأْكُلَ
خُبْزًا، كَانُوا يُرَاقِبُونَهُ. ٢وَإِذَا إِنْسَانٌ مُسْتَسْق كَانَ قُدَّامَهُ. ٣فَأَجَابَ
يَسُوعُ وَكَلَّمَ النَّامُوسِيِّينَ وَالْفَرِّيسِيِّينَ قَائِلاً:«هَلْ يَحِلُّ الإِبْرَاءُ فِي
السَّبْتِ؟» ٤فَسَكَتُوا. فَأَمْسَكَهُ وَأَبْرَأَهُ وَأَطْلَقَهُ. ٥ثُمَّ أَجَابَهُم
وَقَالَ:«مَنْ مِنْكُمْ يَسْقُطُ حِمَارُهُ أَوْ ثَوْرُهُ فِي بِئْرٍ وَلاَ يَنْشُلُهُ حَالاً فِي
يَوْمِ السَّبْتِ؟» ٦فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُجِيبُوهُ عَنْ ذلِكَ.

٧وَقَالَ لِلْمَدْعُوِّينَ مَثَلاً، وَهُوَ يُلاَحِظُ كَيْفَ اخْتَارُوا الْمُتَّكَآتِ
الأُولَى قَائِلاً لَهُمْ: ٨«مَتَى دُعِيتَ مِنْ أَحَدٍ إِلَى عُرْسٍ فَلاَ تَتَّكِئْ فِي
الْمُتَّكَإِ الأَوَّلِ، لَعَلَّ أَكْرَمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْ دُعِيَ مِنْهُ. ٩فَيَأْتِيَ الَّذِي
دَعَاكَ وَإِيَّاهُ وَيَقُولَ لَكَ: أَعْطِ مَكَانًا لِهذَا. فَحِينَئِذٍ تَبْتَدِئُ بِخَجَلٍ تَأْخُذُ
الْمَوْضِعَ الأَخِيرَ. ١٠بَلْ مَتَى دُعِيتَ فَاذْهَبْ وَاتَّكِئْ فِي الْمَوْضِعِ
الأَخِيرِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ الَّذِي دَعَاكَ يَقُولُ لَكَ: يَا صَدِيقُ، ارْتَفِعْ إِلَى
فَوْقُ. حِينَئِذٍ يَكُونُ لَكَ مَجْدٌ أَمَامَ الْمُتَّكِئِينَ مَعَكَ. ١١لأَنَّ كُلَّ مَنْ
يَرْفَعُ نَفْسَهُ يَتَّضِعُ وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يَرْتَفِعُ»

١٢وَقَالَ أَيْضًا لِلَّذِي دَعَاهُ:«إِذَا صَنَعْتَ غَدَاءً أَوْ عَشَاءً فَلاَ تَدْعُ أَصْدِقَاءَكَ وَلاَ إِخْوَتَكَ وَلاَ أَقْرِبَاءَكَ وَلاَ الْجِيرَانَ الأَغْنِيَاءَ، لِئَلاَّ يَدْعُوكَ هُمْ أَيْضًا، فَتَكُونَ لَكَ مُكَافَأَةٌ.

١٣بَلْ إِذَا صَنَعْتَ ضِيَافَةً فَادْعُ: الْمَسَاكِينَ، الْجُدْعَ، الْعُرْجَ، الْعُمْيَ، ١٤فَيَكُونَ لَكَ الطُّوبَى إِذْ لَيْسَ لَهُمْ حَتَّى يُكَافُوكَ، لأَنَّكَ تُكَافَى فِي قِيَامَةِ الأَبْرَارِ».

١٥فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُتَّكِئِينَ قَالَ لَهُ:«طُوبَى لِمَنْ يَأْكُلُ خُبْزًا فِي مَلَكُوتِ اللهِ». ١٦فَقَالَ لَهُ:«إِنْسَانٌ صَنَعَ عَشَاءً عَظِيمًا وَدَعَا كَثِيرِينَ، ١٧وَأَرْسَلَ عَبْدَهُ فِي سَاعَةِ الْعَشَاءِ لِيَقُولَ لِلْمَدْعُوِّينَ: تَعَالَوْا لأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ قَدْ أُعِدَّ. ١٨فَابْتَدَأَ الْجَمِيعُ بِرَأْيٍ وَاحِدٍ يَسْتَعْفُونَ. قَالَ لَهُ الأَوَّلُ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ حَقْلاً، وَأَنَا مُضْطَرٌّ أَنْ أَخْرُجَ وَأَنْظُرَهُ. أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْفِيَنِي. ١٩وَقَالَ آخَرُ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْسَةَ أَزْوَاجِ بَقَرٍ، وَأَنَا مَاضٍ لأَمْتَحِنَهَا. أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْفِيَنِي. ٢٠وَقَالَ آخَرُ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ بِامْرَأَةٍ، فَلِذلِكَ لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَجِيءَ. ٢١فَأَتَى ذلِكَ الْعَبْدُ وَأَخْبَرَ سَيِّدَهُ بِذلِكَ. حِينَئِذٍ غَضِبَ رَبُّ الْبَيْتِ، وَقَالَ لِعَبْدِهِ: اخْرُجْ عَاجِلاً إِلَى شَوَارِعِ الْمَدِينَةِ وَأَزِقَّتِهَا، وَأَدْخِلْ إِلَى هُنَا الْمَسَاكِينَ وَالْجُدْعَ وَالْعُرْجَ وَالْعُمْيَ. ٢٢فَقَالَ الْعَبْدُ: يَا سَيِّدُ، قَدْ صَارَ كَمَا أَمَرْتَ، وَيُوجَدُ أَيْضًا مَكَانٌ. ٢٣فَقَالَ السَّيِّدُ لِلْعَبْدِ: اخْرُجْ إِلَى الطُّرُقِ وَالسِّيَاجَاتِ وَأَلْزِمْهُمْ بِالدُّخُولِ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَيْتِي، ٢٤لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْ أُولئِكَ الرِّجَالِ الْمَدْعُوِّينَ يَذُوقُ عَشَائِي».

٢٥وَكَانَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ سَائِرِينَ مَعَهُ، فَالْتَفَتَ وَقَالَ لَهُمْ:

১২যিনি তাঁকে দাওয়াত করেছিলেন পরে ঈসা তাঁকে বললেন, “যখন আপনি খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করবেন বা মেজবানী দেবেন তখন আপনার বন্ধুদের বা ভাইদের কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের বা ধনী প্রতিবেশীদের দাওয়াত করবেন না। তা করলে হয়ত তাঁরাও এর বদলে আপনাকে দাওয়াত করবেন আর এইভাবে আপনার দাওয়াত শোধ হয়ে যাবে। ১৩কিন্তু আপনি যখন মেজবানী দেবেন তখন গরীব, নুলা, খোঁড়া এবং অন্ধদের ডাকবেন। ১৪তাতে আপনি আল্লাহ্‌র দোয়া পাবেন, কারণ তারা আপনার সেই দাওয়াতের শোধ দিতে পারবে না। যখন মৃত্যু থেকে ধার্মিক লোকদের জীবিত করা হবে তখন আপনি এর শোধ পাবেন।” ১৫যারা খেতে বসেছিল তাদের মধ্যে একজন এই কথা শুনে ঈসাকে বলল, “যিনি আল্লাহ্‌র রাজ্যে খেতে বসবেন তিনি ধন্য।” ১৬ঈসা বললেন, “কোন একজন লোক একটা বড় মেজবানী দিলেন এবং অনেককে দাওয়াত দিলেন। ১৭মেজবানীর সময় হলে পর তিনি তাঁর গোলামকে দিয়ে যে লোকদের দাওয়াত করা হয়েছিল, তাদের বলে পাঠালেন, ‘আসুন, এখন সবই প্রস্তুত হয়েছে।’ ১৮কিন্তু তারা সবাই একজনের পর একজন অজুহাত দেখাতে লাগল। প্রথম জন সেই গোলামকে বলল, ‘আমি কিছু জমি কিনেছি, আমাকে গিয়ে তা দেখতে হবে। দয়া করে আমাকে মাফ কর।’ ১৯আর একজন বলল, ‘আমি পাঁচ জোড়া বলদ কিনেছি, সেগুলো পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। দয়া করে আমাকে মাফ কর।’ ২০অন্য আর একজন বলল, ‘আমি বিয়ে করেছি, এইজন্য যেতে পারছি না।’ ২১“সেই গোলাম ফিরে গিয়ে তার মালিককে এই সব কথা জানাল। তাতে বাড়ীর কর্তা রাগ করে তাঁর গোলামকে বললেন, ‘তুমি তাড়াতাড়ি শহরের রাস্তায় রাস্তায় ও গলিতে গলিতে যাও এবং গরীব, নুলা, অন্ধ ও খোঁড়াদের এখানে নিয়ে এস।’ ২২এই সব করবার পরে সেই গোলাম বলল, ‘হুজুর, আপনার হুকুম মতই সব করা হয়েছে, কিন্তু এখনও জায়গা আছে।’ ২৩এতে কর্তা গোলামকে বললেন, ‘শহরের বাইরে রাস্তায় রাস্তায় ও পথে পথে যাও এবং এখানে আসবার জন্য লোকদের জোর কর, যেন আমার বাড়ী ভরে যায়। ২৪আমি তোমাদের বলছি, যাদের দাওয়াত করা হয়েছিল তাদের কেউই আমার এই মেজবানী খেতে পাবে না।’ ” ২৫ঈসার সংগে সংগে অনেক লোক যাচ্ছিল। ঈসা সেই লোকদের দিকে ফিরে বললেন,

২৬“যে আমার কাছে আসবে সে যেন নিজের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে,
ভাই-বোন, এমন কি, নিজেকে পর্যন্ত আমার চেয়ে কম প্রিয় মনে করে। তা না হলে
সে আমার উম্মত হতে পারে না। ২৭যে লোক নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে আমার
পিছনে না আসে সে আমার উম্মত হতে পারে না। ২৮“আপনাদের মধ্যে যদি কেউ
একটা উঁচু ঘর তৈরী করতে চায় তবে সে আগে বসে খরচের হিসাব করে। সে
দেখতে চায়, ওটা শেষ করবার জন্য তার যথেষ্ট টাকা আছে কি না। ২৯তা না হলে
সে ভিত্তি গাঁথবার পরে যদি সেই উঁচু ঘরটা শেষ করতে না পারে, তবে যারা সেটা
দেখবে তারা সবাই তাকে ঠাট্টা করবে। ৩০তারা বলবে ‘লোকটা গাঁথতে শুরু
করেছিল কিন্তু শেষ করতে পারল না।’ ৩১“যদি একজন বাদশাহ্‌ অন্য আর
একজন বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান তবে তিনি প্রথমে বসে চিন্তা করবেন,
‘বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে যিনি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন, মাত্র দশ
হাজার সৈন্য নিয়ে আমি তাঁকে বাধা দিতে পারব কি?’ ৩২যদি তিনি তা না পারেন
তবে সেই অন্য বাদশাহ্‌ দূরে থাকতেই লোক পাঠিয়ে তিনি তাঁর সংগে সন্ধির কথা
আলাপ করবেন।” ৩৩শেষে ঈসা বললেন, “সেইভাবে আপনাদের মধ্যে যদি কেউ
ভেবে-চিন্তে তার সব কিছু ছেড়ে না আসে তবে সে আমার উম্মত হতে পারে না।
৩৪“লবণ ভাল জিনিস, কিন্তু যদি তার স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তবে তা আবার কি করে
নোন্‌তা করা যাবে? ৩৫তখন তা জমির জন্যও উপযুক্ত হয় না, সারের গাদার
জন্যও উপযুক্ত হয় না; লোকে তা ফেলে দেয়। যার শুনবার কান আছে, সে
শুনুক।”

১৫ অধ্যায়

১তখন অনেক খাজনা-আদায়কারী ও খারাপ লোকেরা ঈসার কথা শুনবার জন্য
তাঁর কাছে আসল। ২এতে ফরীশীরা ও আলেমেরা এই বলে বিরক্তি প্রকাশ করতে
লাগলেন, “এই লোকটা খারাপ লোকদের সংগে মেলামেশা ও খাওয়া-দাওয়া
করে।” ৩তখন ঈসা তাঁদের শিক্ষা দেবার জন্য এই কথা বললেন:

٢٦«إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِي إِلَيَّ وَلاَ يُبْغِضُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَامْرَأَتَهُ وَأَوْلاَدَهُ
وَإِخْوَتَهُ وَأَخَوَاتِهِ، حَتَّى نَفْسَهُ أَيْضًا، فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا.
٢٧وَمَنْ لاَ يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي
تِلْمِيذًا. ٢٨وَمَنْ مِنْكُمْ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بُرْجًا لاَ يَجْلِسُ أَوَّلاً
وَيَحْسِبُ النَّفَقَةَ، هَلْ عِنْدَهُ مَا يَلْزَمُ لِكَمَالِهِ؟ ٢٩لِئَلاَّ يَضَعَ الأَسَاسَ
وَلاَ يَقْدِرَ أَنْ يُكَمِّلَ، فَيَبْتَدِئَ جَمِيعُ النَّاظِرِينَ يَهْزَأُونَ بِهِ، ٣٠قَائِلِينَ:
هذَا الإِنْسَانُ ابْتَدَأَ يَبْنِي وَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُكَمِّلَ. ٣١وَأَيُّ مَلِكٍ إِنْ ذَهَبَ
لِمُقَاتَلَةِ مَلِكٍ آخَرَ فِي حَرْبٍ، لاَ يَجْلِسُ أَوَّلاً وَيَتَشَاوَرُ: هَلْ يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُلاَقِيَ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ الَّذِي يَأْتِي عَلَيْهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا؟ ٣٢وَإِلاَّ فَمَا
دَامَ ذلِكَ بَعِيدًا، يُرْسِلُ سِفَارَةً وَيَسْأَلُ مَا هُوَ لِلصُّلْحِ. ٣٣فَكَذلِكَ كُلُّ
وَاحِدٍ مِنْكُمْ لاَ يَتْرُكُ جَمِيعَ أَمْوَالِهِ، لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا.
٣٤«اَلْمِلْحُ جَيِّدٌ. وَلكِنْ إِذَا فَسَدَ الْمِلْحُ، فَبِمَاذَا يُصْلَحُ؟ ٣٥لاَ يَصْلُحُ
لأَرْضٍ وَلاَ لِمَزْبَلَةٍ، فَيَطْرَحُونَهُ خَارِجًا. مَنْ لَهُ أُذُنَانِ لِلسَّمْعِ،
فَلْيَسْمَعْ».

الأَصْحَاحُ الْخَامِسُ عَشَرَ

١وَكَانَ جَمِيعُ الْعَشَّارِينَ وَالْخُطَاةِ يَدْنُونَ مِنْهُ لِيَسْمَعُوهُ. ٢فَتَذَمَّرَ
الْفَرِّيسِيُّونَ وَالْكَتَبَةُ قَائِلِينَ:«هذَا يَقْبَلُ خُطَاةً وَيَأْكُلُ مَعَهُمْ!».
٣فَكَلَّمَهُمْ بِهذَا الْمَثَلِ قَائِلاً:

٤«أَيُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ لَهُ مِئَةُ خَرُوفٍ، وَأَضَاعَ وَاحِدًا مِنْهَا، أَلاَ يَتْرُكُ التِّسْعَةَ وَالتِّسْعِينَ فِي الْبَرِّيَّةِ، وَيَذْهَبَ لأَجْلِ الضَّالِّ حَتَّى يَجِدَهُ؟ ٥وَإِذَا وَجَدَهُ يَضَعُهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَرِحًا، ٦وَيَأْتِي إِلَى بَيْتِهِ وَيَدْعُو الأَصْدِقَاءَ وَالْجِيرَانَ قَائِلاً لَهُمُ: افْرَحُوا مَعِي، لأَنِّي وَجَدْتُ خَرُوفِي الضَّالَّ! ٧أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ هكَذَا يَكُونُ فَرَحٌ فِي السَّمَاءِ بِخَاطِئٍ وَاحِدٍ يَتُوبُ أَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ بَارًّا لاَ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَوْبَةٍ.

৪"মনে করুন, আপনাদের মধ্যে কোন একজনের একশোটা ভেড়া আছে। যদি সেই ভেড়াগুলোর মধ্যে একটা হারিয়ে যায়, তবে কি সে নিরানব্বইটা মাঠে ছেড়ে দিয়ে সেই একটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার তালাশ করে না? ৫সেটা খুঁজে পেলে পর সে খুশী হয়ে তাকে কাঁধে তুলে নেয়। ৬পরে বাড়ী গিয়ে তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীকে ডেকে বলে, 'আমার সংগে আনন্দ কর, কারণ আমার হারানো ভেড়াটা আমি খুঁজে পেয়েছি।' ৭আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেইভাবে যারা তওবা করবার দরকার মনে করে না তেমন নিরানব্বইজন ধার্মিক লোকের চেয়ে বরং একজন গুনাহ্‌গার তওবা করলে বেহেশতে আরও বেশী আনন্দ হয়।

٨«أَوْ أَيَّةُ امْرَأَةٍ لَهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، إِنْ أَضَاعَتْ دِرْهَمًا وَاحِدًا، أَلاَ تُوقِدُ سِرَاجًا وَتَكْنُسُ الْبَيْتَ وَتُفَتِّشُ بِاجْتِهَادٍ حَتَّى تَجِدَهُ؟ ٩وَإِذَا وَجَدَتْهُ تَدْعُو الصَّدِيقَاتِ وَالْجَارَاتِ قَائِلَةً: افْرَحْنَ مَعِي لأَنِّي وَجَدْتُ الدِّرْهَمَ الَّذِي أَضَعْتُهُ. ١٠هكَذَا، أَقُولُ لَكُمْ: يَكُونُ فَرَحٌ قُدَّامَ مَلاَئِكَةِ اللهِ بِخَاطِئٍ وَاحِدٍ يَتُوبُ.

৮"আবার ধরুন, একজন স্ত্রীলোকের দশটা রূপার টাকা আছে। যদি সে তার মধ্য থেকে একটা হারিয়ে ফেলে, তবে বাতি জ্বেলে ঘর ঝাড় দিয়ে তা না পাওয়া পর্যন্ত কি ভাল করে তালাশ করতে থাকে না? ৯যখন সে তা খুঁজে পায় তখন তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, 'আমার সংগে আনন্দ কর, কারণ যে টাকাটা হারিয়ে গিয়েছিল তা পেয়েছি।' ১০আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেইভাবে একজন গুনাহ্‌গার তওবা করলে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের মধ্যে আনন্দ হয়।"

١١وَقَالَ:«إِنْسَانٌ كَانَ لَهُ ابْنَانِ. ١٢فَقَالَ أَصْغَرُهُمَا لأَبِيهِ: يَا أَبِي أَعْطِنِي الْقِسْمَ الَّذِي يُصِيبُنِي مِنَ الْمَالِ. فَقَسَمَ لَهُمَا مَعِيشَتَهُ. ١٣وَبَعْدَ أَيَّامٍ لَيْسَتْ بِكَثِيرَةٍ جَمَعَ الابْنُ الأَصْغَرُ كُلَّ شَيْءٍ وَسَافَرَ إِلَى كُورَةٍ بَعِيدَةٍ، وَهُنَاكَ بَذَّرَ مَالَهُ بِعَيْشٍ مُسْرِفٍ. ١٤فَلَمَّا أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ، حَدَثَ جُوعٌ شَدِيدٌ فِي تِلْكَ الْكُورَةِ، فَابْتَدَأَ يَحْتَاجُ. ١٥فَمَضَى وَالْتَصَقَ بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْكُورَةِ، فَأَرْسَلَهُ إِلَى حُقُولِهِ لِيَرْعَى خَنَازِيرَ. ١٦وَكَانَ يَشْتَهِي أَنْ يَمْلأَ بَطْنَهُ مِنَ الْخُرْنُوبِ الَّذِي كَانَتِ الْخَنَازِيرُ تَأْكُلُهُ، فَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدٌ. ١٧فَرَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ وَقَالَ: كَمْ مِنْ أَجِيرٍ لأَبِي يَفْضُلُ عَنْهُ الْخُبْزُ وَأَنَا أَهْلِكُ جُوعًا! ١٨أَقُومُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَبِي وَأَقُولُ لَهُ: يَا أَبِي، أَخْطَأْتُ إِلَى السَّمَاءِ وَقُدَّامَكَ،

৯"মনে করুন, আপনাদের মধ্যে কোন একজনের একশোটা ভেড়া আছে। যদি সেই ভেড়াগুলোর মধ্যে একটা হারিয়ে যায়, তবে কি সে নিরানব্বইটা মাঠে ছেড়ে দিয়ে সেই একটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার তালাশ করে না? ৫সেটা খুঁজে পেলে পর সে খুশী হয়ে তাকে কাঁধে তুলে নেয়। ৬পরে বাড়ী গিয়ে তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীকে ডেকে বলে, 'আমার সংগে আনন্দ কর, কারণ আমার হারানো ভেড়াটা আমি খুঁজে পেয়েছি।' ৭আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেইভাবে যারা তওবা করবার দরকার মনে করে না তেমন নিরানব্বইজন ধার্মিক লোকের চেয়ে বরং একজন গুনাহ্‌গার তওবা করলে বেহেশতে আরও বেশী আনন্দ হয়।

৮"আবার ধরুন, একজন স্ত্রীলোকের দশটা রূপার টাকা আছে। যদি সে তার মধ্য থেকে একটা হারিয়ে ফেলে, তবে বাতি জ্বেলে ঘর ঝাড় দিয়ে তা না পাওয়া পর্যন্ত কি ভাল করে তালাশ করতে থাকে না? ৯যখন সে তা খুঁজে পায় তখন তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, 'আমার সংগে আনন্দ কর, কারণ যে টাকাটা হারিয়ে গিয়েছিল তা পেয়েছি।' ১০আমি আপনাদের বলছি, ঠিক সেইভাবে একজন গুনাহ্‌গার তওবা করলে আল্লাহ্‌র ফেরেশতাদের মধ্যে আনন্দ হয়।"

১১তারপর ঈসা বললেন, "একজন লোকের দু'টি ছেলে ছিল। ১২ছোট ছেলেটি তার বাবাকে বলল, 'আব্বা, আমার ভাগের সম্পত্তি আমাকে দিন।' তাতে সেই লোক তাঁর দুই ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। ১৩কিছু দিন পরে ছোট ছেলেটি তার সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা-পয়সা নিয়ে দূর দেশে চলে গেল। সেখানে সে খারাপ ভাবে জীবন কাটিয়ে তার সব টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিল। ১৪যখন সে তার সব টাকা খরচ করে ফেলল তখন সেই দেশের সমস্ত জায়গায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাতে সে অভাবে পড়ল। ১৫তখন সে গিয়ে সেই দেশের একজন লোকের কাছে চাকরি চাইল। লোকটি তাকে তার শূকর চরাতে মাঠে পাঠিয়ে দিল। ১৬শূকরে যে শুঁটি খেত সে তা খেয়ে পেট ভরাতে চাইত, কিন্তু কেউ তাকে তাও দিত না। ১৭"পরে একদিন তার চেতনা হল। তখন সে বলল, 'আমার বাবার কত মজুর কত বেশী খাবার পাচ্ছে, অথচ আমি এখানে খিদেতে মরছি। ১৮আমি উঠে আমার বাবার কাছে গিয়ে বলব, আব্বা, আল্লাহ্‌ ও তোমার বিরুদ্ধে আমি গুনাহ্‌ করেছি।

١٩وَلَسْتُ مُسْتَحِقًّا بَعْدُ أَنْ أُدْعَى لَكَ ابْنًا. اِجْعَلْنِي كَأَحَدِ أُجَرَاكَ.
٢٠فَقَامَ وَجَاءَ إِلَى أَبِيهِ. وَإِذْ كَانَ لَمْ يَزَلْ بَعِيدًا رَآهُ أَبُوهُ، فَتَحَنَّنَ
وَرَكَضَ وَوَقَعَ عَلَى عُنُقِهِ وَقَبَّلَهُ. ٢١فَقَالَ لَهُ الابْنُ:يَا أَبِي، أَخْطَأْتُ
إِلَى السَّمَاءِ وَقُدَّامَكَ، وَلَسْتُ مُسْتَحِقًّا بَعْدُ أَنْ أُدْعَى لَكَ ابْنًا. ٢٢فَقَالَ
الأَبُ لِعَبِيدِهِ: أَخْرِجُوا الْحُلَّةَ الأُولَى وَأَلْبِسُوهُ، وَاجْعَلُوا خَاتَمًا فِي
يَدِهِ، وَحِذَاءً فِي رِجْلَيْهِ، ٢٣وَقَدِّمُوا الْعِجْلَ الْمُسَمَّنَ وَاذْبَحُوهُ فَنَأْكُلَ
وَنَفْرَحَ، ٢٤لأَنَّ ابْنِي هذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالاًّ فَوُجِدَ.
فَابْتَدَأُوا يَفْرَحُونَ. ٢٥وَكَانَ ابْنُهُ الأَكْبَرُ فِي الْحَقْلِ. فَلَمَّا جَاءَ وَقَرُبَ
مِنَ الْبَيْتِ، سَمِعَ صَوْتَ آلاَتِ طَرَبٍ وَرَقْصًا. ٢٦فَدَعَا وَاحِدًا مِنَ
الْغِلْمَانِ وَسَأَلَهُ: مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هذَا؟ ٢٧فَقَالَ لَهُ: أَخُوكَ جَاءَ
فَذَبَحَ أَبُوكَ الْعِجْلَ الْمُسَمَّنَ، لأَنَّهُ قَبِلَهُ سَالِمًا. ٢٨فَغَضِبَ وَلَمْ يُرِدْ
أَنْ يَدْخُلَ. فَخَرَجَ أَبُوهُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ. ٢٩فَأَجَابَ وَقَالَ لأَبِيهِ: هَا أَنَا
أَخْدِمُكَ سِنِينَ هذَا عَدَدُهَا، وَقَطُّ لَمْ أَتَجَاوَزْ وَصِيَّتَكَ، وَجَدْيًا لَمْ
تُعْطِنِي قَطُّ لأَفْرَحَ مَعَ أَصْدِقَائِي.
٣٠وَلكِنْ لَمَّا جَاءَ ابْنُكَ هذَا الَّذِي أَكَلَ مَعِيشَتَكَ مَعَ الزَّوَانِي،
ذَبَحْتَ لَهُ الْعِجْلَ الْمُسَمَّنَ! ٣١فَقَالَ لَهُ: يَا بُنَيَّ أَنْتَ مَعِي فِي كُلِّ
حِينٍ، وَكُلُّ مَا لِي فَهُوَ لَكَ. ٣٢وَلكِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ،
لأَنَّ أَخَاكَ هذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالًّا فَوُجِدَ».

১৯কেউ যে আর আমাকে তোমার ছেলে বলে ডাকে তার যোগ্য আমি নই। তোমার
মজুরদের একজনের মত করে আমাকে রাখ।' ২০"এই বলে সে উঠে তার বাবার
কাছে গেল। সে দূরে থাকতেই তাকে দেখে তার বাবার খুব মমতা হল। তিনি দৌড়ে
গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিলেন। ২১তখন ছেলেটি বলল, 'আব্বা, আমি
আল্লাহ্ ও তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছি। কেউ যে আর আমাকে তোমার ছেলে
বলে ডাকে তার যোগ্য আমি নই।' ২২"কিন্তু তার বাবা তার গোলামদের বললেন,
'তাড়াতাড়ি করে সবচেয়ে ভাল জুব্বাটা এনে ওকে পরিয়ে দাও। ওর হাতে আংটি
ও পায়ে জুতা দাও, ২৩আর মোটাসোটা বাছুরটা এনে জবাই কর। এস, আমরা
খাওয়া-দাওয়া করে আনন্দ করি, ২৪কারণ আমার এই ছেলেটা মরে গিয়েছিল
কিন্তু আবার বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল পাওয়া গিয়েছে।' তারপর তারা
আমোদ-প্রমোদ করতে লাগল। ২৫"সেই সময় তাঁর বড় ছেলেটি মাঠে ছিল। বাড়ীর
কাছে এসে সে নাচ ও গান-বাজনার শব্দ শুনতে পেল। ২৬তখন সে একজন
চাকরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব কি হচ্ছে?' ২৭"চাকরটি তাকে জবাব
দিল, 'আপনার ভাই এসেছে। আপনার বাবা তাকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে পেয়েছেন
বলে মোটাসোটা বাছুরটা জবাই করেছেন।' ২৮"তখন বড় ছেলেটি রাগ করে
ভিতরে যেতে চাইল না। এতে তার বাবা বের হয়ে এসে তাকে ভিতরে যাবার জন্য
সাধাসাধি করতে লাগলেন। ২৯সে তার বাবাকে বলল, 'দেখ, এত বছর ধরে আমি
তোমার সেবা-যত্ন করে আসছি; একবারও আমি তোমার অবাধ্য হই নি। তবুও
আমার বন্ধুদের সংগে আমোদ-প্রমোদ করবার জন্য তুমি কখনও আমাকে ছাগলের
একটা বাচ্চা পর্যন্ত দাও নি। ৩০কিন্তু তোমার এই ছেলে, যে বেশ্যাদের পিছনে
তোমার টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিয়েছে, সে যখন আসল তুমি তার জন্য মোটাসোটা
বাছুরটা জবাই করলে।' ৩১"তার বাবা তাকে বললেন, 'বাবা, তুমি তো সব সময়
আমার সংগে সংগে আছ। আমার যা কিছু আছে সবই তো তোমার। ৩২খুশী হয়ে
আমাদের আমোদ-প্রমোদ করা উচিত, কারণ তোমার এই ভাই মরে গিয়েছিল
আবার বেঁচে উঠেছে; হারিয়ে গিয়েছিল আবার তাকে পাওয়া গেছে।' "

১৬ অধ্যায়

১ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "কোন এক ধনী লোকের প্রধান কর্মচারীকে
এই বলে দোষ দেওয়া হল যে, সে তার মালিকের ধন-সম্পত্তি নষ্ট করছে। ২তখন
ধনী লোকটি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সম্বন্ধে আমি এ কি
শুনছি? তোমার কাজের হিসাব দাও, কারণ তুমি আর প্রধান কর্মচারী থাকতে
পারবে না।' ৩"তখন সেই কর্মচারী মনে মনে বলল, 'আমি এখন কি করি? আমার
মালিক তো আমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন। মাটি কাটবার শক্তি আমার
নেই, আবার ভিক্ষা করতেও লজ্জা লাগে। ৪যা হোক, চাকরি থেকে বরখাস- হলে
পর লোকে যাতে আমাকে তাদের বাড়ীতে থাকতে দেয় সেইজন্য আমি কি করব
তা আমি জানি।' ৫"এই বলে যারা তার মালিকের কাছে ধার করেছিল তাদের
প্রত্যেককে সে ডাকল। তারপর সে প্রথম জনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার
মালিকের কাছে তোমার ধার কত?' ৬সে বলল, 'দু'হাজার চারশো লিটার তেল।'
সেই কর্মচারী তাকে বলল, 'যে কাগজে তোমার ধারের কথা লেখা আছে সেটা
নাও এবং শীঘ্র বসে এক হাজার দু'শো লেখ।' ৭সেই কর্মচারী তারপর আর
একজনকে বলল, 'তোমার ধার কত?' সে বলল, 'আঠারো টন গম।' কর্মচারীটি
বলল, 'তোমার কাগজে সাড়ে চৌদ্দ টন লেখ।' ৮সেই কর্মচারী অসৎ হলেও বুদ্ধি
করে কাজ করল বলে মালিক তার প্রশংসা করলেন। এতে বুঝা যায় যে, এই
দুনিয়ার লোকেরা নিজেদের মত লোকদের সংগে আচার-ব্যবহারে নূরের রাজ্যের
লোকদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। ৯আমি তোমাদের বলছি, এই খারাপ দুনিয়ার ধন
দ্বারা লোকদের সংগে বন্ধুত্ব কর, যেন সেই ধন ফুরিয়ে গেলে পর চিরকালের
থাকবার জায়গায় তোমাদের গ্রহণ করা হয়। ১০সামান্য ব্যাপারে যে বিশ্বাসযোগ্য
সে বড় ব্যাপারেও বিশ্বাসযোগ্য হয়। সামান্য ব্যাপারে যাকে বিশ্বাস করা যায় না
তাকে বড় ব্যাপারেও বিশ্বাস করা যায় না। ১১এই দুনিয়ার ধন-সম্পত্তির ব্যাপারে
যদি তোমাদের বিশ্বাস করা না যায় তবে কে তোমাদের বিশ্বাস করে আসল ধন
দেবে?

الأصحَاحُ السَّادِسُ عَشَرَ

١وَقَالَ أَيْضًا لِتَلاَمِيذِهِ:«كَانَ إِنْسَانٌ غَنِيٌّ لَهُ وَكِيلٌ، فَوُشِيَ بِهِ
إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُبَذِّرُ أَمْوَالَهُ. ٢فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ: مَا هذَا الَّذِي أَسْمَعُ عَنْكَ؟
أَعْطِ حِسَابَ وَكَالَتِكَ لأَنَّكَ لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَكُونَ وَكِيلاً بَعْدُ. ٣فَقَالَ
الْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ: مَاذَا أَفْعَلُ؟ لأَنَّ سَيِّدِي يَأْخُذُ مِنِّي الْوَكَالَةَ. لَسْتُ
أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُبَ، وَأَسْتَحِي أَنْ أَسْتَعْطِيَ. ٤قَدْ عَلِمْتُ مَاذَا أَفْعَلُ،
حَتَّى إِذَا عُزِلْتُ عَنِ الْوَكَالَةِ يَقْبَلُونِي فِي بُيُوتِهِمْ. ٥فَدَعَا كُلَّ وَاحِدٍ
مِنْ مَدْيُونِي سَيِّدِهِ، وَقَالَ لِلأَوَّلِ: كَمْ عَلَيْكَ لِسَيِّدِي؟ ٦فَقَالَ: مِئَةُ بَثٍّ
زَيْتٍ. فَقَالَ لَهُ: خُذْ صَكَّكَ وَاجْلِسْ عَاجِلاً وَاكْتُبْ خَمْسِينَ. ٧ثُمَّ قَالَ
لآخَرَ: وَأَنْتَ كَمْ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: مِئَةُ كُرِّ قَمْحٍ. فَقَالَ لَهُ: خُذْ صَكَّكَ
وَاكْتُبْ ثَمَانِينَ. ٨فَمَدَحَ السَّيِّدُ وَكِيلَ الظُّلْمِ إِذْ بِحِكْمَةٍ فَعَلَ، لأَنَّ
أَبْنَاءَ هذَا الدَّهْرِ أَحْكَمُ مِنْ أَبْنَاءِ النُّورِ فِي جِيلِهِمْ. ٩وَأَنَا أَقُولُ لَكُمُ:
اصْنَعُوا لَكُمْ أَصْدِقَاءَ بِمَالِ الظُّلْمِ، حَتَّى إِذَا فَنِيتُمْ يَقْبَلُونَكُمْ فِي
الْمَظَالِّ الأَبَدِيَّةِ. ١٠اَلأَمِينُ فِي الْقَلِيلِ أَمِينٌ أَيْضًا فِي الْكَثِيرِ،
وَالظَّالِمُ فِي الْقَلِيلِ ظَالِمٌ أَيْضًا فِي الْكَثِيرِ. ١١فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أُمَنَاءَ
فِي مَالِ الظُّلْمِ، فَمَنْ يَأْتَمِنُكُمْ عَلَى الْحَقِّ؟

১২অন্যের অধিকারে যা আছে তা ব্যবহার করবার ব্যাপারে যদি তোমাদের
বিশ্বাস করা না যায়, তবে তোমাদের নিজেদের অধিকারের জন্য কেউ কি
তোমাদের কিছু দেবে? ১৩"কোন গোলাম দু'জন কর্তার সেবা করতে পারে না,
কারণ সে একজনকে ঘৃণা করবে ও অন্যজনকে ভালবাসবে, কিংবা সে একজনের
প্রতি মনোযোগ দেবে ও অন্যজনকে তুচ্ছ করবে। আল্লাহ্ ও ধন-সম্পত্তি এই
দু'য়েরই সেবা তোমরা একসংগে করতে পার না।" ১৪এই সব কথা শুনে ফরীশীরা
ঈসাকে ঠাট্টা করতে লাগলেন, কারণ তারা টাকা-পয়সা বেশী ভালবাসতেন।
১৫তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "আপনারা লোকদের সামনে নিজেদের ধার্মিক
দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু আল্লাহ্ আপনাদের মনের অবস্থা জানেন। মানুষ যা
সম্মানিত মনে করে আল্লাহ্র চোখে তা ঘৃণার যোগ্য। ১৬"ইয়াহিয়ার সময় পর্যন্ত
তৌরাত শরীফ এবং নবীদের কিতাব চলত। তারপর থেকে আল্লাহ্র রাজ্যের
সুসংবাদ তবলিগ করা হচ্ছে এবং সবাই আগ্রহী হয়ে জোরের সংগে সেই রাজ্যে
ঢুকছে। ১৭তবে তৌরাত শরীফের একটা বিন্দু বাদ পড়বার চেয়ে বরং আসমান ও
জমীন শেষ হওয়া সহজ। ১৮"যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে আর একজনকে
বিয়ে করে সে জেনা করে। স্বামী যাকে ছেড়ে দিয়েছে সেই রকম স্ত্রীকে যে বিয়ে
করে সেও জেনা করে। ১৯"একজন ধনী লোক ছিল। সে বেগুনে কাপড় ও অন্যান্য
দামী দামী কাপড়-চোপড় পরত। প্রত্যেক দিন খুব জাঁকজমকের সংগে সে
আমোদ-প্রমোদ করত। ২০সেই ধনী লোকের দরজার কাছে লাসার নামে একজন
ভিখারীকে প্রায়ই এনে রাখা হত। লাসারের সারা গায়ে ঘা ছিল। ২১সেই ধনী
লোকের টেবিল থেকে যে খাবার পড়ত তা-ই খেয়ে সে পেট ভরাতে চাইত, আর
কুকুরেরা তার ঘা চেটে দিত। ২২"একদিন সেই ভিখারীটি মারা গেল। তখন
ফেরেশতারা এসে তাকে নবী ইব্রাহিমের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর একদিন সেই
ধনী লোকটিও মারা গেল এবং তাকে দাফন করা হল। ২৩কবরে খুব যন্ত্রণার মধ্যে
থেকে সে উপরের দিকে তাকাল এবং দূর থেকে ইব্রাহিম ও তাঁর পাশে লাসারকে
দেখতে পেল। ২৪তখন সে চিৎকার করে বলল, 'পিতা ইব্রাহিম, আমাকে দয়া
করুন। লাসারকে পাঠিয়ে দিন যেন সে তার আংগুলের আগাটা পানিতে ডুবিয়ে
আমার জিভ্ ঠাণ্ডা করে। এই আগুনের মধ্যে আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।'

١٢ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أُمَنَاءَ فِي مَا هُوَ لِلْغَيْرِ، فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا هُوَ
لَكُمْ؟ ١٣ لاَ يَقْدِرُ خَادِمٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ، لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ الْوَاحِدَ
وَيُحِبَّ الآخَرَ، أَوْ يُلاَزِمَ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ الآخَرَ. لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ
تَخْدِمُوا اللهَ وَالْمَالَ».

١٤ وَكَانَ الْفَرِّيسِيُّونَ أَيْضًا يَسْمَعُونَ هذَا كُلَّهُ، وَهُمْ مُحِبُّونَ
لِلْمَالِ، فَاسْتَهْزَأُوا بِهِ. ١٥ فَقَالَ لَهُمْ:«أَنْتُمُ الَّذِينَ تُبَرِّرُونَ أَنْفُسَكُمْ قُدَّامَ
النَّاسِ! وَلكِنَّ اللهَ يَعْرِفُ قُلُوبَكُمْ. إِنَّ الْمُسْتَعْلِيَ عِنْدَ النَّاسِ هُوَ
رِجْسٌ قُدَّامَ اللهِ.

١٦ «كَانَ النَّامُوسُ وَالأَنْبِيَاءُ إِلَى يُوحَنَّا. وَمِنْ ذلِكَ الْوَقْتِ يُبَشَّرُ
بِمَلَكُوتِ اللهِ، وَكُلُّ وَاحِدٍ يَغْتَصِبُ نَفْسَهُ إِلَيْهِ. ١٧ وَلكِنَّ زَوَالَ
السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ تَسْقُطَ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ.
١٨ كُلُّ مَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَكُلُّ مَنْ يَتَزَوَّجُ
بِمُطَلَّقَةٍ مِنْ رَجُلٍ يَزْنِي.

١٩ «كَانَ إِنْسَانٌ غَنِيٌّ وَكَانَ يَلْبَسُ الأَرْجُوانَ وَالْبَزَّ وَهُوَ يَتَنَعَّمُ
كُلَّ يَوْمٍ مُتَرَفِّهًا. ٢٠ وَكَانَ مِسْكِينٌ اسْمُهُ لِعَازَرُ، الَّذِي طُرِحَ عِنْدَ
بَابِهِ مَضْرُوبًا بِالْقُرُوحِ، ٢١ وَيَشْتَهِي أَنْ يَشْبَعَ مِنَ الْفُتَاتِ السَّاقِطِ
مِنْ مَائِدَةِ الْغَنِيِّ، بَلْ كَانَتِ الْكِلاَبُ تَأْتِي وَتَلْحَسُ قُرُوحَهُ. ٢٢ فَمَاتَ
الْمِسْكِينُ وَحَمَلَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْرَاهِيمَ. وَمَاتَ الْغَنِيُّ أَيْضًا
وَدُفِنَ، ٢٣ فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ فِي الْجَحِيمِ وَهُوَ فِي الْعَذَابِ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ
مِنْ بَعِيدٍ وَلِعَازَرَ فِي حِضْنِهِ، ٢٤ فَنَادَى وَقَالَ: يَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ،
ارْحَمْنِي، وَأَرْسِلْ لِعَازَرَ لِيَبُلَّ طَرَفَ إِصْبَعِهِ بِمَاءٍ وَيُبَرِّدَ لِسَانِي،
لأَنِّي مُعَذَّبٌ فِي هذَا اللَّهِيبِ.

২৫"কিন্তু ইব্রাহিম বললেন, 'মনে করে দেখ, তুমি যখন বেঁচে ছিলে তখন কত সুখ
ভোগ করেছ আর লাসার কত কষ্ট ভোগ করেছে। কিন্তু এখন সে এখানে সান্ত্বনা
পাচ্ছে আর তুমি কষ্ট পাচ্ছ। ২৬এছাড়া তোমাদের ও আমাদের মধ্যে এমন একটা
বিরাট ফাঁক রয়েছে যাতে ইচ্ছা করলেও কেউ এখান থেকে পার হয়ে তোমাদের
কাছে যেতে না পারে এবং ওখান থেকে পার হয়ে আমাদের কাছে আসতে না
পারে।' ২৭"তখন সেই ধনী লোকটি বলল, 'তাহলে পিতা, দয়া করে লাসারকে
আমার পিতার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিন, ২৮যেন সে আমার পাঁচটি ভাইকে সাবধান
করতে পারে; তা না হলে তারাও তো এই যন্ত্রণার জায়গায় আসবে।' ২৯"কিন্তু
ইব্রাহিম বললেন, 'মূসা ও নবীদের লেখা কিতাব তো তাদের কাছে আছে। ওরা
তাঁদের কথায় মনোযোগ দিক।' ৩০"সেই ধনী লোকটি বলল, 'না, না, পিতা
ইব্রাহিম, মৃতদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছে গেলে তারা তওবা করবে।'
৩১"তখন ইব্রাহিম বললেন, 'মূসা ও নবীদের কথা যদি তারা না শোনে তবে
মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উঠলেও তারা বিশ্বাস করবে না।"

১৭ অধ্যায়

১ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "গুনাহের পথে নিয়ে যাবার জন্য উসকানি
আসবেই আসবে, কিন্তু ঘৃণ্য সেই লোক, যার মধ্য দিয়ে সেই উসকানি আসে!
২এই ছোটদের মধ্যে একজনকে যদি কেউ গুনাহের পথে নিয়ে যায়, তবে তার
গলায় বড় পাথর বেঁধে তাকে সাগরে ফেলে দেওয়া বরং তার পক্ষে ভাল।
৩"তোমরা সাবধান হও। যদি তোমার ভাই তোমার বিরুদ্ধে অন্যায় করে তাকে
বকুনি দাও। যদি সে সেই অন্যায় থেকে মন ফিরায় তবে তাকে মাফ কর। ৪যদি
দিনের মধ্যে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে সে অন্যায় করে এবং সাতবারই এসে বলে,
'আমি এই অন্যায় থেকে মন ফিরিয়েছি,' তাহলে তাকে মাফ করতে হবে।" ৫সেই
বারোজন সাহাবী হযরত ঈসাকে বললেন, "আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন।"

٢٥فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَا ابْنِي، اذْكُرْ أَنَّكَ اسْتَوْفَيْتَ خَيْرَاتِكَ فِي
حَيَاتِكَ، وَكَذلِكَ لِعَازَرُ الْبَلاَيَا. وَالآنَ هُوَ يَتَعَزَّى وَأَنْتَ تَتَعَذَّبُ.
٢٦وَفَوْقَ هذَا كُلِّهِ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هُوَّةٌ عَظِيمَةٌ قَدْ أُثْبِتَتْ، حَتَّى إِنَّ
الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْعُبُورَ مِنْ ههُنَا إِلَيْكُمْ لاَ يَقْدِرُونَ، وَلاَ الَّذِينَ مِنْ
هُنَاكَ يَجْتَازُونَ إِلَيْنَا. ٢٧فَقَالَ: أَسْأَلُكَ إِذًا، يَا أَبَتِ، أَنْ تُرْسِلَهُ إِلَى
بَيْتِ أَبِي، ٢٨لأَنَّ لِي خَمْسَةَ إِخْوَةٍ، حَتَّى يَشْهَدَ لَهُمْ لِكَيْلاَ يَأْتُوا هُمْ
أَيْضًا إِلَى مَوْضِعِ الْعَذَابِ هذَا. ٢٩قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: عِنْدَهُمْ مُوسَى
وَالأَنْبِيَاءُ، لِيَسْمَعُوا مِنْهُمْ. ٣٠فَقَالَ: لاَ، يَا أَبِي إِبْرَاهِيمَ، بَلْ إِذَا
مَضَى إِلَيْهِمْ وَاحِدٌ مِنَ الأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ. ٣١فَقَالَ لَهُ: إِنْ كَانُوا لاَ
يَسْمَعُونَ مِنْ مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ، وَلاَ إِنْ قَامَ وَاحِدٌ مِنَ الأَمْوَاتِ
يُصَدِّقُونَ».

الأصحَاحُ السَّابعُ عَشَرَ

١وَقَالَ لِتَلاَمِيذِهِ:«لاَ يُمْكِنُ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَ الْعَثَرَاتُ، وَلكِنْ وَيْلٌ
لِلَّذِي تَأْتِي بِوَاسِطَتِهِ! ٢خَيْرٌ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عُنُقُهُ بِحَجَرِ رَحًى وَطُرِحَ
فِي الْبَحْرِ، مِنْ أَنْ يُعْثِرَ أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ. ٣اِحْتَرِزُوا لأَنْفُسِكُمْ.
وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَوَبِّخْهُ، وَإِنْ تَابَ فَاغْفِرْ لَهُ. ٤وَإِنْ أَخْطَأَ
إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ، وَرَجَعَ إِلَيْكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ
قَائِلاً: أَنَا تَائِبٌ، فَاغْفِرْ لَهُ». ٥فَقَالَ الرُّسُلُ لِلرَّبِّ:«زِدْ إِيمَانَنَا!».

٦فَقَالَ الرَّبُّ:«لَوْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَل، لَكُنْتُمْ تَقُولُونَ لِهذِهِ الْجُمَّيْزَةِ: انْقَلِعِي وَانْغَرِسِي فِي الْبَحْرِ فَتُطِيعُكُمْ.

٧«وَمَنْ مِنْكُمْ لَهُ عَبْدٌ يَحْرُثُ أَوْ يَرْعَى، يَقُولُ لَهُ إِذَا دَخَلَ مِنَ الْحَقْلِ: تَقَدَّمْ سَرِيعًا وَاتَّكِئْ. ٨بَلْ أَلاَ يَقُولُ لَهُ: أَعْدِدْ مَا أَتَعَشَّى بِهِ، وَتَمَنْطَقْ وَاخْدِمْنِي حَتَّى آكُلَ وَأَشْرَبَ، وَبَعْدَ ذلِكَ تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ أَنْتَ؟ ٩فَهَلْ لِذلِكَ الْعَبْدِ فَضْلٌ لأَنَّهُ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ؟ لاَ أَظُنُّ. ١٠كَذلِكَ أَنْتُمْ أَيْضًا، مَتَى فَعَلْتُمْ كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ فَقُولُوا: إِنَّنَا عَبِيدٌ بَطَّالُونَ، لأَنَّنَا إِنَّمَا عَمِلْنَا مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْنَا».

١١وَفِي ذَهَابِهِ إِلَى أُورُشَلِيمَ اجْتَازَ فِي وَسْطِ السَّامِرَةِ وَالْجَلِيلِ. ١٢وَفِيمَا هُوَ دَاخِلٌ إِلَى قَرْيَةٍ اسْتَقْبَلَهُ عَشَرَةُ رِجَال بُرْص، فَوَقَفُوا مِنْ بَعِيدٍ ١٣وَرَفَعُوا صَوْتًا قَائِلِينَ:«يَا يَسُوعُ، يَا مُعَلِّمُ، ارْحَمْنَا!». ١٤فَنَظَرَ وَقَالَ لَهُمُ:«اذْهَبُوا وَأَرُوا أَنْفُسَكُمْ لِلْكَهَنَةِ». وَفِيمَا هُمْ مُنْطَلِقُونَ طَهُرُوا. ١٥فَوَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمَّا رَأَى أَنَّهُ شُفِيَ، رَجَعَ يُمَجِّدُ اللهَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ، ١٦وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ شَاكِرًا لَهُ، وَكَانَ سَامِرِيًّا. ١٧فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ:«أَلَيْسَ الْعَشَرَةُ قَدْ طَهُرُوا؟ فَأَيْنَ التِّسْعَةُ؟ ١٨أَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَرْجِعُ لِيُعْطِيَ مَجْدًا لِلهِ غَيْرُ هذَا الْغَرِيبِ الْجِنْسِ؟» ١٩ثُمَّ قَالَ لَهُ:«قُمْ وَامْضِ، إِيمَانُكَ خَلَّصَكَ».

٢٠وَلَمَّا سَأَلَهُ الْفَرِّيسِيُّونَ:«مَتَى يَأْتِي مَلَكُوتُ اللهِ؟» أَجَابَهُمْ وَقَالَ:«لاَ يَأْتِي مَلَكُوتُ اللهِ بِمُرَاقَبَةٍ، ٢١وَلاَ يَقُولُونَ: هُوَذَا ههُنَا، أَوْ: هُوَذَا هُنَاكَ! لأَنْ هَا مَلَكُوتُ اللهِ دَاخِلَكُمْ».

৬ঈসা বললেন, “একটা সরিষা-দানার মতও যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে তবে তোমরা এই তুঁত গাছটাকে বলতে পারবে, ‘শিকড়সুদ্ধ উঠে গিয়ে নিজেকে সাগরে পুঁতে রাখ’; তাতে সেই গাছটি তোমাদের কথা শুনবে। ৭“মনে কর, তোমাদের একজনের গোলাম হাল বাইছে বা ভেড়া চরাচ্ছে। যখন সেই গোলাম মাঠ থেকে আসবে তখন কি তার মালিক তাকে বলবেন, ‘তাড়াতাড়ি গিয়ে খেতে বস’? ৮না, তা বলবেন না, বরং বলবেন, ‘আমার খাওয়ার আয়োজন কর, আর আমি যতক্ষণ খাওয়া-দাওয়া করি ততক্ষণ কোমরে কাপড় জড়িয়ে আমার সেবা-যত্ন কর। তারপর তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে।’ ৯সেই গোলাম তাঁর হুকুম মত কাজ করেছে বলে কি তিনি তাকে শুকরিয়া জানাবেন? ১০সেইভাবে আল্লাহ্‌র হুকুম মত সমস্ত কাজ করবার পরে তোমরা বোলো, ‘আমরা অপদার্থ গোলাম; যা করা উচিত আমরা কেবল তা-ই করেছি।’ ” ১১জেরুজালেমে যাবার পথে ঈসা সামেরিয়া ও গালীলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন একটা গ্রামে ঢুকবার সময় তিনি দশজন চর্মরোগীকে দেখতে পেলেন। তারা দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, “ঈসা, হুজুর, আমাদের দয়া করুন।” ১৪সেই রোগীদের দেখে ঈসা বললেন, “ইমামদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।” তারা পথে যেতে যেতেই সুস্থ হয়ে গেল। ১৫তাদের মধ্যে একজন যখন দেখল সে ভাল হয়ে গেছে তখন সে চিৎকার করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে ফিরে আসল এবং ঈসার পায়ের কাছে উবুড় হয়ে পড়ে তাঁকে শুকরিয়া জানাল। সে ছিল সামেরিয়া প্রদেশের লোক। ১৭তখন ঈসা বললেন, “দশজনকে কি সুস্থ করা হয় নি? তবে বাকী ন’জন কোথায়? ১৮আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবার জন্য এই বিদেশী লোকটি ছাড়া আর কেউ কি ফিরে আসল না?” ১৯তারপর ঈসা লোকটিকে বললেন, “উঠে চলে যাও। বিশ্বাস করেছ বলে তুমি ভাল হয়েছ।” ২০কয়েকজন ফরীশী ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন কবে আল্লাহ্‌র রাজ্য আসবে। জবাবে ঈসা বললেন, “আল্লাহ্‌র রাজ্য আসবার সময় কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ২১কেউই বলবে না, “দেখ, আল্লাহ্‌র রাজ্য এখানে,’ বা ‘দেখ, আল্লাহ্‌র রাজ্য ওখানে,’ কারণ আপনাদের মধ্যেই তো আল্লাহ্‌র রাজ্য আছে।”

٢٢وَقَالَ لِلتَّلاَمِيذِ:«سَتَأْتِي أَيَّامٌ فِيهَا تَشْتَهُونَ أَنْ تَرَوْا يَوْمًا وَاحِدًا
مِنْ أَيَّامِ ابْنِ الإِنْسَانِ وَلاَ تَرَوْنَ. ٢٣وَيَقُولُونَ لَكُمْ:هُوَذَا ههُنَا! أَوْ:
هُوَذَا هُنَاكَ! لاَ تَذْهَبُوا وَلاَ تَتْبَعُوا، ٢٤لأَنَّهُ كَمَا أَنَّ الْبَرْقَ الَّذِي
يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ السَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ السَّمَاءِ،
كَذلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ابْنُ الإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. ٢٥وَلكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلاً أَنْ
يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هذَا الْجِيلِ. ٢٦وَكَمَا كَانَ فِي أَيَّامِ نُوحٍ
كَذلِكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ ابْنِ الإِنْسَانِ: ٢٧كَانُوا يَأْكُلُونَ
وَيَشْرَبُونَ، وَيُزَوِّجُونَ وَيَتَزَوَّجُونَ، إِلَى الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ دَخَلَ نُوحٌ
الْفُلْكَ، وَجَاءَ الطُّوفَانُ وَأَهْلَكَ الْجَمِيعَ. ٢٨كَذلِكَ أَيْضًا كَمَا كَانَ فِي
أَيَّامِ لُوطٍ: كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَيَشْتَرُونَ وَيَبِيعُونَ،
وَيَغْرِسُونَ وَيَبْنُونَ. ٢٩وَلكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي فِيهِ خَرَجَ لُوطٌ مِنْ سَدُومَ،
أَمْطَرَ نَارًا وَكِبْرِيتًا مِنَ السَّمَاءِ فَأَهْلَكَ الْجَمِيعَ. ٣٠هكَذَا يَكُونُ فِي
الْيَوْمِ الَّذِي فِيهِ يُظْهَرُ ابْنُ الإِنْسَانِ. ٣١فِي ذلِكَ الْيَوْمِ مَنْ كَانَ عَلَى
السَّطْحِ وَأَمْتِعَتُهُ فِي الْبَيْتِ فَلاَ يَنْزِلْ لِيَأْخُذَهَا، وَالَّذِي فِي الْحَقْلِ
كَذلِكَ لاَ يَرْجِعْ إِلَى الْوَرَاءِ. ٣٢اُذْكُرُوا امْرَأَةَ لُوطٍ! ٣٣مَنْ طَلَبَ أَنْ
يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ أَهْلَكَهَا يُحْيِيهَا. ٣٤أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ فِي تِلْكَ
اللَّيْلَةِ يَكُونُ اثْنَانِ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ، فَيُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ الآخَرُ.
٣٥تَكُونُ اثْنَتَانِ تَطْحَنَانِ مَعًا، فَتُؤْخَذُ الْوَاحِدَةُ وَتُتْرَكُ الأُخْرَى.
٣٦يَكُونُ اثْنَانِ فِي الْحَقْلِ، فَيُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ الآخَرُ».
٣٧فَأَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ:«أَيْنَ يَارَبُّ؟» فَقَالَ لَهُمْ: «حَيْثُ تَكُونُ الْجُثَّةُ
هُنَاكَ تَجْتَمِعُ النُّسُورُ».

২২এর পরে তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন, “এমন দিন আসছে যখন তোমরা
চাইবে যেন ইব্‌ন্তেআদমের সময়কার একটা দিন তোমরা দেখতে পাও, কিন্তু তা
দেখতে পাবে না। ২৩লোকে তোমাদের বলবে, ‘ওখানে দেখ,’ বা ‘এখানে দেখ।’
বাইরে যেয়ো না বা তাদের পিছনে দৌড়িও না। ২৪বিদ্যুৎ চমকালে যেমন আকাশের
একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত আলো হয়ে যায়, ইব্‌ন্তেআদমের আসা সেইভাবে
হবে। ২৫কিন্তু প্রথমে তাঁকে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে। তা ছাড়া এই
কালের লোকেরা তাঁকে অগ্রাহ্য করবে। ২৬“নূহের সময়ে যেমন হয়েছিল
ইব্‌ন্তেআদমের সময়েও তেমনি হবে। ২৭যে পর্যন্ত না নূহ্‌ জাহাজে উঠলেন এবং
বন্যা এসে লোকদের সবাইকে ধ্বংস করল সেই পর্যন্ত লোকেরা খাওয়া-দাওয়া
করছিল, বিয়ে করছিল ও বিয়ে দিচ্ছিল। ২৮আবার লুতের সময়ে যেমন হয়েছিল
তেমনি হবে। সেই সময়ে লোকে খাওয়া-দাওয়া, বেচা-কেনা, চাষ-বাস এবং ঘর-
বাড়ী তৈরী করছিল। ২৯কিন্তু যেদিন লুত সাদুম ছেড়ে আসলেন সেই দিন আসমান
থেকে আগুন ও গন্ধকের বৃষ্টি পড়ে লোকদের সবাইকে ধ্বংস করল। ৩০যেদিন
ইব্‌ন্তেআদম প্রকাশিত হবেন সেই দিন এই রকমই হবে। ৩১“সেই দিন ছাদের উপরে
যে থাকবে সে ঘর থেকে জিনিসপত্র নেবার জন্য নীচে না নামুক। তেমনি করে
ক্ষেতের মধ্যে যে থাকবে সে ফিরে না আসুক। ৩২লুতের স্ত্রীর কথা মনে করে দেখ।
৩৩যে কেউ তার জীবন রক্ষা করতে চেষ্টা করে সে তার সত্যিকারের জীবন
হারাবে, আর যে কেউ তার প্রাণ হারায় সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে।
৩৪আমি তোমাদের বলছি, সেই রাতে এক বিছানায় দু’জন থাকবে; একজনকে
নেওয়া হবে আর অন্যজনকে ফেলে যাওয়া হবে। ৩৫তখন দু’জন স্ত্রীলোক
একসংগে জাঁতা ঘুরাবে; একজনকে নেওয়া হবে আর অন্যজনকে ফেলে যাওয়া
হবে।” ৩৭সাহাবীরা বললেন, “হুজুর, কোথায়?” জবাবে ঈসা বললেন, “লাশ
যেখানে থাকে সেখানেই তো শকুন এসে জড়ো হয়।”

১৮ অধ্যায়

১সাহাবীরা যাতে সব সময় মুনাজাত করে এবং নিরাশ না হয় সেই শিক্ষা দেবার
জন্য ঈসা তাঁদের এই উদাহরণটা বললেন: "কোন এক শহরে একজন বিচারক
ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন না এবং মানুষকেও গ্রাহ্য করতেন না। ৩সেই
শহরে একজন বিধবা ছিল। সে বারবার এসে তাঁকে বলত, 'ন্যায়বিচার করে
আমার বিপক্ষের বিরুদ্ধে রায় দিন।' ৪সেই বিচারক কিছু দিন পর্যন্ত কিছুই করলেন
না। কিন্তু শেষে তিনি মনে মনে বললেন, 'যদিও আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি না এবং
মানুষকেও গ্রাহ্য করি না, ৫তবুও এই বিধবা আমাকে বিরক্ত করছে বলে আমি তার
পক্ষে ন্যায়বিচার করব। তা না হলে সে বারবার আসবে আর তাতে আমি ক্লান্ত হয়ে
পড়ব।' " ৬এর পর ঈসা আরও বললেন, "ন্যায় বিচারক না হলেও তিনি কি
বললেন তা ভেবে দেখ। ৭তাহলে যারা আল্লাহ্‌কে দিন রাত ডাকে, আল্লাহ্ কি তাঁর
সেই বাছাই-করা বান্দাদের পক্ষে ন্যায়বিচার করবেন না? তিনি কি তা করতে দেরি
করবেন? ৮আমি তোমাদের বলছি, তিনি তাদের পক্ষে ন্যায়বিচার করতে দেরি
করবেন না। কিন্তু ইব্‌ন্তেআদম যখন আসবেন তখন কি তিনি দুনিয়াতে ঈমান
দেখতে পাবেন?" ৯যারা নিজেদের ধার্মিক মনে করে অন্যদের তুচ্ছ করত তাদের
শিক্ষা দেবার জন্য ঈসা এই কথা বললেন: ১০"দু'জন লোক মুনাজাত করবার জন্য
বায়তুল-মোকাদ্দসে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ফরীশী ও অন্যজন
খাজনা-আদায়কারী। ১১সেই ফরীশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের বিষয়ে এই মুনাজাত
করলেন, 'হে আল্লাহ্, আমি তোমাকে শুকরিয়া জানাই যে, আমি অন্য লোকদের
মত ঠগ, অসৎ ও জেনাকারী নই, এমন কি, ঐ খাজনা-আদায়কারীর মতও নই।
১২আমি সপ্তায় দু'বার রোজা রাখি এবং আমার সমস্ত আয়ের দশ ভাগের এক
ভাগ তোমাকে দিই।' ১৩সেই সময় সেই খাজনা-আদায়কারী কিছু দূরে দাঁড়িয়ে
ছিল। আসমানের দিকে তাকাবারও তার সাহস হল না; সে বুক চাপ্‌ড়ে বলল, 'হে
আল্লাহ্! আমি গুনাহ্‌গার; আমার প্রতি মমতা কর।'

الأصحَاحُ الثَّامِنُ عَشَرَ

١وَقَالَ لَهُمْ أَيْضًا مَثَلاً فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى كُلَّ حِينٍ وَلاَ
يُمَلَّ، ٢قِائِلاً:«كَانَ فِي مَدِينَةٍ قَاضٍ لاَ يَخَافُ اللهَ وَلاَ يَهَابُ إِنْسَانًا.
٣وَكَانَ فِي تِلْكَ الْمَدِينَةِ أَرْمَلَةٌ. وَكَانَتْ تَأْتِي إِلَيْهِ قَائِلَةً: أَنْصِفْنِي مِنْ
خَصْمِي!. ٤وَكَانَ لاَ يَشَاءُ إِلَى زَمَانٍ. وَلَكِنْ بَعْدَ ذلِكَ قَالَ فِي
نَفْسِهِ: وَإِنْ كُنْتُ لاَ أَخَافُ اللهَ وَلاَ أَهَابُ إِنْسَانًا، ٥فَإِنِّي لأَجْلِ أَنَّ
هذِهِ الأَرْمَلَةَ تُزْعِجُنِي، أُنْصِفُهَا، لِئَلاَّ تَأْتِيَ دَائِمًا فَتَقْمَعَنِي!».
٦وَقَالَ الرَّبُّ:«اسْمَعُوا مَا يَقُولُ قَاضِي الظُّلْمِ. ٧أَفَلاَ يُنْصِفُ اللهُ
مُخْتَارِيهِ، الصَّارِخِينَ إِلَيْهِ نَهَارًا وَلَيْلاً، وَهُوَ مُتَمَهِّلٌ عَلَيْهِمْ؟
٨أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يُنْصِفُهُمْ سَرِيعًا! وَلَكِنْ مَتَى جَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ،
أَلَعَلَّهُ يَجِدُ الإِيمَانَ عَلَى الأَرْضِ؟».

٩وَقَالَ لِقَوْمٍ وَاثِقِينَ بِأَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ أَبْرَارٌ، وَيَحْتَقِرُونَ الآخَرِينَ
هذَا الْمَثَلَ:

١٠«إِنْسَانَانِ صَعِدَا إِلَى الْهَيْكَلِ لِيُصَلِّيَا، وَاحِدٌ فَرِّيسِيٌّ وَالآخَرُ
عَشَّارٌ. ١١أَمَّا الْفَرِّيسِيُّ فَوَقَفَ يُصَلِّي فِي نَفْسِهِ هكَذَا: اَللّهُمَّ أَنَا
أَشْكُرُكَ أَنِّي لَسْتُ مِثْلَ بَاقِي النَّاسِ الْخَاطِفِينَ الظَّالِمِينَ الزُّنَاةِ، وَلاَ
مِثْلَ هذَا الْعَشَّارِ. ١٢أَصُومُ مَرَّتَيْنِ فِي الأُسْبُوعِ، وَأُعَشِّرُ كُلَّ مَا
أَقْتَنِيهِ. ١٣وَأَمَّا الْعَشَّارُ فَوَقَفَ مِنْ بَعِيدٍ، لاَ يَشَاءُ أَنْ يَرْفَعَ عَيْنَيْهِ
نَحْوَ السَّمَاءِ، بَلْ قَرَعَ عَلَى صَدْرِهِ قَائِلاً: اَللّهُمَّ ارْحَمْنِي، أَنَا
الْخَاطِئَ.

১৪"আমি তোমাদের বলছি, সেই খাজনা-আদায়কারীকে আল্লাহ্‌ ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন আর সে বাড়ী ফিরে গেল। কিন্তু সেই ফরীশীকে তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করলেন না। যে কেউ নিজেকে উঁচু করে তাকে নীচু করা হবে এবং যে নিজেকে নীচু করে তাকে উঁচু করা হবে।" ১৫লোকেরা ছোট ছেলেমেয়েদের ঈসার কাছে নিয়ে আসল যেন তিনি তাদের উপর হাত রাখেন। সাহাবীরা এ দেখে সেই লোকদের বকুনি দিতে লাগলেন। ১৬কিন্তু ঈসা সেই ছেলেমেয়েদের নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তারপর তিনি সাহাবীদের বললেন, "ছেলেমেয়েদের আমার কাছে আসতে দাও, বাধা দিও না; কারণ আল্লাহ্‌র রাজ্য এদের মত লোকদেরই। ১৭আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ছোট ছেলেমেয়ের মত আল্লাহ্‌র শাসন মেনে না নিলে কেউ কোনমতেই আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।" ১৮সমাজের একজন নেতা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর, আপনি একজন ভাল লোক। আমাকে বলুন, কি করলে আমি অনন্ত জীবন লাভ করতে পারব?" ১৯ঈসা তাঁকে বললেন, "আমাকে ভাল বলছেন কেন? একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউই ভাল নয়। ২০আপনি তো হুকুমগুলো জানেন, 'জেনা কোরো না, খুন কোরো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান কোরো।' " ২১সেই নেতা বললেন, "ছোটবেলা থেকে আমি এই সব পালন করে আসছি।" ২২এই কথা শুনে ঈসা তাঁকে বললেন, "এখনও একটা কাজ আপনার বাকী আছে। আপনার যা কিছু আছে বিক্রি করে গরীবদের বিলিয়ে দিন, তাহলে আপনি বেহেশতে ধন পাবেন। তারপর এসে আমার উম্মত হন।" ২৩এই কথা শুনে সেই নেতা খুব দুঃখিত হলেন, কারণ তিনি খুব ধনী ছিলেন। ২৪সেই নেতার দিকে তাকিয়ে ঈসা বললেন, "ধনীদের পক্ষে আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢোকা কত কঠিন! ২৫ধনীর পক্ষে আল্লাহ্‌র রাজ্যে ঢুকবার চেয়ে বরং সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ।" ২৬ঈসার এই কথা যারা শুনল তারা বলল, "তাহলে কে নাজাত পেতে পারে?" ২৭ঈসা বললেন, "মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব আল্লাহ্‌র পক্ষে তা সম্ভব।" ২৮তখন পিতর বললেন, "আমরা তো সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার সাহাবী হয়েছি।"

١٤أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ هذَا نَزَلَ إِلَى بَيْتِهِ مُبَرَّرًا دُونَ ذَاكَ، لأَنَّ كُلَّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ يَتَّضِعُ، وَمَنْ يَضَعُ نَفْسَهُ يَرْتَفِعُ».

١٥فَقَدَّمُوا إِلَيْهِ الأَطْفَالَ أَيْضًا لِيَلْمِسَهُمْ، فَلَمَّا رَآهُمُ التَّلاَمِيذُ انْتَهَرُوهُمْ. ١٦أَمَّا يَسُوعُ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ:«دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ، لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ اللهِ. ١٧اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: مَنْ لاَ يَقْبَلُ مَلَكُوتَ اللهِ مِثْلَ وَلَدٍ فَلَنْ يَدْخُلَهُ».

١٨وَسَأَلَهُ رَئِيسٌ قَائِلاً:«أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ الصَّالِحُ، مَاذَا أَعْمَلُ لأَرِثَ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ؟» ١٩فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«لِمَاذَا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلاَّ وَاحِدٌ وَهُوَ اللهُ. ٢٠أَنْتَ تَعْرِفُ الْوَصَايَا: لاَ تَزْنِ. لاَ تَقْتُلْ. لاَ تَسْرِقْ. لاَ تَشْهَدْ بِالزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ». ٢١فَقَالَ:«هذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَدَاثَتِي». ٢٢فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ ذلِكَ قَالَ لَهُ:«يُعْوِزُكَ أَيْضًا شَيْءٌ: بِعْ كُلَّ مَا لَكَ وَوَزِّعْ عَلَى الْفُقَرَاءِ، فَيَكُونَ لَكَ كَنْزٌ فِي السَّمَاءِ، وَتَعَالَ اتْبَعْنِي». ٢٣فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ حَزِنَ، لأَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا جِدًّا. ٢٤فَلَمَّا رَآهُ يَسُوعُ قَدْ حَزِنَ، قَالَ:«مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي الأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ اللهِ! ٢٥لأَنَّ دُخُولَ جَمَلٍ مِنْ ثُقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيٌّ إِلَى مَلَكُوتِ اللهِ!». ٢٦فَقَالَ الَّذِينَ سَمِعُوا: «فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْلُصَ؟» ٢٧فَقَالَ:«غَيْرُ الْمُسْتَطَاعِ عِنْدَ النَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ اللهِ». ٢٨فَقَالَ بُطْرُسُ:«هَا نَحْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعْنَاكَ».

২৯ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যারা আল্লাহ্‌র
রাজ্যের জন্য বাড়ী-ঘর, স্ত্রী, ভাই-বোন, মা-বাবা বা ছেলেমেয়ে ছেড়ে এসেছে,
৩০তারা প্রত্যেকে এই যুগেই অনেক বেশী পাবে এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন
লাভ করবে।” ৩১ঈসা তাঁর বারোজন সাহাবীকে একপাশে ডেকে নিয়ে বললেন,
“দেখ, আমরা জেরুজালেমে যাচ্ছি। ইব্‌নেআদমের বিষয়ে নবীরা যা যা লিখে
গেছেন তা সবই পূর্ণ হবে। ৩২তাঁকে অ-ইহুদীদের হাতে দেওয়া হবে। লোকে তাঁকে
ঠাট্টা ও অপমান করবে এবং তাঁর গায়ে থুথু দেবে। ৩৩ভীষণভাবে চাবুক মারবার
পরে তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তৃতীয় দিনে তিনি জীবিত হয়ে উঠবেন।”
৩৪সাহাবীরা কিন্তু এই সব বিষয় কিছুই বুঝলেন না। সেই কথার অর্থ তাঁদের
কাছে গোপন রাখা হয়েছিল বলে ঈসা যে কি বলছিলেন তা তাঁরা বুঝলেন না।
৩৫ঈসা যখন জেরিকো শহরের কাছে আসলেন তখন একজন অন্ধ লোক পথের
ধারে বসে ভিক্ষা করছিল। ৩৬অনেক লোকের গলার আওয়াজ শুনে সে ব্যাপার কি
তা জিজ্ঞাসা করল। ৩৭লোকেরা তাকে জানাল যে, নাসরতের ঈসা ঐ পথ দিয়ে
যাচ্ছেন। ৩৮তখন সে চিৎকার করে বলল, “দাউদের বংশধর ঈসা, আমাকে দয়া
করুন!” ৩৯যে লোকেরা ভিড়ের সামনে ছিল তারা তাকে ধমক দিয়ে চুপ করতে
বলল। কিন্তু সে আরও চিৎকার করে বলল, “দাউদের বংশধর, আমাকে দয়া
করুন।” ৪০ঈসা থামলেন এবং সেই অন্ধকে তাঁর কাছে আনতে বললেন। সে কাছে
আসলে পর তিনি বললেন, ৪১“তুমি কি চাও? তোমার জন্য আমি কি করব?”
সে বলল, “হুজুর, আমি যেন দেখতে পাই।” ৪২ঈসা তাকে বললেন, “আচ্ছা,
তা-ই হোক। তুমি বিশ্বাস করেছ বলে ভাল হয়েছ।” ৪৩লোকটি তখনই দেখতে
পেল এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে করতে ঈসার পিছনে পিছনে চলল। এ দেখে
সমস্ত লোক আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল।

১৯ অধ্যায়

১ঈসা জেরিকো শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। ২সেখানে সক্কেয় নামে একজন
লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রধান খাজনা-আদায়কারী এবং একজন ধনী লোক।

[٢٩]فَقَالَ لَهُمُ:«الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَيْسَ أَحَدٌ تَرَكَ بَيْتًا أَوْ وَالِدَيْنِ
أَوْ إِخْوَةً أَوِ امْرَأَةً أَوْ أَوْلاَدًا مِنْ أَجْلِ مَلَكُوتِ اللهِ، [٣٠]إِلاَّ وَيَأْخُذُ فِي
هذَا الزَّمَانِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَفِي الدَّهْرِ الآتِي الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ».

[٣١]وَأَخَذَ الاثْنَيْ عَشَرَ وَقَالَ لَهُمْ:«هَا نَحْنُ صَاعِدُونَ إِلَى
أُورُشَلِيمَ، وَسَيَتِمُّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ بِالأَنْبِيَاءِ عَنِ ابْنِ الإِنْسَانِ،
[٣٢]لأَنَّهُ يُسَلَّمُ إِلَى الأُمَمِ، وَيُسْتَهْزَأُ بِهِ، وَيُشْتَمُ وَيُتْفَلُ عَلَيْهِ،
[٣٣]وَيَجْلِدُونَهُ، وَيَقْتُلُونَهُ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ». [٣٤]وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ
يَفْهَمُوا مِنْ ذلِكَ شَيْئًا، وَكَانَ هذَا الأَمْرُ مُخْفًى عَنْهُمْ، وَلَمْ يَعْلَمُوا
مَا قِيلَ.

[٣٥]وَلَمَّا اقْتَرَبَ مِنْ أَرِيحَا كَانَ أَعْمَى جَالِسًا عَلَى الطَّرِيقِ
يَسْتَعْطِي. [٣٦]فَلَمَّا سَمِعَ الْجَمْعَ مُجْتَازًا سَأَلَ:«مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ
هذَا؟» [٣٧]فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ يَسُوعَ النَّاصِرِيَّ مُجْتَازٌ. [٣٨]فَصَرَخَ قَائِلاً:
«يَايَسُوعُ ابْنَ دَاوُدَ، ارْحَمْنِي!». [٣٩]فَانْتَهَرَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ لِيَسْكُتَ،
أَمَّا هُوَ فَصَرَخَ أَكْثَرَ كَثِيرًا: «يَا ابْنَ دَاوُدَ، ارْحَمْنِي!». [٤٠]فَوَقَفَ
يَسُوعُ وَأَمَرَ أَنْ يُقَدَّمَ إِلَيْهِ. وَلَمَّا اقْتَرَبَ سَأَلَهُ [٤١]قَائِلاً:«مَاذَا تُرِيدُ أَنْ
أَفْعَلَ بِكَ؟» فَقَالَ: «يَاسَيِّدُ، أَنْ أُبْصِرَ!». [٤٢]فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:
«أَبْصِرْ. إِيمَانُكَ قَدْ شَفَاكَ». [٤٣]وَفِي الْحَالِ أَبْصَرَ، وَتَبِعَهُ وَهُوَ
يُمَجِّدُ اللهَ. وَجَمِيعُ الشَّعْبِ إِذْ رَأَوْا سَبَّحُوا اللهَ.

الأَصحَاحُ التَّاسِعُ عَشَرَ

[١]ثُمَّ دَخَلَ وَاجْتَازَ فِي أَرِيحَا. [٢]وَإِذَا رَجُلٌ اسْمُهُ زَكَّا، وَهُوَ
رَئِيسٌ لِلْعَشَّارِينَ وَكَانَ غَنِيًّا،

৩ঈসা কে, তা তিনি দেখতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বেঁটে ছিলেন বলে ভিড়ের
জন্য তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। ৪তাই তিনি ঈসাকে দেখবার জন্য সামনে
দৌড়ে গিয়ে একটা ডুমুর গাছে উঠলেন, কারণ ঈসা সেই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন।
৫ঈসা সেই ডুমুর গাছের কাছে এসে উপরের দিকে তাকালেন এবং সক্কেয়কে
বললেন, "সক্কেয়, তাড়াতাড়ি নেমে এস, কারণ আজ তোমার বাড়ীতে আমাকে
থাকতে হবে।" ৬সক্কেয় তাড়াতাড়ি নেমে আসলেন এবং আনন্দের সংগে ঈসাকে
গ্রহণ করলেন। ৭এ দেখে সবাই বক্‌বক করে বলল, "উনি একজন গুনাহ্‌গার
লোকের মেহমান হতে গেলেন।" ৮সক্কেয় সেখানে দাঁড়িয়ে ঈসাকে বললেন,
"হুজুর, আমি আমার ধন-সম্পত্তির অর্ধেক গরীবদের দিয়ে দিচ্ছি এবং যদি
কাউকে ঠকিয়ে থাকি তবে তার চারগুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।" ৯তখন ঈসা বললেন,
"এই বাড়ীতে আজ নাজাত আসল, কারণ এও তো ইব্রাহিমের বংশের একজন।
১০যারা হারিয়ে গেছে তাদের তালাশ করতে ও নাজাত করতেই ইব্‌ন্তেআদম
এসেছেন।" ১১ঈসা তখন যেখানে ছিলেন সেখান থেকে জেরুজালেম বেশী দূরে
ছিল না, আর যারা তাঁর কথা শুনছিল তারা ভাবছিল আল্লাহ্‌র রাজ্য শীঘ্রই প্রকাশ
পাবে। তাই ঈসা তাদের শিক্ষা দেবার জন্য এই কথা বললেন: ১২"একজন উঁচু
বংশের লোক রাজ-পদ নিয়ে ফিরে আসবেন বলে দূর দেশে গেলেন। ১৩যাবার
আগে তিনি তাঁর দশজন গোলামকে ডাকলেন এবং প্রত্যেক জনকে একশো দীনার
করে দিয়ে বললেন, 'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এ দিয়ে ব্যবসা কর।' ১৪"তাঁর
দেশের লোকেরা কিন্তু তাঁকে ঘৃণা করত। এইজন্য তারা তাঁর পিছনে লোক পাঠিয়ে
খবর দিল, 'আমরা চাই না এই লোকটা আমাদের উপর রাজত্ব করুক।' ১৫"তবুও
তিনি বাদশাহ্‌ নিযুক্ত হয়ে ফিরে আসলেন এবং যে দশজন গোলামকে টাকা
দিয়েছিলেন তাদের ডেকে আনতে হুকুম দিলেন। তিনি জানতে চাইলেন ব্যবসা
করে তারা কে কত লাভ করেছে। ১৬প্রথম জন এসে বলল, 'হুজুর, আপনার টাকা
দিয়ে আমি দশগুণ লাভ করেছি।' ১৭"বাদশাহ্‌ তাকে বললেন, 'শাবাশ! তুমি ভাল
গোলাম। তুমি সামান্য বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ বলে আমি তোমাকে দশটা গ্রামের ভার
দিলাম।' ১৮"দ্বিতীয় গোলামটি এসে বলল, 'হুজুর, আপনার টাকা দিয়ে আমি
পাঁচগুণ লাভ করেছি।'

٣وَطَلَبَ أَنْ يَرَى يَسُوعَ مَنْ هُوَ، وَلَمْ يَقْدِرْ مِنَ الْجَمْعِ، لأَنَّهُ كَانَ
قَصِيرَ الْقَامَةِ. ٤فَرَكَضَ مُتَقَدِّمًا وَصَعِدَ إِلَى جُمَّيْزَةٍ لِكَيْ يَرَاهُ، لأَنَّهُ
كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُرَّ مِنْ هُنَاكَ. ٥فَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى الْمَكَانِ، نَظَرَ
إِلَى فَوْقُ فَرَآهُ، وَقَالَ لَهُ:«يَا زَكَّا، أَسْرِعْ وَانْزِلْ، لأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ
أَمْكُثَ الْيَوْمَ فِي بَيْتِكَ». ٦فَأَسْرَعَ وَنَزَلَ وَقَبِلَهُ فَرِحًا. ٧فَلَمَّا رَأَى
الْجَمِيعُ ذلِكَ تَذَمَّرُوا قَائِلِينَ: «إِنَّهُ دَخَلَ لِيَبِيتَ عِنْدَ رَجُلٍ خَاطِئٍ».
٨فَوَقَفَ زَكَّا وَقَالَ لِلرَّبِّ:«هَا أَنَا يَارَبُّ أُعْطِي نِصْفَ أَمْوَالِي
لِلْمَسَاكِينِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ وَشَيْتُ بِأَحَدٍ أَرُدُّ أَرْبَعَةَ أَضْعَافٍ». ٩فَقَالَ
لَهُ يَسُوعُ:«الْيَوْمَ حَصَلَ خَلاَصٌ لِهذَا الْبَيْتِ، إِذْ هُوَ أَيْضًا ابْنُ
إِبْرَاهِيمَ، ١٠لأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلِّصَ مَا قَدْ
هَلَكَ».

١١وَإِذْ كَانُوا يَسْمَعُونَ هذَا عَادَ فَقَالَ مَثَلاً، لأَنَّهُ كَانَ قَرِيبًا مِنْ
أُورُشَلِيمَ، وَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ مَلَكُوتَ اللهِ عَتِيدٌ أَنْ يَظْهَرَ فِي الْحَالِ.
١٢فَقَالَ:«إِنْسَانٌ شَرِيفُ الْجِنْسِ ذَهَبَ إِلَى كُورَةٍ بَعِيدَةٍ لِيَأْخُذَ لِنَفْسِهِ
مُلْكًا وَيَرْجِعَ. ١٣فَدَعَا عَشَرَةَ عَبِيدٍ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ أَمْنَاءٍ، وَقَالَ
لَهُمْ: تَاجِرُوا حَتَّى آتِيَ. ١٤وَأَمَّا أَهْلُ مَدِينَتِهِ فَكَانُوا يُبْغِضُونَهُ،
فَأَرْسَلُوا وَرَاءَهُ سَفَارَةً قَائِلِينَ: لاَ نُرِيدُ أَنَّ هذَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا. ١٥وَلَمَّا
رَجَعَ بَعْدَمَا أَخَذَ الْمُلْكَ، أَمَرَ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ أُولئِكَ الْعَبِيدُ الَّذِينَ
أَعْطَاهُمُ الْفِضَّةَ، لِيَعْرِفَ بِمَا تَاجَرَ كُلُّ وَاحِدٍ. ١٦فَجَاءَ الأَوَّلُ قَائِلاً:
يَا سَيِّدُ، مَنَاكَ رَبِحَ عَشَرَةَ أَمْنَاءٍ. ١٧فَقَالَ لَهُ: نِعِمَّا أَيُّهَا الْعَبْدُ
الصَّالِحُ! لأَنَّكَ كُنْتَ أَمِينًا فِي الْقَلِيلِ، فَلْيَكُنْ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى عَشْرِ
مُدُنٍ. ١٨ثُمَّ جَاءَ الثَّانِي قَائِلاً: يَا سَيِّدُ، مَنَاكَ عَمِلَ خَمْسَةَ أَمْنَاءٍ.

১৯"তিনি সেই গোলামকে বললেন, 'তুমি পাঁচটা গ্রামের ভার পাবে।' ২০"তার
পরে অন্য আর একজন গোলাম এসে বলল, 'হুজুর, আমি আপনার টাকা
রুমালে বেঁধে রেখে দিয়েছিলাম। ২১আপনার সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল কারণ
আপনি খুব কড়া লোক; আপনি যা জমা করেন নি তা নিয়ে থাকেন এবং যা
বোনেন নি তা কাটেন।' ২২"তখন বাদশাহ্ বললেন, 'ওরে দুষ্ট গোলাম! তোর
মুখের কথা দিয়েই আমি তোর বিচার করব। তুই তো জানতিস্ যে, আমি কড়া
লোক; যা জমা করি নি তা নিয়ে থাকি এবং যা বুনি নি তা কাটি। ২৩তবে আমার
টাকা তুই মহাজনের কাছে রাখলি না কেন? তাহলে তো আমি এসে টাকাটাও
পেতাম এবং সংগে কিছু সুদও পেতাম।' ২৪"যারা বাদশাহ্র কাছে দাঁড়িয়ে ছিল
বাদশাহ্ তাদের বললেন, 'ওর কাছ থেকে ঐ একশো দীনার নিয়ে নাও এবং যার
এক হাজার দীনার আছে তাকে দাও।' ২৫"তখন সেই লোকেরা বাদশাহ্কে বলল,
'হুজুর, ওর তো এক হাজার দীনার আছে।' ২৬"বাদশাহ্ বললেন, 'আমি
তোমাদের বলছি, যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে, কিন্তু যার নেই তার যা
আছে তা-ও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। ২৭আমার শত্রুরা যারা চায় নি
আমি বাদশাহ্ হই, তাদের এখানে নিয়ে এস এবং আমার সামনে মেরে ফেল।' "
২৮এই সব কথা বলবার পরে ঈসা তাঁদের আগে আগে জেরুজালেমের দিকে
চললেন। ২৯যখন তিনি জৈতুন পাহাড়ের গায়ে বৈৎফগী ও বেথানিয়া গ্রামের কাছে
আসলেন তখন তাঁর দু'জন সাহাবীকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, ৩০"তোমরা
সামনের ঐ গ্রামে যাও। সেখানে ঢুকবার সময় দেখতে পাবে একটা গাধার বাচ্চা
বাঁধা আছে। ওর উপরে কেউ কখনও চড়ে নি। ওটা খুলে এখানে নিয়ে এস।
৩১যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'কেন ওটা খুলছ?' তবে বোলো, 'হুজুরের দরকার
আছে।' " ৩২যে সাহাবীদের পাঠানো হয়েছিল তাঁরা গিয়ে ঈসার কথামতই সব
কিছু দেখতে পেলেন। ৩৩তাঁরা যখন সেই বাচ্চাটা খুলছিলেন তখন মালিকেরা
তাঁদের জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা বাচ্চাটা খুলছ কেন?" ৩৪তাঁরা বললেন,
"হুজুরের দরকার আছে।" ৩৫তারপর সাহাবীরা সেই গাধার বাচ্চাটা ঈসার কাছে
আনলেন এবং তার উপরে তাঁদের গায়ের চাদর পেতে দিয়ে ঈসাকে বসালেন।

[١٩]فَقَالَ لِهذَا أَيْضًا: وَكُنْ أَنْتَ عَلَى خَمْسِ مُدُنٍ. [٢٠]ثُمَّ جَاءَ آخَرُ
قَائِلاً: يَا سَيِّدُ، هُوَذَا مَنَاكَ الَّذِي كَانَ عِنْدِي مَوْضُوعًا فِي مِنْدِيلٍ،
[٢١]لأَنِّي كُنْتُ أَخَافُ مِنْكَ، إِذْ أَنْتَ إِنْسَانٌ صَارِمٌ، تَأْخُذُ مَا لَمْ تَضَعْ
وَتَحْصُدُ مَا لَمْ تَزْرَعْ. [٢٢]فَقَالَ لَهُ: مِنْ فَمِكَ أَدِينُكَ أَيُّهَا الْعَبْدُ
الشِّرِّيرُ. عَرَفْتَ أَنِّي إِنْسَانٌ صَارِمٌ، آخُذُ مَا لَمْ أَضَعْ، وَأَحْصُدُ مَا
لَمْ أَزْرَعْ، [٢٣]فَلِمَاذَا لَمْ تَضَعْ فِضَّتِي عَلَى مَائِدَةِ الصَّيَارِفَةِ، فَكُنْتُ
مَتَى جِئْتُ أَسْتَوْفِيهَا مَعَ رِبًا؟ [٢٤]ثُمَّ قَالَ لِلْحَاضِرِينَ: خُذُوا مِنْهُ
الْمَنَا وَأَعْطُوهُ لِلَّذِي عِنْدَهُ الْعَشَرَةُ الأَمْنَاءُ. [٢٥]فَقَالُوا لَهُ: يَا سَيِّدُ،
عِنْدَهُ عَشَرَةُ أَمْنَاءٍ! [٢٦]لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ يُعْطَى، وَمَنْ
لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ. [٢٧]أَمَّا أَعْدَائِي، أُولئِكَ الَّذِينَ لَمْ
يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأْتُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قُدَّامِي».
[٢٨]وَلَمَّا قَالَ هذَا تَقَدَّمَ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ. [٢٩]وَإِذْ قَرُبَ مِنْ بَيْتِ
فَاجِي وَبَيْتِ عَنْيَا، عِنْدَ الْجَبَلِ الَّذِي يُدْعَى جَبَلَ الزَّيْتُونِ، أَرْسَلَ
اثْنَيْنِ مِنْ تَلاَمِيذِهِ [٣٠]قَائِلاً:«اذْهَبَا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمَامَكُمَا، وَحِينَ
تَدْخُلاَنِهَا تَجِدَانِ جَحْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ
قَطُّ. فَحُلاَّهُ وَأْتِيَا بِهِ. [٣١]وَإِنْ سَأَلَكُمَا أَحَدٌ: لِمَاذَا تَحُلاَّنِهِ؟ فَقُولاَ لَهُ
هكَذَا: إِنَّ الرَّبَّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ». [٣٢]فَمَضَى الْمُرْسَلاَنِ وَوَجَدَا كَمَا
قَالَ لَهُمَا. [٣٣]وَفِيمَا هُمَا يَحُلاَّنِ الْجَحْشَ قَالَ لَهُمَا أَصْحَابُهُ:«لِمَاذَا
تَحُلاَّنِ الْجَحْشَ؟» [٣٤]فَقَالاَ:«الرَّبُّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ». [٣٥]وَأَتَيَا بِهِ إِلَى
يَسُوعَ، وَطَرَحَا ثِيَابَهُمَا عَلَى الْجَحْشِ، وَأَرْكَبَا يَسُوعَ.

٣٦وَفِيمَا هُوَ سَائِرٌ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي الطَّرِيقِ. ٣٧وَلَمَّا قَرُبَ عِنْدَ
مُنْحَدَرِ جَبَلِ الزَّيْتُونِ، ابْتَدَأَ كُلُّ جُمْهُورِ التَّلاَمِيذِ يَفْرَحُونَ
وَيُسَبِّحُونَ اللهَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ، لأَجْلِ جَمِيعِ الْقُوَّاتِ الَّتِي نَظَرُوا،
٣٨قَائِلِينَ:«مُبَارَكٌ الْمَلِكُ الآتِي بِاسْمِ الرَّبِّ! سَلاَمٌ فِي السَّمَاءِ
وَمَجْدٌ فِي الأَعَالِي!». ٣٩وَأَمَّا بَعْضُ الْفَرِّيسِيِّينَ مِنَ الْجَمْعِ فَقَالُوا
لَهُ:«يَا مُعَلِّمُ، انْتَهِرْ تَلاَمِيذَكَ!». ٤٠فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ:«أَقُولُ لَكُمْ:
إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هؤُلاَءِ فَالْحِجَارَةُ تَصْرُخُ!».

٤١وَفِيمَا هُوَ يَقْتَرِبُ نَظَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا ٤٢قَائِلاً:«إِنَّكِ
لَوْ عَلِمْتِ أَنْتِ أَيْضًا، حَتَّى فِي يَوْمِكِ هذَا، مَا هُوَ لِسَلاَمِكِ! وَلكِنِ
الآنَ قَدْ أُخْفِيَ عَنْ عَيْنَيْكِ. ٤٣فَإِنَّهُ سَتَأْتِي أَيَّامٌ وَيُحِيطُ بِكِ أَعْدَاؤُكِ
بِمِتْرَسَةٍ، وَيُحْدِقُونَ بِكِ وَيُحَاصِرُونَكِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، ٤٤وَيَهْدِمُونَكِ
وَبَنِيكِ فِيكِ، وَلاَ يَتْرُكُونَ فِيكِ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ، لأَنَّكِ لَمْ تَعْرِفِي
زَمَانَ افْتِقَادِكِ».

٤٥وَلَمَّا دَخَلَ الْهَيْكَلَ ابْتَدَأَ يُخْرِجُ الَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ
فِيهِ ٤٦قَائِلاً لَهُمْ:«مَكْتُوبٌ: إِنَّ بَيْتِي بَيْتُ الصَّلاَةِ. وَأَنْتُمْ جَعَلْتُمُوهُ
مَغَارَةَ لُصُوصٍ!».

٤٧وَكَانَ يُعَلِّمُ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْهَيْكَلِ، وَكَانَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ
مَعَ وُجُوهِ الشَّعْبِ يَطْلُبُونَ أَنْ يُهْلِكُوهُ، ٤٨وَلَمْ يَجِدُوا مَا يَفْعَلُونَ،
لأَنَّ الشَّعْبَ كُلَّهُ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِهِ يَسْمَعُ مِنْهُ.

৩৬তিনি যখন যাচ্ছিলেন তখন লোকেরা নিজেদের গায়ের চাদর পথে বিছিয়ে
দিতে লাগল। ৩৭এইভাবে ঈসা জেরুজালেমের কাছে এসে যে রাস্তাটা জৈতুন
পাহাড় থেকে নেমে গেছে সেই রাস্তায় আসলেন। ঈসার সংগে তাঁর অনেক সাহাবী
ছিলেন। সেই সাহাবীরা তাঁর যে সব অলৌকিক কাজ দেখেছিলেন সেগুলোর জন্য
আনন্দে চিৎকার করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, ৩৮"মাবুদের নামে
যে বাদশাহ্‌ আসছেন তাঁর প্রশংসা হোক! বেহেশতেই শান্তি, আর সেখানে
আল্লাহ্‌র মহিমা প্রকাশিত।" ৩৯ভিড়ের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরীশী ঈসাকে
বললেন, "হুজুর, আপনার সাহাবীদের চুপ করতে বলুন।" ৪০ঈসা তাঁদের
বললেন, "আমি আপনাদের বলছি, এরা যদি চুপ করে থাকে তবে পাথরগুলো
চেঁচিয়ে উঠবে।" ৪১তাঁরা যখন জেরুজালেমের কাছে আসলেন তখন ঈসা শহরটা
দেখে কাঁদলেন। ৪২তিনি বললেন, "হায়, শান্তি পাবার জন্য যা দরকার, তুমি, জ্বী
তুমি যদি আজ তা বুঝতে পারতে! কিন্তু এখন তা তোমার চোখের আড়ালে
রয়েছে। ৪৩এমন সময় তোমার আসবে যখন শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে বাধার দেয়াল
তুলবে এবং তোমাকে ঘিরে রাখবে ও সমস্ত দিক থেকে তোমাকে চেপে ধরবে।
৪৪তারা তোমাকে ও তোমার ভিতরের সমস্ত লোকদের ধরে মাটিতে আছাড় মারবে
এবং একটা পাথরের উপরে আর একটা পাথর রাখবে না, কারণ আল্লাহ্‌ যে সময়ে
তোমার দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন সেই সময়টা তুমি চিনে নাও নি।" ৪৫এর পরে
ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকে ব্যবসায়ীদের তাড়িয়ে দিলেন। ৪৬তিনি সেই
ব্যবসায়ীদের বললেন, "পাক-কিতাবে লেখা আছে, 'আমার ঘর মুনাজাতের ঘর
হবে,' কিন্তু তোমরা তা ডাকাতের আড্ডাখানা করে তুলেছ।" ৪৭ঈসা প্রত্যেক
দিনই বায়তুল-মোকাদ্দসে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। প্রধান ইমামেরা,
আলেমেরা এবং লোকদের নেতারা তাঁকে হত্যা করতে চাইলেন, ৪৮কিন্তু কিভাবে
তা করবেন তার কোন উপায় তাঁরা খুঁজে পেলেন না, কারণ লোকেরা মন দিয়ে
তাঁর প্রত্যেকটি কথা শুনত।

২০ অধ্যায়

১একদিন ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং তবলিগ
করছিলেন। এমন সময় প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা বৃদ্ধনেতাদের সংগে এসে
ঈসাকে বললেন, “কোন্ অধিকারে তুমি এই সব করছ এবং কে তোমাকে এই
অধিকার দিয়েছে, তা আমাদের বল।” ৩জবাবে ঈসা তাঁদের বললেন, “আমিও
আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। বলুন দেখি, ৪তরিকাবন্দী দেবার অধিকার
ইয়াহিয়া আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেয়েছিলেন, না মানুষের কাছ থেকে
পেয়েছিলেন?” ৫তখন তাঁরা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করতে লাগলেন,
“যদি আমরা বলি, ‘আল্লাহ্‌র কাছ থেকে,’ তবে সে বলবে, ‘তা হলে তাঁকে
বিশ্বাস করেন নি কেন?’ ৬কিন্তু যদি বলি, ‘মানুষের কাছ থেকে,’ তাহলে
লোকেরা আমাদের পাথর মারবে, কারণ তারা ইয়াহিয়াকে নবী বলে বিশ্বাস করে।”
৭এইজন্য তাঁরা বললেন, “সেই অধিকার কোথা থেকে এসেছিল তা আমরা জানি
না।” ৮ঈসা তাঁদের বললেন, “তবে আমিও বলব না কোন্ অধিকারে আমি এই
সব করছি।” ৯এর পরে ঈসা লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য এই কথা বললেন:
“একজন লোক একটা আংগুর-ক্ষেত করলেন এবং চাষীদের কাছে সেটা ইজারা
দিয়ে অনেক দিনের জন্য বিদেশে চলে গেলেন। ১০পরে তিনি সেই ক্ষেতের
আংগুর ফলের ভাগ পাবার জন্য সময়মতই একজন গোলামকে চাষীদের কাছে
পাঠালেন। কিন্তু চাষীরা তাকে মারধর করে খালি হাতেই ফেরৎ পাঠিয়ে দিল।
১১তখন তিনি আর একজন গোলামকে পাঠালেন, কিন্তু চাষীরা তাকেও মারল ও
অপমান করল এবং খালি হাতে পাঠিয়ে দিল। ১২পরে তিনি তৃতীয় গোলামকে
পাঠালেন, কিন্তু চাষীরা তাকেও ভীষণ মারধর করে তাড়িয়ে দিল। ১৩“তখন
আংগুর-ক্ষেতের মালিক বললেন, ‘কি করি? আচ্ছা, আমি আমার প্রিয় পুত্রকে
পাঠাব। হয়তো তারা তাকে সম্মান করবে।’ ১৪“কিন্তু চাষীরা তাঁকে দেখে একে
অন্যকে বলল, ‘এ-ই তো পরে সম্পত্তির মালিক হবে। সম্পত্তিটা যেন আমাদেরই
হয় সেইজন্য এস, আমরা ওকে মেরে ফেলি।’

الأَصحَاحُ الْعِشْرُونَ

١وَفِي أَحَدِ تِلْكَ الأَيَّامِ إِذْ كَانَ يُعَلِّمُ الشَّعْبَ فِي الْهَيْكَلِ وَيُبَشِّرُ،
وَقَفَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ مَعَ الشُّيُوخِ، ٢وَكَلَّمُوهُ قَائِلِينَ:«قُلْ
لَنَا: بِأَيِّ سُلْطَانٍ تَفْعَلُ هذَا؟ أَوْ مَنْ هُوَ الَّذِي أَعْطَاكَ هذَا
السُّلْطَانَ؟» ٣فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ:«وَأَنَا أَيْضًا أَسْأَلُكُمْ كَلِمَةً وَاحِدَةً،
فَقُولُوا لِي: ٤مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا: مِنَ السَّمَاءِ كَانَتْ أَمْ مِنَ النَّاسِ؟»
٥فَتَآمَرُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ قَائِلِينَ:«إِنْ قُلْنَا: مِنَ السَّمَاءِ، يَقُولُ: فَلِمَاذَا لَمْ
تُؤْمِنُوا بِهِ؟ ٦وَإِنْ قُلْنَا: مِنَ النَّاسِ، فَجَمِيعُ الشَّعْبِ يَرْجُمُونَنَا، لأَنَّهُمْ
وَاثِقُونَ بِأَنَّ يُوحَنَّا نَبِيٌّ». ٧فَأَجَابُوا أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ. ٨فَقَالَ
لَهُمْ يَسُوعُ:«وَلاَ أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانٍ أَفْعَلُ هذَا».

٩وَابْتَدَأَ يَقُولُ لِلشَّعْبِ هذَا الْمَثَلَ:«إِنْسَانٌ غَرَسَ كَرْمًا وَسَلَّمَهُ
إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلاً. ١٠وَفِي الْوَقْتِ أَرْسَلَ إِلَى
الْكَرَّامِينَ عَبْدًا لِكَيْ يُعْطُوهُ مِنْ ثَمَرِ الْكَرْمِ، فَجَلَدَهُ الْكَرَّامُونَ،
وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا. ١١فَعَادَ وَأَرْسَلَ عَبْدًا آخَرَ، فَجَلَدُوا ذلِكَ أَيْضًا
وَأَهَانُوهُ، وَأَرْسَلُوهُ فَارِغًا. ١٢ثُمَّ عَادَ فَأَرْسَلَ ثَالِثًا، فَجَرَّحُوا هذَا
أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ. ١٣فَقَالَ صَاحِبُ الْكَرْمِ: مَاذَا أَفْعَلُ؟ أُرْسِلُ ابْنِي
الْحَبِيبَ، لَعَلَّهُمْ إِذَا رَأَوْهُ يَهَابُونَ! ١٤فَلَمَّا رَآهُ الْكَرَّامُونَ تَآمَرُوا
فِيمَا بَيْنَهُمْ قَائِلِينَ: هذَا هُوَ الْوَارِثُ! هَلُمُّوا نَقْتُلْهُ لِكَيْ يَصِيرَ لَنَا
الْمِيرَاثُ!

১৫এই বলে তারা তাঁকে ধরে ক্ষেতের বাইরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। “এখন
আংগুর-ক্ষেতের মালিক সেই চাষীদের কি করবেন? ১৬তিনি এসে তাদের হত্যা
করবেন এবং ক্ষেতটা অন্যদের ইজারা দেবেন।” লোকেরা ঈসার কথা শুনে বলল,
“এমন না হোক।” ১৭তখন ঈসা তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তবে এই যে
কথা পাক-কিতাবের মধ্যে লেখা আছে, ‘রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরটা বাতিল করে
দিয়েছিল, সেটাই সবচেয়ে দরকারী পাথর হয়ে উঠল’- এর অর্থ কি? ১৮যে কেউ
সেই পাথরের উপরে পড়বে সে ভেংগে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এবং যার উপর সেই
পাথর পড়বে সে চুরমার হয়ে যাবে।” ১৯এই সময়ে আলেমেরা ও প্রধান ইমামেরা
ঈসাকে ধরতে চাইলেন, কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে, ঐ কথা ঈসা তাঁদের
বিরুদ্ধেই বলেছেন; কিন্তু তাঁরা লোকদের ভয় পেলেন। ২০আলেম ও প্রধান
ইমামেরা ঈসাকে চোখে চোখে রাখলেন এবং গোয়েন্দা পাঠিয়ে দিলেন। ঈসাকে
তাঁর নিজের কথার ফাঁদে ফেলবার জন্য সেই গোয়েন্দারা ভাল মানুষের ভাণ
করতে লাগল, যেন তারা তাঁকে প্রধান শাসনকর্তার বিচার-ক্ষমতার অধীনে
ফেলতে পারে। ২১সেইজন্য তারা তাঁকে বলল, “হুজুর, আমরা জানি যে, আপনি
যা বলেন ও শিক্ষা দেন তা ঠিক। আপনি সবাইকে সমান চোখে দেখেন এবং সত্য
ভাবেই আল্লাহ্‌র পথের বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ২২আচ্ছা, মূসার শরীয়ত
অনুসারে রোম-সম্রাটকে কি খাজনা দেওয়া উচিত?” ২৩ঈসা তাদের চালাকি
বুঝতে পেরে বললেন, ২৪“আমাকে একটা দীনার দেখাও। এর উপরে কার ছবি ও
কার নাম আছে?” তারা বলল, “রোম-সম্রাটের।” ২৫ঈসা তাদের বললেন, “তা
হলে যা সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও এবং যা আল্লাহ্‌র তা আল্লাহ্‌কে দাও।”
২৬লোকদের সামনে ঈসা যা বলেছিলেন তাতে সেই গোয়েন্দারা তাঁকে তাঁর কথার
ফাঁদে ফেলতে পারল না। তাঁর জবাবে আশ্চর্য হয়ে তারা চুপ হয়ে গেল।
২৭সদ্দূকীদের মধ্যে কয়েকজন ঈসার কাছে আসলেন। সদ্দূকীদের মতে মৃতদের
জীবিত হয়ে উঠা বলে কিছু নেই। তাঁরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ২৮“হুজুর, মূসা
আমাদের জন্য এই কথা লিখে গেছেন, সন্তানহীন অবস্থায় যদি কোন লোক তার
স্ত্রীকে রেখে মারা যায়, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করে ভাইয়ের হয়ে তার
বংশ রক্ষা করবে।

١٥فَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ الْكَرْمِ وَقَتَلُوهُ. فَمَاذَا يَفْعَلُ بِهِمْ صَاحِبُ
الْكَرْمِ؟ ١٦يَأْتِي وَيُهْلِكُ هؤُلاَءِ الْكَرَّامِينَ وَيُعْطِي الْكَرْمَ لآخَرِينَ».
فَلَمَّا سَمِعُوا قَالُوا:«حَاشَا!» ١٧فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ:«إِذًا مَا هُوَ هذَا
الْمَكْتُوبُ: الْحَجَرُ الَّذِي رَفَضَهُ الْبَنَّاؤُونَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ
الزَّاوِيَةِ؟ ١٨كُلُّ مَنْ يَسْقُطُ عَلَى ذلِكَ الْحَجَرِ يَتَرَضَّضُ، وَمَنْ سَقَطَ
هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَقُهُ!» ١٩فَطَلَبَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ أَنْ يُلْقُوا
الأَيَادِيَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، وَلكِنَّهُمْ خَافُوا الشَّعْبَ، لأَنَّهُمْ
عَرَفُوا أَنَّهُ قَالَ هذَا الْمَثَلَ عَلَيْهِمْ. ٢٠فَرَاقَبُوهُ وَأَرْسَلُوا جَوَاسِيسَ
يَتَرَاءَوْنَ أَنَّهُمْ أَبْرَارٌ لِكَيْ يُمْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ، حَتَّى يُسَلِّمُوهُ إِلَى حُكْمِ
الْوَالِي وَسُلْطَانِهِ. ٢١فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ: «يَامُعَلِّمُ، نَعْلَمُ أَنَّكَ بِالاسْتِقَامَةِ
تَتَكَلَّمُ وَتُعَلِّمُ، وَلاَ تَقْبَلُ الْوُجُوهَ، بَلْ بِالْحَقِّ تُعَلِّمُ طَرِيقَ اللهِ.
٢٢أَيَجُوزُ لَنَا أَنْ نُعْطِيَ جِزْيَةً لِقَيْصَرَ أَمْ لاَ؟» ٢٣فَشَعَرَ بِمَكْرِهِمْ
وَقَالَ لَهُمْ:«لِمَاذَا تُجَرِّبُونَنِي؟ ٢٤أَرُونِي دِينَارًا. لِمَنِ الصُّورَةُ
وَالْكِتَابَةُ؟» فَأَجَابُوا وَقَالُوا:«لِقَيْصَرَ». ٢٥فَقَالَ لَهُمْ:«أَعْطُوا إِذًا مَا
لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ». ٢٦فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يُمْسِكُوهُ بِكَلِمَةٍ قُدَّامَ
الشَّعْبِ، وَتَعَجَّبُوا مِنْ جَوَابِهِ وَسَكَتُوا.

٢٧وَحَضَرَ قَوْمٌ مِنَ الصَّدُّوقِيِّينَ، الَّذِينَ يُقَاوِمُونَ أَمْرَ الْقِيَامَةِ،
وَسَأَلُوهُ، ٢٨قَائِلِينَ:«يَامُعَلِّمُ، كَتَبَ لَنَا مُوسَى: إِنْ مَاتَ لأَحَدٍ أَخٌ وَلَهُ
امْرَأَةٌ، وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدٍ، يَأْخُذُ أَخُوهُ الْمَرْأَةَ وَيُقِيمُ نَسْلاً لأَخِيهِ.

٢٩فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ. وَأَخَذَ الأَوَّلُ امْرَأَةً وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدٍ،
٣٠فَأَخَذَ الثَّانِي الْمَرْأَةَ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدٍ، ٣١ثُمَّ أَخَذَهَا الثَّالِثُ، وَهكَذَا
السَّبْعَةُ. وَلَمْ يَتْرُكُوا وَلَدًا وَمَاتُوا. ٣٢وَآخِرَ الْكُلِّ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ
أَيْضًا. ٣٣فَفِي الْقِيَامَةِ، لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةً؟ لأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً
لِلسَّبْعَةِ!» ٣٤فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ:«أَبْنَاءُ هذَا الدَّهْرِ يُزَوِّجُونَ
وَيُزَوَّجُونَ، ٣٥وَلكِنَّ الَّذِينَ حُسِبُوا أَهْلاً لِلْحُصُولِ عَلَى ذلِكَ الدَّهْرِ
وَالْقِيَامَةِ مِنَ الأَمْوَاتِ، لاَ يُزَوِّجُونَ وَلاَ يُزَوَّجُونَ، ٣٦إِذْ لاَ
يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَمُوتُوا أَيْضًا، لأَنَّهُمْ مِثْلُ الْمَلاَئِكَةِ، وَهُمْ أَبْنَاءُ اللهِ،
إِذْ هُمْ أَبْنَاءُ الْقِيَامَةِ. ٣٧وَأَمَّا أَنَّ الْمَوْتَى يَقُومُونَ، فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ
مُوسَى أَيْضًا فِي أَمْرِ الْعُلَّيْقَةِ كَمَا يَقُولُ: اَلرَّبُّ إِلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِلهُ
إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ. ٣٨وَلَيْسَ هُوَ إِلهَ أَمْوَاتٍ بَلْ إِلهُ أَحْيَاءٍ، لأَنَّ
الْجَمِيعَ عِنْدَهُ أَحْيَاءٌ». ٣٩فَأَجَابَ قَوْمٌ مِنَ الْكَتَبَةِ وَقَالُوا:«يَا مُعَلِّمُ،
حَسَنًا قُلْتَ!». ٤٠وَلَمْ يَتَجَاسَرُوا أَيْضًا أَنْ يَسْأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ.

٤١وَقَالَ لَهُمْ:«كَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ دَاوُدَ؟ ٤٢وَدَاوُدُ نَفْسُهُ
يَقُولُ فِي كِتَابِ الْمَزَامِيرِ: قَالَ الرَّبُّ لِرَبِّي: اجْلِسْ عَنْ يَمِينِي
٤٣حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ. ٤٤فَإِذًا دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبًّا.
فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ؟».

٤٥وَفِيمَا كَانَ جَمِيعُ الشَّعْبِ يَسْمَعُونَ قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ: ٤٦«احْذَرُوا مِنَ
الْكَتَبَةِ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ الْمَشْيَ بِالطَّيَالِسَةِ، وَيُحِبُّونَ التَّحِيَّاتِ فِي
الأَسْوَاقِ، وَالْمَجَالِسَ الأُولَى فِي الْمَجَامِعِ، وَالْمُتَّكَآتِ الأُولَى فِي
الْوَلاَئِمِ. ٤٧الَّذِينَ يَأْكُلُونَ بُيُوتَ الأَرَامِلِ، وَلِعِلَّةٍ يُطِيلُونَ الصَّلَوَاتِ.
هؤُلاَءِ يَأْخُذُونَ دَيْنُونَةً أَعْظَمَ!».

২৯খুব ভাল, ধরুন, সাতজন ভাই ছিল। প্রথম জন বিয়ে করে সন্তানহীন অবস্থায়
মারা গেল। ৩০পরে দ্বিতীয় ও তার পরে তৃতীয় ভাই সেই বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করল
এবং সেই একইভাবে সাতজনই ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেল। ৩২শেষে সেই
স্ত্রীলোকটিও মারা গেল। ৩৩তাহলে যেদিন মৃতেরা জীবিত হয়ে উঠবে সেই দিন সে
কার স্ত্রী হবে? সাতজনের প্রত্যেকেই তো তাকে বিয়ে করেছিল।" ৩৪ঈসা তাঁদের
বললেন, "এই কালের লোকেরা বিয়ে করে এবং তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। ৩৫কিন্তু
মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে আগামী যুগে পার হয়ে যাবার যোগ্য বলে যাদের ধরা হবে,
তারা বিয়ে করবে না এবং তাদের বিয়ে দেওয়াও হবে না। ৩৬তারা আর মরতে
পারে না, কারণ তারা ফেরেশতাদের মত। তারা আল্লাহ্‌র সন্তান কারণ মৃত্যু থেকে
তাদের জীবিত করা হয়েছে। ৩৭জ্বলন্ত ঝোপের বিষয়ে যেখানে লেখা আছে
সেখানে মূসা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, মৃতেরা সত্যিই জীবিত হয়ে ওঠে। সেখানে
মূসা মাবুদকে 'ইব্রাহিমের আল্লাহ্‌, ইসহাকের আল্লাহ্‌ ও ইয়াকুবের আল্লাহ্‌' বলে
ডেকেছেন। ৩৮কিন্তু আল্লাহ্‌ তো মৃতদের আল্লাহ্‌ নন, তিনি জীবিতদেরই আল্লাহ্‌।
তাঁরই উদ্দেশ্যে সব লোক বেঁচে থাকে।" ৩৯তখন কয়েকজন আলেম বললেন,
"হুজুর, আপনি ভালই বলেছেন।" ৪০তাঁরা আর কোন কিছু ঈসাকে জিজ্ঞাসা
করতে সাহস পেলেন না। ৪১ঈসা সেই আলেমদের বললেন, "লোকে কি করে বলে
যে, মসীহ্‌ দাউদের বংশধর? ৪২জবুর শরীফ কিতাবে দাউদ তো নিজেই এই কথা
বলেছেন, 'মাবুদ আমার প্রভুকে বললেন, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের
তোমার পায়ের তলায় রাখি, ততক্ষণ তুমি আমার ডানদিকে বস।' ৪৪দাউদ তো
মসীহ্‌কে প্রভু বলে ডেকেছিলেন; তাহলে মসীহ্‌ কেমন করে দাউদের বংশধর হতে
পারেন?" ৪৫লোকেরা যখন ঈসার কথা শুনছিল তখন ঈসা তাঁর সাহাবীদের
বললেন, ৪৬"আলেমদের বিষয়ে সাবধান হও। তাঁরা লম্বা লম্বা কোর্তা পরে ঘুরে
বেড়াতে চান এবং হাটে-বাজারে সম্মান পেতে ভালবাসেন। তাঁরা মজলিস-খানায়
প্রধান প্রধান আসনে ও মেজবানীর সময়ে সম্মানের জায়গায় বসতে ভালবাসেন।
৪৭এক দিকে তাঁরা লোককে দেখাবার জন্য লম্বা লম্বা মুনাজাত করেন, অন্য দিকে
বিধবাদের সম্পত্তি দখল করেন। এই লোকদের অনেক বেশী শাস্তি হবে।"

২১ অধ্যায়

১এর পরে ঈসা চেয়ে দেখলেন, ধনী লোকেরা বায়তুল-মোকাদ্দসের দানের বাক্সে
তাদের দান রাখছে। ২তিনি দেখলেন, একজন গরীব বিধবা এসে দু'টা পয়সা
রাখল। ৩তখন ঈসা তাঁর সাহাবীদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি,
এই গরীব বিধবা অন্য সকলের চেয়ে অনেক বেশী রাখল, ৪কারণ অন্যেরা সবাই
তাদের প্রচুর ধন থেকে দান করেছে, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটির অভাব থাকলেও বেঁচে
থাকবার জন্য তার যা ছিল সমস্তই দিয়ে দিল।" ৫সাহাবীদের মধ্যে কয়েকজন
বায়তুল-মোকাদ্দসের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, সুন্দর সুন্দর
পাথর ও দানের জিনিস দিয়ে দালানটা কেমন সাজানো হয়েছে। তখন ঈসা
বললেন, ৬"তোমরা তো এই সব দেখছ, কিন্তু এমন দিন আসবে যখন এর একটা
পাথরের উপরে আর একটা পাথর থাকবে না; সমস্তই ভেংগে ফেলা হবে।"
৭সাহাবীরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর, কখন এই সব হবে এবং কোন্ চিহ্ন
দেখে আমরা বুঝতে পারব যে, এই সব ঘটবার সময় এসেছে?" ৮জবাবে ঈসা
বললেন, "দেখো, কেউ যেন তোমাদের না ঠকায়, কারণ অনেকে আমার নাম
নিয়ে এসে বলবে, 'আমিই মসীহ্' এবং 'সময় কাছে এসেছে।' তাদের পিছনে
যেয়ো না। ৯তোমরা যখন যুদ্ধের ও বিদ্রোহের খবর শুনবে তখন ভয় পেয়ো না,
কারণ প্রথমে এই সব হবেই; কিন্তু তখনই যে শেষ সময় আসবে তা নয়।"
১০তারপর ঈসা তাঁদের বললেন, "এক জাতি আর এক জাতির বিরুদ্ধে এবং এক
রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। ১১ভীষণ ভূমিকম্প হবে এবং ভিন্ন ভিন্ন
জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হবে। এছাড়া আসমানে এমন সব ঘটনা ঘটবে ও চিহ্ন
দেখা যাবে যা ভীষণ ও ভয়ংকর। ১২"এই সব হবার আগে লোকেরা তোমাদের
ধরবে এবং তোমাদের উপর জুলুম করবে। বিচারের জন্য তারা তোমাদের
মজলিস-খানায় নিয়ে যাবে এবং জেলে দেবে। আমার জন্য বাদশাহ্দের ও
শাসনকর্তাদের সামনে তোমাদের নেওয়া হবে, ১৩আর তাতে আমার সম্বন্ধে সাক্ষ্য
দেবার জন্য তোমাদের সুযোগ হবে। ১৪তোমরা এখনই মনে মনে ঠিক করে ফেল,
তখন নিজের পক্ষে কথা বলবার জন্য তোমরা আগে থেকে তৈরী হবে না,

الأصحَاحُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

[١]وَتَطَلَّعَ فَرَأَى الأَغْنِيَاءَ يُلْقُونَ قَرَابِينَهُمْ فِي الْخِزَانَةِ، [٢]وَرَأَى
أَيْضًا أَرْمَلَةً مِسْكِينَةً أَلْقَتْ هُنَاكَ فَلْسَيْنِ. [٣]فَقَالَ: «بِالْحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ:
إِنَّ هذِهِ الأَرْمَلَةَ الْفَقِيرَةَ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنَ الْجَمِيعِ، [٤]لأَنَّ هؤُلاَءِ مِنْ
فَضْلَتِهِمْ أَلْقَوْا فِي قَرَابِينِ اللهِ، وَأَمَّا هذِهِ فَمِنْ إِعْوَازِهَا، أَلْقَتْ كُلَّ
الْمَعِيشَةِ الَّتِي لَهَا».

[٥]وَإِذْ كَانَ قَوْمٌ يَقُولُونَ عَنِ الْهَيْكَلِ إِنَّهُ مُزَيَّنٌ بِحِجَارَةٍ حَسَنَةٍ
وَتُحَفٍ، قَالَ: [٦]«هذِهِ الَّتِي تَرَوْنَهَا، سَتَأْتِي أَيَّامٌ لاَ يُتْرَكُ فِيهَا حَجَرٌ
عَلَى حَجَرٍ لاَ يُنْقَضُ». [٧]فَسَأَلُوهُ قَائِلِينَ:«يَامُعَلِّمُ، مَتَى يَكُونُ هذَا؟
وَمَا هِيَ الْعَلاَمَةُ عِنْدَمَا يَصِيرُ هذَا؟» [٨]فَقَالَ: «انْظُرُوا! لاَ تَضِلُّوا.
فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْتُونَ بِاسْمِي قَائِلِينَ: إِنِّي أَنَا هُوَ! وَالزَّمَانُ قَدْ
قَرُبَ! فَلاَ تَذْهَبُوا وَرَاءَهُمْ. [٩]فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِحُرُوبٍ وَقَلاَقِلَ فَلاَ
تَجْزَعُوا، لأَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ هذَا أَوَّلاً، وَلكِنْ لاَ يَكُونُ الْمُنْتَهَى
سَرِيعًا». [١٠]ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:«تَقُومُ أُمَّةٌ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ،
[١١]وَتَكُونُ زَلاَزِلُ عَظِيمَةٌ فِي أَمَاكِنَ، وَمَجَاعَاتٌ وَأَوْبِئَةٌ. وَتَكُونُ
مَخَاوِفُ وَعَلاَمَاتٌ عَظِيمَةٌ مِنَ السَّمَاءِ. [١٢]وَقَبْلَ هذَا كُلِّهِ يُلْقُونَ
أَيْدِيَهُمْ عَلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ، وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَى مَجَامِعَ وَسُجُونٍ،
وَتُسَاقُونَ أَمَامَ مُلُوكٍ وَوُلاَةٍ لأَجْلِ اسْمِي. [١٣]فَيَؤُولُ ذلِكَ لَكُمْ
شَهَادَةً. [١٤]فَضَعُوا فِي قُلُوبِكُمْ أَنْ لاَ تَهْتَمُّوا مِنْ قَبْلُ لِكَيْ تَحْتَجُّوا،

١٥لأَنِّي أَنَا أُعْطِيكُمْ فَمًا وَحِكْمَةً لاَ يَقْدِرُ جَمِيعُ مُعَانِدِيكُمْ أَنْ
يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَا. ١٦وَسَوْفَ تُسَلَّمُونَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَالإِخْوَةِ
وَالأَقْرِبَاءِ وَالأَصْدِقَاءِ، وَيَقْتُلُونَ مِنْكُمْ. ١٧وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ
الْجَمِيعِ مِنْ أَجْلِ اسْمِي. ١٨وَلكِنَّ شَعْرَةً مِنْ رُؤُوسِكُمْ لاَ تَهْلِكُ.
١٩بِصَبْرِكُمُ اقْتَنُوا أَنْفُسَكُمْ. ٢٠وَمَتَى رَأَيْتُمْ أُورُشَلِيمَ مُحَاطَةً
بِجُيُوشٍ، فَحِينَئِذٍ اعْلَمُوا أَنَّهُ قَدِ اقْتَرَبَ خَرَابُهَا. ٢١حِينَئِذٍ لِيَهْرُبِ
الَّذِينَ فِي الْيَهُودِيَّةِ إِلَى الْجِبَالِ، وَالَّذِينَ فِي وَسْطِهَا فَلْيَفِرُّوا
خَارِجًا، وَالَّذِينَ فِي الْكُورِ فَلاَ يَدْخُلُوهَا، ٢٢لأَنَّ هذِهِ أَيَّامُ انْتِقَامٍ،
لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ. ٢٣وَوَيْلٌ لِلْحَبَالَى وَالْمُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ
الأَيَّامِ! لأَنَّهُ يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمٌ عَلَى الأَرْضِ وَسُخْطٌ عَلَى هذَا
الشَّعْبِ. ٢٤وَيَقَعُونَ بِفَمِ السَّيْفِ، وَيُسْبَوْنَ إِلَى جَمِيعِ الأُمَمِ، وَتَكُونُ
أُورُشَلِيمُ مَدُوسَةً مِنَ الأُمَمِ، حَتَّى تُكَمَّلَ أَزْمِنَةُ الأُمَمِ.

٢٥«وَتَكُونُ عَلاَمَاتٌ فِي الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ، وَعَلَى
الأَرْضِ كَرْبُ أُمَمٍ بِحَيْرَةٍ. اَلْبَحْرُ وَالأَمْوَاجُ تَضِجُّ، ٢٦وَالنَّاسُ
يُغْشَى عَلَيْهِمْ مِنْ خَوْفٍ وَانْتِظَارِ مَا يَأْتِي عَلَى الْمَسْكُونَةِ، لأَنَّ
قُوَّاتِ السَّمَاوَاتِ تَتَزَعْزَعُ. ٢٧وَحِينَئِذٍ يُبْصِرُونَ ابْنَ الإِنْسَانِ آتِيًا
فِي سَحَابَةٍ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ. ٢٨وَمَتَى ابْتَدَأَتْ هذِهِ تَكُونُ،
فَانْتَصِبُوا وَارْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ لأَنَّ نَجَاتَكُمْ تَقْتَرِبُ».

٢٩وَقَالَ لَهُمْ مَثَلاً:«انْظُرُوا إِلَى شَجَرَةِ التِّينِ وَكُلِّ الأَشْجَارِ. ٣٠مَتَى
أَفْرَخَتْ تَنْظُرُونَ وَتَعْلَمُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنَّ الصَّيْفَ قَدْ قَرُبَ.
٣١هكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا، مَتَى رَأَيْتُمْ هذِهِ الأَشْيَاءَ صَائِرَةً، فَاعْلَمُوا أَنَّ
مَلَكُوتَ اللهِ قَرِيبٌ.

১৫কারণ আমি তোমাদের এমন কথা ও এমন জ্ঞান যুগিয়ে দেব যার জবাবে
তোমাদের শত্রুরা কিছু বলতেও পারবে না এবং তা অস্বীকারও করতে পারবে না।
১৬তোমাদের মা-বাবা, ভাই-বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনেরা তোমাদের ধরিয়ে দেবে।
তারা তোমাদের কাউকে কাউকে হত্যাও করবে। ১৭আমার জন্য সবাই তোমাদের
ঘৃণা করবে, ১৮কিন্তু কোনমতেই তোমাদের একটা চুলও ধ্বংস হবে না। ১৯তোমরা
স্থির থাকলে তোমাদের সত্যিকারের জীবন পূর্ণতা লাভ করবে। ২০"যখন তোমরা
দেখবে জেরুজালেমকে সৈন্যেরা ঘেরাও করেছে তখন বুঝবে যে, জেরুজালেমের
ধ্বংস হবার সময় কাছে এসেছে। ২১সেই সময় যারা এহুদিয়াতে থাকবে তারা
পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যাক। যারা শহরের মধ্যে থাকবে তারা শহরের বাইরে
চলে যাক। যারা গ্রামের দিকে থাকবে তারা কোনমতেই শহরে না আসুক, ২২কারণ
এই দিনগুলো হবে গজবের দিন, আর এতে পাক-কিতাবে যা লেখা আছে তা পূর্ণ
হবে। ২৩তখন যারা গর্ভবতী আর যারা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায় তাদের অবস্থা
কি ভীষণই না হবে! দেশে ভীষণ কষ্ট উপস্থিত হবে এবং ইহুদী লোকদের উপরে
আল্লাহ্‌র গজব নেমে আসবে। ২৪তলোয়ার দিয়ে তাদের হত্যা করা হবে এবং সমস্ত
জাতির মধ্যে তারা বন্দী হিসাবে ছড়িয়ে থাকবে। যতদিন না অ-ইহুদীদের সময় পূর্ণ
হয় ততদিন পর্যন্ত অ-ইহুদীরা জেরুজালেমকে তাদের পায়ের নীচে মাড়াতে
থাকবে। ২৫"তখন সূর্য, চাঁদ ও তারাগুলোর মধ্যে অনেক চিহ্ন দেখা যাবে।
দুনিয়াতে সমস্ত জাতি কষ্ট পাবে এবং সমুদ্রের গর্জন ও ঢেউয়ের জন্য তারা ভীষণ
অস্থির হয়ে উঠবে। ২৬দুনিয়াতে কি আসছে ভেবে ভয়ে লোকে অজ্ঞান হয়ে
পড়বে, কারণ চাঁদ-সূর্য-তারা ইত্যাদি আর স্থির থাকবে না। ২৭সেই সময় মহাশক্তি
ও মহিমার সংগে ইব্‌নেআদমকে তারা মেঘের মধ্যে আসতে দেখবে। ২৮এই সব
ঘটনা ঘটতে শুরু করলে পর তোমরা উঠে দাঁড়ায়ো এবং মুখ তুলো, কারণ
তোমাদের মুক্তির সময় কাছে এসেছে।" ২৯এর পরে ঈসা তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা
দেবার জন্য এই কথা বললেন, "ডুমুর গাছ ও অন্যান্য গাছগুলোকে লক্ষ্য কর।
৩০পাতা বের হতে দেখলে পর তোমরা বুঝতে পার যে, গরমকাল কাছে এসেছে।
৩১সেইভাবে যখন তোমরা এই সব ঘটতে দেখবে তখন বুঝতে পারবে যে,
আল্লাহ্‌র রাজ্য কাছে এসে গেছে।

৩২আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যখন এই সব হবে তখনও এই কালের কিছু লোক বেঁচে থাকবে। ৩৩আসমান ও জমীনের শেষ হবে, কিন্তু আমার কথা চিরদিন থাকবে। ৩৪"তোমরা সাবধান থেকো যেন তোমাদের দিল উ'ছৃংখলতায়, মাতলামিতে ও সংসারের চিন্তার ভারে নুয়ে না পড়ে। তা না হলে ফাঁদ যেমন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তেমনি হঠাৎ সেই দিনটা তোমাদের উপরে, এমন কি, দুনিয়ার সব লোকের উপরে এসে পড়বে। ৩৬সজাগ থেকো এবং সব সময় মুনাজাত কোরো যেন যা কিছু ঘটবে তা পার হয়ে যেতে এবং ইব্‌ন্তেআদমের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তোমরা শক্তি পাও।" ৩৭সেই সময় ঈসা প্রত্যেক দিনই বায়তুল-মোকাদ্দসে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু রাতের বেলা বাইরে গিয়ে জৈতুন পাহাড়ে থাকতেন। ৩৮সমস্ত লোক তাঁর কথা শুনবার জন্য খুব সকালেই বায়তুল-মোকাদ্দসে উপস্থিত হত।

২২ অধ্যায়

১সেই সময় ইহুদীদের খামিহীন রুটির ঈদ কাছে এসে গিয়েছিল। এটাকে উদ্ধার-ঈদও বলা হয়। ২প্রধান ইমামেরা ও আলেমেরা ঈসাকে গোপনে হত্যা করবার উপায় খুঁজছিলেন, কারণ তাঁরা লোকদের ভয় করতেন। ৩এই সময় এহুদা, যাকে ইষ্কারিয়োৎ বলা হত, তার ভিতরে শয়তান ঢুকল। এই এহুদা ছিল ঈসার বারোজন সাহাবীদের মধ্যে একজন। ৪কেমন করে ঈসাকে প্রধান ইমামদের ও বায়তুল-মোকাদ্দসের কর্মচারীদের হাতে ধরিয়ে দেবে এই বিষয়ে সে গিয়ে তাঁদের সংগে পরামর্শ করল। ৫এতে তাঁরা খুব খুশী হয়ে এহুদাকে টাকা দিতে স্বীকার করলেন। ৬তখন এহুদা রাজী হয়ে উপযুক্ত সুযোগ খুঁজতে লাগল যাতে লোকদের অনুপস্থিতিতে ঈসাকে ধরিয়ে দিতে পারে। ৭খামিহীন রুটির ঈদের দিনে উদ্ধার-ঈদের মেজবানীর জন্য ভেড়ার বাচ্চা জবাই করা হত। সেই দিনটা উপস্থিত হলে পর ঈসা পিতর ও ইউহোন্নাকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, "তোমরা গিয়ে আমাদের জন্য উদ্ধার-ঈদের মেজবানী প্রস্তুত কর যেন আমরা তা খেতে পারি।" ৯তাঁরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কোথায় এই মেজবানী আমাদের প্রস্তুত করতে বলেন?"

[٣٢]اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ لاَ يَمْضِي هذَا الْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ الْكُلُّ.
[٣٣]اَلسَّمَاءُ وَالأَرْضُ تَزُولاَنِ، وَلكِنَّ كَلاَمِي لاَيَزُولُ.
[٣٤]«فَاحْتَرِزُوا لأَنْفُسِكُمْ لِئَلاَّ تَثْقُلَ قُلُوبُكُمْ فِي خُمَارٍ وَسُكْرٍ وَهُمُومِ الْحَيَاةِ، فَيُصَادِفَكُمْ ذلِكَ الْيَوْمُ بَغْتَةً. [٣٥]لأَنَّهُ كَالْفَخِّ يَأْتِي عَلَى جَمِيعِ الْجَالِسِينَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الأَرْضِ. [٣٦]اِسْهَرُوا إِذًا وَتَضَرَّعُوا فِي كُلِّ حِينٍ، لِكَيْ تُحْسَبُوا أَهْلاً لِلنَّجَاةِ مِنْ جَمِيعِ هذَا الْمُزْمِعِ أَنْ يَكُونَ، وَتَقِفُوا قُدَّامَ ابْنِ الإِنْسَانِ».

[٣٧]وَكَانَ فِي النَّهَارِ يُعَلِّمُ فِي الْهَيْكَلِ، وَفِي اللَّيْلِ يَخْرُجُ وَيَبِيتُ فِي الْجَبَلِ الَّذِي يُدْعَى جَبَلَ الزَّيْتُونِ. [٣٨]وَكَانَ كُلُّ الشَّعْبِ يُبَكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي الْهَيْكَلِ لِيَسْمَعُوهُ.

الأصحَاحُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

[١]وَقَرُبَ عِيدُ الْفَطِيرِ، الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْفِصْحُ. [٢]وَكَانَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يَقْتُلُونَهُ، لأَنَّهُمْ خَافُوا الشَّعْبَ.

[٣]فَدَخَلَ الشَّيْطَانُ فِي يَهُوذَا الَّذِي يُدْعَى الإِسْخَرْيُوطِيَّ، وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الاثْنَيْ عَشَرَ. [٤]فَمَضَى وَتَكَلَّمَ مَعَ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَقُوَّادِ الْجُنْدِ كَيْفَ يُسَلِّمُهُ إِلَيْهِمْ. [٥]ففَرِحُوا وَعَاهَدُوهُ أَنْ يُعْطُوهُ فِضَّةً. [٦]فَوَاعَدَهُمْ. وَكَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لِيُسَلِّمَهُ إِلَيْهِمْ خِلْوًا مِنْ جَمْعٍ.

[٧]وَجَاءَ يَوْمُ الْفَطِيرِ الَّذِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَحَ فِيهِ الْفِصْحُ. [٨]فَأَرْسَلَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا قَائِلاً:«اذْهَبَا وَأَعِدَّا لَنَا الْفِصْحَ لِنَأْكُلَ». [٩]فَقَالاَ لَهُ:«أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ نُعِدَّ؟».

١٠فَقَالَ لَهُمَا:«إِذَا دَخَلْتُمَا الْمَدِينَةَ يَسْتَقْبِلُكُمَا إِنْسَانٌ حَامِلٌ جَرَّةَ
مَاءٍ. اِتْبَعَاهُ إِلَى الْبَيْتِ حَيْثُ يَدْخُلُ، ١١وَقُولاَ لِرَبِّ الْبَيْتِ: يَقُولُ لَكَ
الْمُعَلِّمُ: أَيْنَ الْمَنْزِلُ حَيْثُ آكُلُ الْفِصْحَ مَعَ تَلاَمِيذِي؟ ١٢فَذَاكَ
يُرِيكُمَا عِلِّيَّةً كَبِيرَةً مَفْرُوشَةً. هُنَاكَ أَعِدَّا».١٣فَانْطَلَقَا وَوَجَدَا كَمَا
قَالَ لَهُمَا، فَأَعَدَّا الْفِصْحَ.

১০ঈসা বললেন, “দেখ, তোমরা যখন শহরে ঢুকবে তখন একজন পুরুষ লোককে
এক কলসী পানি নিয়ে যেতে দেখবে। তার পিছন পিছন গিয়ে সে যে ঘরে ঢুকবে
সেই ঘরের মালিককে বলবে, ‘হুজুর জানতে চাইছেন, তিনি সাহাবীদের সংগে
যেখানে উদ্ধার-ঈদের মেজবানী খেতে পারেন সেই মেহমানঘরটা কোথায়?”
১২তখন সে তোমাদের উপরতলার একটা সাজানো বড় ঘর দেখিয়ে দেবে;
সেখানেই সব কিছু প্রস্তুত কোরো।” ১৩ঈসা তাঁদের যেমন বলেছিলেন, তাঁরা গিয়ে
সব কিছু সেই রকমই দেখতে পেলেন এবং উদ্ধার-ঈদের মেজবানী প্রস্তুত করলেন।

١٤وَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ اتَّكَأَ وَالاثْنَا عَشَرَ رَسُولاً مَعَهُ، ١٥وَقَالَ
لَهُمْ:«شَهْوَةً اشْتَهَيْتُ أَنْ آكُلَ هذَا الْفِصْحَ مَعَكُمْ قَبْلَ أَنْ أَتَأَلَّمَ،
١٦لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي لاَ آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى يُكْمَلَ فِي مَلَكُوتِ
اللهِ». ١٧ثُمَّ تَنَاوَلَ كَأْسًا وَشَكَرَ وَقَالَ:«خُذُوا هذِهِ وَاقْتَسِمُوهَا بَيْنَكُمْ،
١٨لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي لاَ أَشْرَبُ مِنْ نِتَاجِ الْكَرْمَةِ حَتَّى يَأْتِيَ
مَلَكُوتُ اللهِ».

১৪তারপর সময় মত ঈসা সাহাবীদের সংগে খেতে বসলেন। ১৫তিনি তাঁদের
বললেন, “আমি কষ্টভোগ করবার আগে তোমাদের সংগে উদ্ধার-ঈদের এই
মেজবানী খাবার আমার খুবই ইচ্ছা ছিল। ১৬আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহ্‌র
রাজ্যে এর উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আমি আর কখনও এই মেজবানী খাব না।”
১৭এর পর ঈসা পেয়ালা নিলেন এবং আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানিয়ে বললেন,
“তোমাদের মধ্যে এটা ভাগ করে নাও, ১৮কারণ আমি তোমাদের বলছি, এখন
থেকে আল্লাহ্‌র রাজ্য না আসা পর্যন্ত আমি আর কখনও আংগুর ফলের রস খাব
না।” ১৯তারপর তিনি রুটি নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন। পরে সেই রুটি
টুকরা টুকরা করে সাহাবীদের দিয়ে বললেন, “এটা আমার শরীর যা তোমাদের
জন্য দেওয়া হবে। আমাকে মনে করবার জন্য এই রকম কোরো।” ২০খাওয়ার পরে
সেইভাবে তিনি পেয়ালাটা তাঁদের দিয়ে বললেন, “আমার রক্তের দ্বারা আল্লাহ্‌র
যে নতুন ব্যবস্থা বহাল করা হবে সেই ব্যবস্থার চিহ্ন হল এই পেয়ালা। আমার এই
রক্ত তোমাদের জন্য দেওয়া হবে। ২১দেখ, যে আমাকে ধরিয়ে দেবে তার হাত
আমার হাতের সংগে এই টেবিলের উপরেই আছে। ২২আল্লাহ্‌ যা ঠিক করে
রেখেছেন সেই ভাবেই ইব্‌নেআদম মারা যাবেন বটে; কিন্তু হায় সেই লোক, যে
তাঁকে ধরিয়ে দেয়!” ২৩সাহাবীরা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে,
তাঁদের মধ্যে কে এমন কাজ করবেন। ২৪কাকে সবচেয়ে বড় বলা হবে এ নিয়ে
সাহাবীদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। ২৫ঈসা তাঁদের বললেন, “অ-ইহুদীদের
মধ্যেই বাদশাহ্‌রা প্রভুত্ব করেন আর তাদের শাসনকর্তাদের উপকারী নেতা বলা
হয়,

١٩وَأَخَذَ خُبْزًا وَشَكَرَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَاهُمْ قَائِلاً: «هذَا هُوَ جَسَدِي
الَّذِي يُبْذَلُ عَنْكُمْ. اِصْنَعُوا هذَا لِذِكْرِي». ٢٠وَكَذلِكَ الْكَأْسَ أَيْضًا
بَعْدَ الْعَشَاءِ قَائِلاً:«هذِهِ الْكَأْسُ هِيَ الْعَهْدُ الْجَدِيدُ بِدَمِي الَّذِي يُسْفَكُ
عَنْكُمْ. ٢١وَلكِنْ هُوَذَا يَدُ الَّذِي يُسَلِّمُنِي هِيَ مَعِي عَلَى الْمَائِدَةِ.
٢٢وَابْنُ الإِنْسَانِ مَاضٍ كَمَا هُوَ مَحْتُومٌ، وَلكِنْ وَيْلٌ لِذلِكَ الإِنْسَانِ
الَّذِي يُسَلَّمُ!». ٢٣فَابْتَدَأُوا يَتَسَاءَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ:«مَنْ تَرَى مِنْهُمْ
هُوَ الْمُزْمِعُ أَنْ يَفْعَلَ هذَا؟».

٢٤وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ أَيْضًا مُشَاجَرَةٌ مَنْ مِنْهُمْ يُظَنُّ أَنَّهُ يَكُونُ أَكْبَرَ.
٢٥فَقَالَ لَهُمْ:«مُلُوكُ الأُمَمِ يَسُودُونَهُمْ، وَالْمُتَسَلِّطُونَ عَلَيْهِمْ يُدْعَوْنَ
مُحْسِنِينَ.

٢٦وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَيْسَ هكَذَا، بَلِ الْكَبِيرُ فِيكُمْ لِيَكُنْ كَالأَصْغَرِ،
وَالْمُتَقَدِّمُ كَالْخَادِمِ. ٢٧لأَنْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ: أَلَّذِي يَتَّكِئُ أَمِ الَّذِي يَخْدُمُ؟
أَلَيْسَ الَّذِي يَتَّكِئُ؟ وَلكِنِّي أَنَا بَيْنَكُمْ كَالَّذِي يَخْدُمُ. ٢٨أَنْتُمُ الَّذِينَ ثَبَتُّوا
مَعِي فِي تَجَارِبِي، ٢٩وَأَنَا أَجْعَلُ لَكُمْ كَمَا جَعَلَ لِي أَبِي مَلَكُوتًا،
٣٠لِتَأْكُلُوا وَتَشْرَبُوا عَلَى مَائِدَتِي فِي مَلَكُوتِي، وَتَجْلِسُوا عَلَى
كَرَاسِيَّ تَدِينُونَ أَسْبَاطَ إِسْرَائِيلَ الاثْنَيْ عَشَرَ».

٣١وَقَالَ الرَّبُّ:«سِمْعَانُ، سِمْعَانُ، هُوَذَا الشَّيْطَانُ طَلَبَكُمْ لِكَيْ
يُغَرْبِلَكُمْ كَالْحِنْطَةِ! ٣٢وَلكِنِّي طَلَبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكَيْ لاَ يَفْنَى إِيمَانُكَ.
وَأَنْتَ مَتَى رَجَعْتَ ثَبِّتْ إِخْوَتَكَ». ٣٣فَقَالَ لَهُ:«يَارَبُّ، إِنِّي مُسْتَعِدٌّ
أَنْ أَمْضِيَ مَعَكَ حَتَّى إِلَى السِّجْنِ وَإِلَى الْمَوْتِ!». ٣٤فَقَالَ:«أَقُولُ
لَكَ يَا بُطْرُسُ: لاَ يَصِيحُ الدِّيكُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ تُنْكِرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَنَّكَ
تَعْرِفُنِي».

٣٥ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:«حِينَ أَرْسَلْتُكُمْ بِلاَ كِيسٍ وَلاَ مِزْوَدٍ وَلاَ أَحْذِيَةٍ،
هَلْ أَعْوَزَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقَالُوا: «لاَ». ٣٦فَقَالَ لَهُمْ:«لكِنِ الآنَ، مَنْ
لَهُ كِيسٌ فَلْيَأْخُذْهُ وَمِزْوَدٌ كَذلِكَ. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَلْيَبِعْ ثَوْبَهُ وَيَشْتَرِ
سَيْفًا. ٣٧لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ فِيَّ أَيْضًا هذَا الْمَكْتُوبُ:
وَأُحْصِيَ مَعَ أَثَمَةٍ. لأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَتِي لَهُ انْقِضَاءٌ». ٣٨فَقَالُوا:
«يَارَبُّ، هُوَذَا هُنَا سَيْفَانِ». فَقَالَ لَهُمْ:«يَكْفِي!».

٣٩وَخَرَجَ وَمَضَى كَالْعَادَةِ إِلَى جَبَلِ الزَّيْتُونِ، وَتَبِعَهُ أَيْضًا
تَلاَمِيذُهُ. ٤٠وَلَمَّا صَارَ إِلَى الْمَكَانِ قَالَ لَهُمْ:«صَلُّوا لِكَيْ لاَ تَدْخُلُوا
فِي تَجْرِبَةٍ». ٤١وَانْفَصَلَ عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْيَةِ حَجَرٍ وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ
وَصَلَّى

২৬কিন্তু তোমাদের মধ্যে এই রকম হওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে
বড়, সে বরং সবচেয়ে যে ছোট তারই মত হোক, আর যে নেতা, সে সেবাকারীর
মত হোক। ২৭কে বড়, যে খেতে বসে, না যে চাকর পরিবেশন করে? যে খেতে
বসে, সে নয় কি? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সেবাকারীর মত হয়েছি। ২৮"আমার
সব দুঃখ-কষ্টের সময়ে তোমরা আমাকে ছেড়ে যাও নি। ২৯আমার পিতা যেমন
আমাকে শাসনক্ষমতা দান করেছেন তেমনি আমিও তোমাদের ক্ষমতা দান করছি।
৩০এতে আমার রাজ্যে তোমরা আমার সংগে খাওয়া-দাওয়া করবে এবং
সিংহাসনে বসে ইসরাইলের বারোটি গোষ্ঠীর বিচার করবে। ৩১"শিমোন, শিমোন,
দেখ, শয়তান তোমাদের গমের মত করে চালুনি দিয়ে চেলে দেখবার অনুমতি
চেয়েছে। ৩২কিন্তু আমি তোমার জন্য মুনাজাত করেছি যেন তোমার ঈমানে ভাংগন
না ধরে। তুমি যখন আমার কাছে ফিরে আসবে তখন তোমার এই ভাইদের
শক্তিশালী করে তুলো।" ৩৩পিতর ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আপনার সংগে আমি
জেলে যেতে এবং মরতেও প্রস্তুত আছি।" ৩৪জবাবে ঈসা বললেন, "পিতর,
আমি তোমাকে বলছি, আজ মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিন বার আমাকে
অস্বীকার করে বলবে যে, তুমি আমাকে চেন না।" ৩৫তারপর ঈসা তাঁর সাহাবীদের
বললেন, "আমি যখন তোমাদের টাকার থলি, ঝুলি ও জুতা ছাড়া পাঠিয়েছিলাম
তখন কি তোমাদের কোন অভাব হয়েছিল?" সাহাবীরা বললেন, "জ্বী না, হয়
নি।" ৩৬ঈসা বললেন, "কিন্তু এখন আমি বলছি, যার টাকার থলি বা ঝুলি আছে
সে তা নিয়ে যাক। যার ছোরা নেই সে তার চাদর বিক্রি করে একটা ছোরা কিনুক।
৩৭পাক-কিতাবে লেখা আছে, 'তাঁকে গুনাহ্গারদের সংগে গোণা হল'। আমি
তোমাদের বলছি, এই কথা আমার মধ্যেই পূর্ণ হতে হবে, কারণ আমার বিষয়ে যা
লেখা আছে তা পূর্ণ হতে যাচ্ছে।" ৩৮তখন সাহাবীরা বললেন, "হুজুর, দেখুন,
এখানে দু'টা ছোরা আছে।" ঈসা জবাব দিলেন, "থাক্, আর নয়।" ৩৯ঈসা সেই
জায়গা ছেড়ে নিজের নিয়ম মত জৈতুন পাহাড়ে গেলেন। তাঁর সাহাবীরা তাঁর
পিছনে পিছনে গেলেন। ৪০ঠিক জায়গায় পৌঁছাবার পর ঈসা তাঁদের বললেন,
"মুনাজাত কর যেন পরীক্ষায় না পড়।" ৪১তারপর ঈসা সাহাবীদের কাছ থেকে
কিছু দূরে গিয়ে হাঁটু পেতে মুনাজাত করতে লাগলেন,

৪২"পিতা, যদি তুমি চাও তবে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে সরিয়ে
নাও। তবুও আমার ইচ্ছামত নয়, তোমার ইচ্ছামতই হোক।" ৪৩তখন বেহেশত
থেকে একজন ফেরেশতা এসে ঈসাকে শক্তি দান করলেন। ৪৪মনের কষ্টে ঈসা
আরও আকুলভাবে মুনাজাত করলেন। তাঁর গায়ের ঘাম রক্তের ফোঁটার মত হয়ে
মাটিতে পড়তে লাগল। ৪৫মুনাজাতের পরে তিনি উঠে তাঁর সাহাবীদের কাছে
আসলেন। মনের দুঃখে ক্লান্ত হয়ে সাহাবীরা ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে ঈসা তাঁদের
বললেন, "কেন ঘুমা'ছ? উঠে মুনাজাত কর যেন পরীক্ষায় না পড়।" ৪৭ঈসা
তখনও কথা বলছেন এমন সময় অনেক লোক সেখানে আসল। এহুদা নামে তাঁর
বারোজন সাহাবীদের মধ্যে একজন সেই লোকদের আগে আগে আসছিল। এহুদা
ঈসাকে চুমু দেবার জন্য তাঁর কাছে আসল। ৪৮তখন ঈসা তাকে বললেন, "এহুদা,
চুমু দিয়ে কি ইব্‌নেআদমকে ধরিয়ে দিচ্ছ?" ৪৯যাঁরা ঈসার চারপাশে ছিলেন তাঁরা
বুঝলেন কি হতে যাচ্ছে। এইজন্য তাঁরা ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আমরা কি
ছোরা দিয়ে আঘাত করব?" ৫০সাহাবীদের মধ্যে একজন ছোরার আঘাতে মহা-
ইমামের গোলামের ডান কানটা কেটে ফেললেন। ৫১ঈসা বললেন, "থাক্, আর
নয়।" এই বলে তিনি লোকটির কান ছুঁয়ে তাকে ভাল করলেন। ৫২যে সব প্রধান
ইমামেরা, বায়তুল-মোকাদ্দসের কর্মচারীরা এবং বৃদ্ধ নেতারা ঈসাকে ধরতে
এসেছিলেন ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি কি ডাকাত যে, আপনারা ছোরা ও
লাঠি নিয়ে এসেছেন? ৫৩বায়তুল-মোকাদ্দসে দিনের পর দিন আমি আপনাদের
সামনে ছিলাম, কিন্তু তখন তো আপনারা আমাকে ধরেন নি। তবে এখন অবশ্য
আপনাদেরই সময়; অন্ধকারের ক্ষমতা এখন দেখা যাচ্ছে।" ৫৪তখন তাঁরা ঈসাকে
ধরে মহা-ইমামের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। পিতর দূরে থেকে পিছনে পিছনে
যাচ্ছিলেন। ৫৫উঠানের মাঝখানে যারা আগুন জ্বেলে বসে ছিল পিতর এসে
তাদের মধ্যে বসলেন। ৫৬একজন চাকরাণী সেই আগুনের আলোতে পিতরকে
দেখতে পেল এবং ভাল করে তাকিয়ে দেখে বলল, "এই লোকটাও ওর সংগে
ছিল।" ৫৭পিতর অস্বীকার করে বললেন, "আমি ওকে চিনি না।" ৫৮কিছুক্ষণ পরে
আর একজন লোক তাঁকে দেখে বলল, "তুমিও তো ওদের একজন।" পিতর
বললেন, "না, আমি নই।"

٤٢قَائِلاً:«يَا أَبَتَاهُ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تُحِيزَ عَنِّي هذِهِ الْكَأْسَ. وَلكِنْ
لِتَكُنْ لاَ إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتُكَ». ٤٣وَظَهَرَ لَهُ مَلاَكٌ مِنَ السَّمَاءِ
يُقَوِّيهِ. ٤٤وَإِذْ كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ يُصَلِّي بِأَشَدِّ لَجَاجَةٍ، وَصَارَ
عَرَقُهُ كَقَطَرَاتِ دَمٍ نَازِلَةٍ عَلَى الأَرْضِ. ٤٥ثُمَّ قَامَ مِنَ الصَّلاَةِ
وَجَاءَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ، فَوَجَدَهُمْ نِيَامًا مِنَ الْحُزْنِ. ٤٦فَقَالَ لَهُمْ:«لِمَاذَا
أَنْتُمْ نِيَامٌ؟ قُومُوا وَصَلُّوا لِئَلاَّ تَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةٍ».

٤٧وَبَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا جَمْعٌ، وَالَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا، أَحَدُ الاثْنَيْ
عَشَرَ، يَتَقَدَّمُهُمْ، فَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلَهُ. ٤٨فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«يَا
يَهُوذَا، أَبِقُبْلَةٍ تُسَلِّمُ ابْنَ الإِنْسَانَ؟» ٤٩فَلَمَّا رَأَى الَّذِينَ حَوْلَهُ
مَايَكُونُ، قَالُوا:«يَارَبُّ، أَنَضْرِبُ بِالسَّيْفِ؟» ٥٠وَضَرَبَ وَاحِدٌ
مِنْهُمْ عَبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أُذْنَهُ الْيُمْنَى. ٥١فَأَجَابَ يَسُوعُ
وَقَالَ:«دَعُوا إِلَى هذَا!» وَلَمَسَ أُذْنَهُ وَأَبْرَأَهَا.

٥٢ثُمَّ قَالَ يَسُوعُ لِرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَقُوَّادِ جُنْدِ الْهَيْكَلِ وَالشُّيُوخِ
الْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ:«كَأَنَّهُ عَلَى لِصٍّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفٍ وَعِصِيٍّ! ٥٣إِذْ
كُنْتُ مَعَكُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْهَيْكَلِ لَمْ تَمُدُّوا عَلَيَّ الأَيَادِيَ. وَلكِنَّ هذِهِ
سَاعَتُكُمْ وَسُلْطَانُ الظُّلْمَةِ».

٥٤فَأَخَذُوهُ وَسَاقُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى بَيْتِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ. وَأَمَّا بُطْرُسُ
فَتَبِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ. ٥٥وَلَمَّا أَضْرَمُوا نَارًا فِي وَسْطِ الدَّارِ وَجَلَسُوا
مَعًا، جَلَسَ بُطْرُسُ بَيْنَهُمْ. ٥٦فَرَأَتْهُ جَارِيَةٌ جَالِسًا عِنْدَ النَّارِ
فَتَفَرَّسَتْ فِيهِ وَقَالَتْ:«وَهذَا كَانَ مَعَهُ!». ٥٧فَأَنْكَرَهُ قَائِلاً:«لَسْتُ
أَعْرِفُهُ يَا امْرَأَةُ!» ٥٨وَبَعْدَ قَلِيلٍ رَآهُ آخَرُ وَقَالَ:«وَأَنْتَ مِنْهُمْ!»
فَقَالَ بُطْرُسُ: «يَا إِنْسَانُ، لَسْتُ أَنَا!»

৫৯এক ঘণ্টা পরে আর একজন জোর দিয়ে বলল, “এই লোকটি নিশ্চয়ই ওর
সংগে ছিল, কারণ এ তো গালীল প্রদেশের লোক।” ৬০পিতর বললেন, “দেখ,
তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না।” পিতরের কথা শেষ হতে না হতেই একটা
মোরগ ডেকে উঠল। ৬১তখন ঈসা মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে দেখলেন। এতে যে
কথা ঈসা তাঁকে বলেছিলেন সেই কথা পিতরের মনে পড়ল, “আজ মোরগ
ডাকবার আগে তুমি তিন বার বলবে যে, তুমি আমাকে চেন না।” ৬২তখন পিতর
বাইরে গিয়ে খুব কাঁদতে লাগলেন। ৬৩যারা ঈসাকে পাহারা দিচ্ছিল তারা তাঁকে
ঠাট্টা করতে ও মারতে লাগল। ৬৪তারা ঈসার চোখ বেঁধে দিয়ে বলল, “বল্ তো
দেখি, কে তোকে মারল?” ৬৫এইভাবে তারা আরও অনেক কথা বলে তাঁকে
অপমান করল। ৬৬সকাল হলে পর ইহুদীদের বৃদ্ধনেতারা, প্রধান ইমামেরা এবং
আলেমেরা একসংগে জমায়েত হলেন এবং ঈসাকে তাঁদের মহাসভার সামনে এনে
বললেন, ৬৭“তুমি যদি মসীহ্ হও তবে আমাদের বল।” ঈসা বললেন, “আমি যদি
বলি তবুও আপনারা কোনমতেই বিশ্বাস করবেন না এবং আপনাদের কিছু
জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেবেন না। ৬৯কিন্তু ইব্‌ন্তেআদম এখন থেকে সর্বশক্তিমান
আল্লাহ্‌র ডানপাশে বসে থাকবেন।” ৭০তখন সকলে জিজ্ঞাসা করলেন, “তাহলে
তুমি কি ইব্‌নুল্লাহ্?” তিনি তাঁদের বললেন, “আপনারা ঠিকই বলছেন যে, আমিই
সে-ই।” ৭১তখন নেতারা বললেন, “আমাদের আর সাক্ষ্যের কি দরকার? আমরা
নিজেরাই তো ওর মুখে শুনলাম।”

২৩ অধ্যায়

১তখন সেই সভার সকলে উঠে ঈসাকে রোমীয় প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের কাছে
নিয়ে গেলেন। ২তাঁরা এই বলে ঈসার বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে লাগলেন, “আমরা
দেখেছি, এই লোকটা সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লোকদের নিয়ে যাচ্ছে। সে
সম্রাটকে খাজনা দিতে নিষেধ করে এবং বলে সে নিজেই মসীহ্, একজন
বাদশাহ্।” ৩পীলাত ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি ইহুদীদের বাদশাহ্?”
ঈসা বললেন, “আপনি ঠিক কথাই বলছেন।”

[٥٩] وَلَمَّا مَضَى نَحْوُ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ أَكَّدَ آخَرُ قَائِلاً:«بِالْحَقِّ إِنَّ هذَا
أَيْضًا كَانَ مَعَهُ، لأَنَّهُ جَلِيلِيٌّ أَيْضًا!». [٦٠] فَقَالَ بُطْرُسُ:«يَا إِنْسَانُ،
لَسْتُ أَعْرِفُ مَا تَقُولُ!». وَفِي الْحَالِ بَيْنَمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ صَاحَ الدِّيكُ.
[٦١] فَالْتَفَتَ الرَّبُّ وَنَظَرَ إِلَى بُطْرُسَ، فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلاَمَ الرَّبِّ،
كَيْفَ قَالَ لَهُ:«إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ الدِّيكُ تُنْكِرُنِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ».
[٦٢] فَخَرَجَ بُطْرُسُ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاءً مُرًّا.

[٦٣] وَالرِّجَالُ الَّذِينَ كَانُوا ضَابِطِينَ يَسُوعَ كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ
وَهُمْ يَجْلِدُونَهُ، [٦٤] وَغَطَّوْهُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَهُ وَيَسْأَلُونَهُ
قَائِلِينَ:«تَنَبَّأْ! مَنْ هُوَ الَّذِي ضَرَبَكَ؟» [٦٥] وَأَشْيَاءَ أُخَرَ كَثِيرَةً كَانُوا
يَقُولُونَ عَلَيْهِ مُجَدِّفِينَ.

[٦٦] وَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ اجْتَمَعَتْ مَشْيَخَةُ الشَّعْبِ: رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ
وَالْكَتَبَةُ، وَأَصْعَدُوهُ إِلَى مَجْمَعِهِمْ [٦٧] قَائِلِينَ:«إِنْ كُنْتَ أَنْتَ الْمَسِيحَ،
فَقُلْ لَنَا!». فَقَالَ لَهُمْ:«إِنْ قُلْتُ لَكُمْ لاَ تُصَدِّقُونَ، [٦٨] وَإِنْ سَأَلْتُ لاَ
تُجِيبُونَنِي وَلاَ تُطْلِقُونَنِي. [٦٩] مُنْذُ الآنَ يَكُونُ ابْنُ الإِنْسَانِ جَالِسًا
عَنْ يَمِينِ قُوَّةِ اللهِ». [٧٠] فَقَالَ الْجَمِيعُ:«أَفَأَنْتَ ابْنُ اللهِ؟» فَقَالَ لَهُمْ:
«أَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا هُوَ». [٧١] فَقَالُوا:«مَا حَاجَتُنَا بَعْدُ إِلَى شَهَادَةٍ؟
لأَنَّنَا نَحْنُ سَمِعْنَا مِنْ فَمِهِ».

الأصحَاحُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

[١] فَقَامَ كُلُّ جُمْهُورِهِمْ وَجَاءُوا بِهِ إِلَى بِيلاَطُسَ، [٢] وَابْتَدَأُوا
يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ:«إِنَّنَا وَجَدْنَا هذَا يُفْسِدُ الأُمَّةَ، وَيَمْنَعُ أَنْ
تُعْطَى جِزْيَةٌ لِقَيْصَرَ، قَائِلاً: إِنَّهُ هُوَ مَسِيحٌ مَلِكٌ». [٣] فَسَأَلَهُ بِيلاَطُسُ
قَائِلاً:«أَنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟» فَأَجَابَهُ وَقَالَ:«أَنْتَ تَقُولُ».

٤فَقَالَ بِيلاَطُسُ لِرُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ وَالْجُمُوعِ:«إِنِّي لاَ أَجِدُ عِلَّةً فِي
هذَا الإِنْسَانِ». ٥فَكَانُوا يُشَدِّدُونَ قَائِلِينَ:«إِنَّهُ يُهَيِّجُ الشَّعْبَ وَهُوَ
يُعَلِّمُ فِي كُلِّ الْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ الْجَلِيلِ إِلَى هُنَا». ٦فَلَمَّا سَمِعَ
بِيلاَطُسُ ذِكْرَ الْجَلِيلِ، سَأَلَ:«هَلِ الرَّجُلُ جَلِيلِيٌّ؟» ٧وَحِينَ عَلِمَ أَنَّهُ
مِنْ سُلْطَنَةِ هِيرُودُسَ، أَرْسَلَهُ إِلَى هِيرُودُسَ، إِذْ كَانَ هُوَ أَيْضًا تِلْكَ
الأَيَّامَ فِي أُورُشَلِيمَ.

٨وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ فَرِحَ جِدًّا، لأَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ مِنْ
زَمَانٍ طَوِيلٍ أَنْ يَرَاهُ، لِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، وَتَرَجَّى أَنْ
يَرَى آيَةً تُصْنَعُ مِنْهُ. ٩وَسَأَلَهُ بِكَلاَمٍ كَثِيرٍ فَلَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ.
١٠وَوَقَفَ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَالْكَتَبَةُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِاشْتِدَادٍ،
١١فَاحْتَقَرَهُ هِيرُودُسُ مَعَ عَسْكَرِهِ وَاسْتَهْزَأَ بِهِ، وَأَلْبَسَهُ لِبَاسًا
لاَمِعًا، وَرَدَّهُ إِلَى بِيلاَطُسَ. ١٢فَصَارَ بِيلاَطُسُ وَهِيرُودُسُ
صَدِيقَيْنِ مَعَ بَعْضِهِمَا فِي ذلِكَ الْيَوْمِ، لأَنَّهُمَا كَانَا مِنْ قَبْلُ فِي
عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا.

١٣فَدَعَا بِيلاَطُسُ رُؤَسَاءَ الْكَهَنَةِ وَالْعُظَمَاءَ وَالشَّعْبَ، ١٤وَقَالَ
لَهُمْ:«قَدْ قَدَّمْتُمْ إِلَيَّ هذَا الإِنْسَانَ كَمَنْ يُفْسِدُ الشَّعْبَ. وَهَا أَنَا قَدْ
فَحَصْتُ قُدَّامَكُمْ وَلَمْ أَجِدْ فِي هذَا الإِنْسَانِ عِلَّةً مِمَّا تَشْتَكُونَ بِهِ
عَلَيْهِ. ١٥وَلاَ هِيرُودُسُ أَيْضًا، لأَنِّي أَرْسَلْتُكُمْ إِلَيْهِ. وَهَا لاَ شَيْءَ
يَسْتَحِقُّ الْمَوْتَ صُنِعَ مِنْهُ. ١٦فَأَنَا أُؤَدِّبُهُ وَأُطْلِقُهُ». ١٧وَكَانَ
مُضْطَرًّا أَنْ يُطْلِقَ لَهُمْ كُلَّ عِيدٍ وَاحِدًا، ١٨فَصَرَخُوا بِجُمْلَتِهِمْ
قَائِلِينَ:«خُذْ هذَا! وَأَطْلِقْ لَنَا بَارَابَاسَ!» ١٩وَذَاكَ كَانَ قَدْ طُرِحَ فِي
السِّجْنِ لأَجْلِ فِتْنَةٍ حَدَثَتْ فِي الْمَدِينَةِ وَقَتْلٍ.

৪তখন পীলাত প্রধান ইমামদের ও সমস্ত লোকদের বললেন, “আমি তো এই
লোকটির কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না।” ৫কিন্তু তাঁরা জিদ করে বলতে
লাগলেন, “এহুদিয়া প্রদেশের সব জায়গায় শিক্ষা দিয়ে এ লোকদের ক্ষেপিয়ে
তুলছে। গালীল প্রদেশ থেকে সে শুরু করেছে, আর এখন এখানে এসেছে।” ৬এই
কথা শুনে পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন ঈসা গালীল প্রদেশের লোক কি না।
৭শাসনকর্তা হেরোদের শাসনের অধীনে যে প্রদেশ আছে, ঈসা সেই জায়গার লোক
জানতে পেরে পীলাত তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সময় হেরোদও
জেরুজালেমে ছিলেন। ৮ঈসাকে দেখে হেরোদ খুব খুশী হলেন। তিনি ঈসার সম্বন্ধে
অনেক কথা শুনেছিলেন, তাই তিনি অনেক দিন ধরে তাঁকে দেখতে চাইছিলেন।
হেরোদ আশা করেছিলেন ঈসা তাঁকে কোন অলৌকিক কাজ করে দেখাবেন।
৯তিনি ঈসাকে অনেক প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ঈসা কোন কথারই জবাব দিলেন না।
১০প্রধান ইমামেরা এবং আলেমেরা সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ঈসাকে দোষ
দিতে লাগলেন। ১১তখন হেরোদ ঈসাকে অপমান ও ঠাট্টা করলেন, আর তাঁর
সৈন্যেরাও তা-ই করল। তার পরে ঈসাকে জমকালো একটা পোশাক পরিয়ে তিনি
তাঁকে পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ১২এর আগে হেরোদ ও পীলাতের মধ্যে
শত্রুতা ছিল, কিন্তু সেই দিন থেকে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হল। ১৩পীলাত তখন প্রধান
ইমামদের, নেতাদের এবং সাধারণ লোকদের ডেকে একত্র করে বললেন,
১৪“আপনারা এই লোকটিকে এই দোষ দিয়ে আমার কাছে এনেছেন যে, লোকদের
সে সরকারের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাকে আমি আপনাদের সামনেই জেরা
করেছি। আপনারা তার বিরুদ্ধে যে সব দোষ দিচ্ছেন তার একটাতেও সে দোষী
বলে আমি প্রমাণ পাই নি। ১৫হেরোদও নিশ্চয় তার কোন দোষ পান নি, কারণ
তিনি তাকে আমাদের কাছে ফেরৎ পাঠিয়েছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হত্যা
করবার মত এমন কোন অন্যায় কাজও সে করে নি। ১৬তাই আমি তাকে শাস্তি দিয়ে
ছেড়ে দেব।” ১৭তিনি এই কথা বললেন কারণ উদ্ধার-ঈদের সময়ে প্রত্যেক বারই
তাঁকে একজন কয়েদীকে ছেড়ে দিতে হত। ১৮কিন্তু লোকেরা একসংগে চেঁচিয়ে
বলতে লাগল, “ওকে দূর করুন, বারাব্বাকে আমাদের কাছে ছেড়ে দিন।” ১৯এই
বারাব্বাকে শহরের মধ্যে বিদ্রোহ ও খুনাখুনির জন্য জেলে দেওয়া হয়েছিল।

২০পীলাত কিন্তু ঈসাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, সেইজন্য তিনি লোকদের
আবার সেই একই কথা বললেন। ২১কিন্তু লোকেরা এই বলে চেঁচাতেই থাকল,
“ওকে ক্রুশে দিন, ক্রুশে দিন।” ২২পীলাত তৃতীয়বার লোকদের বললেন, “কেন,
এই লোকটি কি দোষ করেছে? আমি তো তার কোন দোষই দেখতে পাচ্ছি না
যাতে তাকে মৃত্যুর শাস্তি দেওয়া যায়। সেইজন্য তাকে আমি অন্য শাস্তি দেবার পর
ছেড়ে দেব।” ২৩কিন্তু লোকেরা ঈসাকে ক্রুশের উপরে হত্যা করবার জন্য চিৎকার
করতে থাকল এবং শেষে তারা চেঁচিয়েই জয়ী হল। পীলাত লোকদের কথা মেনে
নেওয়া ঠিক করলেন। ২৪বিদ্রোহ ও খুনের জন্য যাকে জেলে দেওয়া হয়েছিল
লোকেরা তাকেই চেয়েছিল; সেইজন্য পীলাত সেই লোককে ছেড়ে দিলেন এবং
লোকদের ইচ্ছামত ঈসাকে হত্যা করবার জন্য তাদের হাতে দিলেন। ২৬সৈন্যেরা
যখন ঈসাকে নিয়ে যাচ্ছিল তখন শিমোন নামে কুরীণী শহরের একজন লোক
গ্রামের দিক থেকে আসছিল। সৈন্যেরা তাকে জোর করে ধরে ক্রুশটা তার কাঁধে
তুলে দিল যেন সে ঈসার পিছনে তা বয়ে নিয়ে যেতে পারে। ২৭অনেক লোক
ঈসার পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকও ছিল। তারা বুক
চাপ্‌ড়ে কাঁদছিল। ২৮ঈসা তাদের দিকে ফিরে বললেন, “জেরুজালেমের মেয়েরা,
আমার জন্য কেঁদো না। তোমাদের নিজেদের জন্য এবং তোমাদের ছেলেমেয়েদের
জন্য কাঁদ, ২৯কারণ এমন দিন আসছে যখন লোকে বলবে, ‘যাদের কখনও
ছেলেমেয়ে হয় নি এবং যারা কখনও বুকের দুধ শিশুদের খাওয়ায় নি সেই বন্ধ্যা
স্ত্রীলোকেরা ধন্য।’ ৩০সেই সময়ে লোকে বড় বড় পাহাড়কে বলবে, ‘আমাদের
উপর পড়,’ আর ছোট ছোট পাহাড়কে বলবে, ‘আমাদের ঢেকে রাখ।’ ৩১গাছ
সবুজ থাকতে যদি লোকে এই রকম করে তবে গাছ শুকনা হলে পর কিনা হবে!”
৩২সৈন্যেরা দু’জন দোষী লোককেও হত্যা করবার জন্য ঈসার সংগে নিয়ে চলল।
৩৩যে জায়গাটাকে মাথার খুলি বলা হত সেখানে পৌঁছে তারা ঈসাকে ও সেই
দু’জন দোষীকে ক্রুশে দিল- একজনকে ঈসার ডান দিকে ও অন্যজনকে বাঁদিকে।
৩৪তখন ঈসা বললেন, “পিতা, এদের মাফ কর, কারণ এরা কি করছে তা জানে
না।” তারা গুলিবাঁট করে ঈসার কাপড়-চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল।

٢٠فَنَادَاهُمْ أَيْضًا بِيلاَطُسُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِقَ يَسُوعَ،
٢١فَصَرَخُوا قَائِلِينَ:«اصْلِبْهُ! اصْلِبْهُ!» ٢٢فَقَالَ لَهُمْ ثَالِثَةً:«فَأَيَّ شَرٍّ
عَمِلَ هذَا؟ إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهِ عِلَّةً لِلْمَوْتِ، فَأَنَا أُؤَدِّبُهُ وَأُطْلِقُهُ».
٢٣فَكَانُوا يَلِجُّونَ بِأَصْوَاتٍ عَظِيمَةٍ طَالِبِينَ أَنْ يُصْلَبَ. فَقَوِيَتْ
أَصْوَاتُهُمْ وَأَصْوَاتُ رُؤَسَاءِ الْكَهَنَةِ. ٢٤فَحَكَمَ بِيلاَطُسُ أَنْ تَكُونَ
طِلْبَتُهُمْ. ٢٥فَأَطْلَقَ لَهُمُ الَّذِي طُرِحَ فِي السِّجْنِ لأَجْلِ فِتْنَةٍ وَقَتْلٍ،
الَّذِي طَلَبُوهُ، وَأَسْلَمَ يَسُوعَ لِمَشِيئَتِهِمْ.

٢٦وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ أَمْسَكُوا سِمْعَانَ، رَجُلاً قَيْرَوَانِيًّا كَانَ آتِيًا مِنَ
الْحَقْلِ، وَوَضَعُوا عَلَيْهِ الصَّلِيبَ لِيَحْمِلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ. ٢٧وَتَبِعَهُ
جُمْهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ الشَّعْبِ، وَالنِّسَاءِ اللَّوَاتِي كُنَّ يَلْطِمْنَ أَيْضًا
وَيَنُحْنَ عَلَيْهِ. ٢٨فَالْتَفَتَ إِلَيْهِنَّ يَسُوعُ وَقَالَ:«يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ، لاَ
تَبْكِينَ عَلَيَّ بَلِ ابْكِينَ عَلَى أَنْفُسِكُنَّ وَعَلَى أَوْلاَدِكُنَّ، ٢٩لأَنَّهُ هُوَذَا
أَيَّامٌ تَأْتِي يَقُولُونَ فِيهَا: طُوبَى لِلْعَوَاقِرِ وَالْبُطُونِ الَّتِي لَمْ تَلِدْ
وَالثُّدِيِّ الَّتِي لَمْ تُرْضِعْ! ٣٠حِينَئِذٍ يَبْتَدِئُونَ يَقُولُونَ لِلْجِبَالِ: اسْقُطِي
عَلَيْنَا! وَلِلآكَامِ: غَطِّينَا! ٣١لأَنَّهُ إِنْ كَانُوا بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَفْعَلُونَ
هذَا، فَمَاذَا يَكُونُ بِالْيَابِسِ؟». ٣٢وَجَاءُوا أَيْضًا بِاثْنَيْنِ آخَرَيْنِ
مُذْنِبَيْنِ لِيُقْتَلاَ مَعَهُ.

٣٣وَلَمَّا مَضَوْا بِهِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُدْعَى «جُمْجُمَةَ» صَلَبُوهُ
هُنَاكَ مَعَ الْمُذْنِبَيْنِ، وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ. ٣٤فَقَالَ
يَسُوعُ: «يَا أَبَتَاهُ، اغْفِرْ لَهُمْ، لأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ». وَإِذِ
اقْتَسَمُوا ثِيَابَهُ اقْتَرَعُوا عَلَيْهَا.

৩৫লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছিল। ধর্ম-নেতারা ঈসাকে ঠাট্টা করে বললেন, “সে তো
অন্যদের রক্ষা করত। যদি সে আল্লাহ্‌র মসীহ্‌, তাঁর বাছাই-করা বান্দা হয় তবে
নিজেকে রক্ষা করুক!” ৩৬সৈন্যেরাও তাঁকে ঠাট্টা করতে লাগল। তারা ঈসাকে
খেতে দেবার জন্য তাঁর কাছে সিরকা নিয়ে গিয়ে বলল, ৩৭“তুমি যদি ইহুদীদের
বাদশাহ্‌ হও তবে নিজেকে রক্ষা কর।” ৩৮ক্রুশে তাঁর মাথার উপরের দিকে একটা
ফলকে এই কথা লেখা ছিল, “এই লোকটি ইহুদীদের বাদশাহ্‌।” ৩৯যে দু’জন
দোষী লোককে সেখানে ক্রুশে টাংগানো হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ঈসাকে
টিট্‌কারি দিয়ে বলল, “তুমি নাকি মসীহ্‌? তাহলে নিজেকে ও আমাদের রক্ষা
কর।” ৪০তখন অন্য লোকটি তাকে বকুনি দিয়ে বলল, “তুমি কি আল্লাহ্‌কে ভয়
কর না? তুমি তো একই রকম শাস্তি পাচ্ছ। ৪১আমরা উচিত শাস্তি পাচ্ছি। আমাদের
যা পাওনা আমরা তা-ই পাচ্ছি, কিন্তু এই লোকটি তো কোন দোষ করে নি।”
৪২তারপর সে বলল, “ঈসা, আপনি যখন রাজত্ব করতে ফিরে আসবেন তখন
আমার কথা মনে করবেন।” ৪৩জবাবে ঈসা তাকে বললেন, “আমি তোমাকে
সত্যি বলছি, তুমি আজকেই আমার সংগে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উপস্থিত হবে।”
৪৪তখন বেলা প্রায় দুপুর। সূর্য আলো দেওয়া বন্ধ করল এবং সারা দেশ অন্ধকার
হয়ে গেল। বেলা তিনটা পর্যন্ত সেই রকমই রইল। বায়তুল-মোকাদ্দসের পর্দাটা
মাঝখানে চিরে দু’ভাগ হয়ে গেল। ৪৬ঈসা চিৎকার করে বললেন, “পিতা, আমি
তোমার হাতে আমার রূহ্‌ তুলে দিলাম।” এই কথা বলে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।
৪৭এই সব দেখে রোমীয় শত-সেনাপতি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে বললেন, “সত্যিই
লোকটি ধার্মিক ছিল।” ৪৮যে লোকেরা সেখানে জমায়েত হয়েছিল তারা এই সমস্ত
ঘটনা দেখে বুক চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে সেখান থেকে ফিরে গেল। ৪৯যাঁরা ঈসাকে
চিনতেন এবং যে স্ত্রীলোকেরা গালীল থেকে তাঁর সংগে সংগে এসেছিলেন তাঁরা
সবাই দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন। ৫০ইউসুফ নামে একজন সৎ ও ধার্মিক
লোক মহাসভার সদস্য ছিলেন। তিনি অরিমাথিয়া নামে ইহুদীদের একটা গ্রামের
লোক। ৫১ঈসার বিষয়ে সভার লোকদের সংগে তিনি একমত হতে পারেন নি।
তিনি আল্লাহ্‌র রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ৫২পীলাতের কাছে গিয়ে তিনি
ঈসার লাশটি চেয়ে নিলেন।

٣٥وَكَانَ الشَّعْبُ وَاقِفِينَ يَنْظُرُونَ، وَالرُّؤَسَاءُ أَيْضًا مَعَهُمْ يَسْخَرُونَ
بِهِ قَائِلِينَ:«خَلَّصَ آخَرِينَ، فَلْيُخَلِّصْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ هُوَ الْمَسِيحَ مُخْتَارَ
اللهِ!». ٣٦وَالْجُنْدُ أَيْضًا اسْتَهْزَأُوا بِهِ وَهُمْ يَأْتُونَ وَيُقَدِّمُونَ لَهُ خَلاًّ،
٣٧قَائِلِينَ:«إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مَلِكَ الْيَهُودِ فَخَلِّصْ نَفْسَكَ!». ٣٨وَكَانَ عُنْوَانٌ
مَكْتُوبٌ فَوْقَهُ بِأَحْرُفٍ يُونَانِيَّةٍ وَرُومَانِيَّةٍ وَعِبْرَانِيَّةٍ:«هذَا هُوَ مَلِكُ
الْيَهُودِ». ٣٩وَكَانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمُذْنِبَيْنِ الْمُعَلَّقَيْنِ يُجَدِّفُ عَلَيْهِ قَائِلاً:«إِنْ
كُنْتَ أَنْتَ الْمَسِيحَ، فَخَلِّصْ نَفْسَكَ وَإِيَّانَا!» ٤٠فَأَجَابَ الآخَرُ وَانْتَهَرَهُ
قَائِلاً:«أَوَلاَ أَنْتَ تَخَافُ اللهَ، إِذْ أَنْتَ تَحْتَ هذَا الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ؟ ٤١أَمَّا نَحْنُ
فَبِعَدْلٍ، لأَنَّنَا نَنَالُ اسْتِحْقَاقَ مَا فَعَلْنَا، وَأَمَّا هذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي
مَحَلِّهِ». ٤٢ثُمَّ قَالَ لِيَسُوعَ:«اذْكُرْنِي يَارَبُّ مَتَى جِئْتَ فِي مَلَكُوتِكَ».
٤٣فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ:«الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ: إِنَّكَ الْيَوْمَ تَكُونُ مَعِي فِي
الْفِرْدَوْسِ».

٤٤وَكَانَ نَحْوُ السَّاعَةِ السَّادِسَةِ، فَكَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى
السَّاعَةِ التَّاسِعَةِ. ٤٥وَأَظْلَمَتِ الشَّمْسُ، وَانْشَقَّ حِجَابُ الْهَيْكَلِ مِنْ
وَسْطِهِ. ٤٦وَنَادَى يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَ: «يَا أَبَتَاهُ، فِي يَدَيْكَ
أَسْتَوْدِعُ رُوحِي». وَلَمَّا قَالَ هذَا أَسْلَمَ الرُّوحَ. ٤٧فَلَمَّا رَأَى قَائِدُ الْمِئَةِ
مَا كَانَ، مَجَّدَ اللهَ قَائِلاً:«بِالْحَقِيقَةِ كَانَ هذَا الإِنْسَانُ بَارًّا!» ٤٨وَكُلُّ
الْجُمُوعِ الَّذِينَ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ لِهذَا الْمَنْظَرِ، لَمَّا أَبْصَرُوا مَا كَانَ،
رَجَعُوا وَهُمْ يَقْرَعُونَ صُدُورَهُمْ. ٤٩وَكَانَ جَمِيعُ مَعَارِفِهِ، وَنِسَاءٌ كُنَّ
قَدْ تَبِعْنَهُ مِنَ الْجَلِيلِ، وَاقِفِينَ مِنْ بَعِيدٍ يَنْظُرُونَ ذلِكَ.

٥٠وَإِذَا رَجُلٌ اسْمُهُ يُوسُفُ، وَكَانَ مُشِيرًا وَرَجُلاً صَالِحًا بَارًّا .

٥١هذَا لَمْ يَكُنْ مُوافِقًا لِرَأْيِهِمْ وَعَمَلِهِمْ، وَهُوَ مِنَ الرَّامَةِ مَدِينَةٍ لِلْيَهُودِ.
وَكَانَ هُوَ أَيْضًا يَنْتَظِرُ مَلَكُوتَ اللهِ. ٥٢هذَا تَقَدَّمَ إِلَى بِيلاَطُسَ وَطَلَبَ
جَسَدَ يَسُوعَ،

৫৩পরে লাশটি ক্রুশ থেকে নামিয়ে কাফন দিয়ে জড়ালেন এবং পাথর কেটে তৈরী
করা একটা কবরের মধ্যে দাফন করলেন। সেই কবরে আর কখনও কাউকে দাফন
করা হয় নি। ৫৪সেই দিনটা ছিল বিশ্রামবারের আয়োজনের দিন। বিশ্রামবার প্রায়
শুরু হয়ে গিয়েছিল। ৫৫যে স্ত্রীলোকেরা ঈসার সংগে গালীল থেকে এসেছিলেন
তাঁরা ইউসুফের পিছনে পিছনে গিয়ে কবরটি দেখলেন এবং ঈসার লাশ কিভাবে
দাফন করা হল তাও দেখলেন। ৫৬তারপর তাঁরা ফিরে গিয়ে তাঁর লাশের জন্য
খোশবু মসলা এবং মলম তৈরী করলেন। এর পরে তাঁরা মূসার হুকুম মত
বিশ্রামবারে বিশ্রাম করলেন।

২৪ অধ্যায়

১সপ্তার প্রথম দিনের খুব সকালবেলা সেই স্ত্রীলোকেরা সেই খোশবু মসলা নিয়ে
কবরের কাছে গেলেন। ২তাঁরা দেখলেন কবরের মুখ থেকে পাথরখানা সরিয়ে রাখা
হয়েছে, ৩কিন্তু কবরের ভিতরে গিয়ে তাঁরা হযরত ঈসার লাশ দেখতে পেলেন না।
৪যখন তাঁরা অবাক হয়ে সেই বিষয়ে ভাবছিলেন তখন বিদ্যুতের মত ঝক্‌ঝকে
কাপড় পরা দু'জন লোক তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। ৫এতে স্ত্রীলোকেরা ভয়
পেয়ে মাথা নীচু করলেন। লোক দু'টি তাঁদের বললেন, "যিনি জীবিত তাঁকে
মৃতদের মধ্যে তালাশ করছ কেন? ৬তিনি এখানে নেই; তিনি জীবিত হয়ে
উঠেছেন। তিনি যখন গালীলে ছিলেন তখন তিনি তোমাদের কাছে যা বলেছিলেন
তা মনে করে দেখ। ৭তিনি বলেছিলেন, ইব্‌ন্তেআদমকে গুনাহ্‌গার লোকদের হাতে
ধরিয়ে দেওয়া হবে। তার পরে তাঁকে ক্রুশের উপরে হত্যা করা হবে এবং তৃতীয়
দিনে তাঁকে আবার জীবিত হয়ে উঠতে হবে।" ৮তখন তাঁদের সেই কথা মনে
পড়ল। ৯তাঁরা কবর থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারোজন সাহাবী এবং অন্য
সকলকে এই সব কথা জানালেন। ১০সেই স্ত্রীলোকদের মধ্যে ছিলেন মগ্‌দলীনী
মরিয়ম, যোহানা ও ইয়াকুবের মা মরিয়ম। তাঁদের সংগে আর অন্য যে স্ত্রীলোকেরা
ছিলেন তাঁরাও এই সমস্ত কথা সাহাবীদের কাছে বললেন।

٥٣وَأَنْزَلَهُ، وَلَفَّهُ بِكَتَّانٍ، وَوَضَعَهُ فِي قَبْرٍ مَنْحُوتٍ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ
أَحَدٌ وُضِعَ قَطُّ. ٥٤وَكَانَ يَوْمُ الاسْتِعْدَادِ وَالسَّبْتُ يَلُوحُ. ٥٥وَتَبِعَتْهُ
نِسَاءٌ كُنَّ قَدْ أَتَيْنَ مَعَهُ مِنَ الْجَلِيلِ، وَنَظَرْنَ الْقَبْرَ وَكَيْفَ وُضِعَ
جَسَدُهُ.

٥٦فَرَجَعْنَ وَأَعْدَدْنَ حَنُوطًا وَأَطْيَابًا. وَفِي السَّبْتِ اسْتَرَحْنَ حَسَبَ
الْوَصِيَّةِ.

الأصحَاحُ الرَّابعُ وَالْعِشرُونَ

١ثُمَّ فِي أَوَّلِ الأُسْبُوعِ، أَوَّلَ الْفَجْرِ، أَتَيْنَ إِلَى الْقَبْرِ حَامِلاَتٍ
الْحَنُوطَ الَّذِي أَعْدَدْنَهُ، وَمَعَهُنَّ أُنَاسٌ. ٢فَوَجَدْنَ الْحَجَرَ مُدَحْرَجًا
عَنِ الْقَبْرِ، ٣فَدَخَلْنَ وَلَمْ يَجِدْنَ جَسَدَ الرَّبِّ يَسُوعَ. ٤وَفِيمَا هُنَّ
مُحْتَارَاتٌ فِي ذلِكَ، إِذَا رَجُلاَنِ وَقَفَا بِهِنَّ بِثِيَابٍ بَرَّاقَةٍ. ٥وَإِذْ كُنَّ
خَائِفَاتٍ وَمُنَكِّسَاتٍ وُجُوهَهُنَّ إِلَى الأَرْضِ، قَالاَ لَهُنَّ:«لِمَاذَا تَطْلُبْنَ
الْحَيَّ بَيْنَ الأَمْوَاتِ؟ ٦لَيْسَ هُوَ ههُنَا، لكِنَّهُ قَامَ! اُذْكُرْنَ كَيْفَ
كَلَّمَكُنَّ وَهُوَ بَعْدُ فِي الْجَلِيلِ ٧قَائِلاً: إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ ابْنُ الإِنْسَانِ
فِي أَيْدِي أُنَاسٍ خُطَاةٍ، وَيُصْلَبَ، وَفِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ يَقُومُ».
٨فَتَذَكَّرْنَ كَلاَمَهُ، ٩وَرَجَعْنَ مِنَ الْقَبْرِ، وَأَخْبَرْنَ الأَحَدَ عَشَرَ
وَجَمِيعَ الْبَاقِينَ بِهذَا كُلِّهِ. ١٠وَكَانَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَّةُ وَيُونَّا وَمَرْيَمُ أُمُّ
يَعْقُوبَ وَالْبَاقِيَاتُ مَعَهُنَّ، اللَّوَاتِي قُلْنَ هذَا لِلرُّسُلِ.

[١١]فَتَرَاءَى كَلاَمُهُنَّ لَهُمْ كَالْهَذَيَانِ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُنَّ. [١٢]فَقَامَ بُطْرُسُ وَرَكَضَ إِلَى الْقَبْرِ، فَانْحَنَى وَنَظَرَ الأَكْفَانَ مَوْضُوعَةً وَحْدَهَا، فَمَضَى مُتَعَجِّبًا فِي نَفْسِهِ مِمَّا كَانَ.

[১১]কিন্তু সেই সব কথা তাঁদের কাছে বাজে কথার মতই মনে হল। সেইজন্য সেই স্ত্রীলোকদের কথা তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। [১২]পিতর কিন্তু উঠে দৌড়ে কবরের কাছে গেলেন এবং নীচু হয়ে কেবল কাপড়গুলোই দেখতে পেলেন। যা ঘটেছে তাতে আশ্চর্য হয়ে তিনি ফিরে আসলেন।

[١٣]وَإِذَا اثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ إِلَى قَرْيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ أُورُشَلِيمَ سِتِّينَ غَلْوَةً، اسْمُهَا «عِمْوَاسُ». [١٤]وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ بَعْضُهُمَا مَعَ بَعْضٍ عَنْ جَمِيعِ هذِهِ الْحَوَادِثِ. [١٥]وَفِيمَا هُمَا يَتَكَلَّمَانِ وَيَتَحَاوَرَانِ، اقْتَرَبَ إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْسُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَهُمَا. [١٦]وَلكِنْ أُمْسِكَتْ أَعْيُنُهُمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ. [١٧]فَقَالَ لَهُمَا:«مَا هذَا الْكَلاَمُ الَّذِي تَتَطَارَحَانِ بِهِ وَأَنْتُمَا مَاشِيَانِ عَابِسَيْنِ؟» [١٨]فَأَجَابَ أَحَدُهُمَا، الَّذِي اسْمُهُ كَلِيُوبَاسُ وَقَالَ لَهُ:«هَلْ أَنْتَ مُتَغَرِّبٌ وَحْدَكَ فِي أُورُشَلِيمَ وَلَمْ تَعْلَمِ الأُمُورَ الَّتِي حَدَثَتْ فِيهَا فِي هذِهِ الأَيَّامِ؟» [١٩]فَقَالَ لَهُمَا:«وَمَا هِيَ؟» فَقَالاَ:«الْمُخْتَصَّةُ بِيَسُوعَ النَّاصِرِيِّ، الَّذِي كَانَ إِنْسَانًا نَبِيًّا مُقْتَدِرًا فِي الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ أَمَامَ اللهِ وَجَمِيعِ الشَّعْبِ. [٢٠]كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُؤَسَاءُ الْكَهَنَةِ وَحُكَّامُنَا لِقَضَاءِ الْمَوْتِ وَصَلَبُوهُ. [٢١]وَنَحْنُ كُنَّا نَرْجُو أَنَّهُ هُوَ الْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلكِنْ، مَعَ هذَا كُلِّهِ، الْيَوْمَ لَهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ مُنْذُ حَدَثَ ذلِكَ. [٢٢]بَلْ بَعْضُ النِّسَاءِ مِنَّا حَيَّرْنَنَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ الْقَبْرِ، [٢٣]وَلَمَّا لَمْ يَجِدْنَ جَسَدَهُ أَتَيْنَ قَائِلاَتٍ: إِنَّهُنَّ رَأَيْنَ مَنْظَرَ مَلاَئِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيٌّ. [٢٤]وَمَضَى قَوْمٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَنَا إِلَى الْقَبْرِ، فَوَجَدُوا هكَذَا كَمَا قَالَتْ أَيْضًا النِّسَاءُ، وَأَمَّا هُوَ فَلَمْ يَرَوْهُ». [٢٥]فَقَالَ لَهُمَا:«أَيُّهَا الْغَبِيَّانِ وَالْبَطِيئَا الْقُلُوبِ فِي الإِيمَانِ بِجَمِيعِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ الأَنْبِيَاءُ! [٢٦]أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ بِهذَا وَيَدْخُلُ إِلَى مَجْدِهِ؟»

[১১]কিন্তু সেই সব কথা তাঁদের কাছে বাজে কথার মতই মনে হল। সেইজন্য সেই স্ত্রীলোকদের কথা তাঁরা বিশ্বাস করলেন না। [১২]পিতর কিন্তু উঠে দৌড়ে কবরের কাছে গেলেন এবং নীচু হয়ে কেবল কাপড়গুলোই দেখতে পেলেন। যা ঘটেছে তাতে আশ্চর্য হয়ে তিনি ফিরে আসলেন। [১৩]সেই দিনেই দু'জন সাহাবী ইম্মায়ূ নামে একটা গ্রামে যাচ্ছিলেন। গ্রামটা জেরুজালেম থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে ছিল। [১৪]যা ঘটেছে তা নিয়ে তাঁরা আলাপ-আলোচনা করছিলেন। [১৫]সেই সময় ঈসা নিজেই সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগে হাঁটতে শুরু করলেন। [১৬]তাঁদের চোখ যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাই তাঁরা ঈসাকে চিনতে পারলেন না। [১৭]তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "আপনারা কি কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন?" সেই দু'জন উম্মত ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। [১৮]তখন ক্লিয়পা নামে তাঁদের মধ্যে একজন ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনিই কি জেরুজালেমের একমাত্র লোক যিনি জানেন না এই কয়দিনে সেখানে কি কি ঘটছে?" [১৯]ঈসা তাঁদের বললেন, "কি কি ঘটেছে?" তাঁরা বললেন, "নাসরত গ্রামের ঈসাকে নিয়ে যা যা ঘটেছে। তিনি নবী ছিলেন। তিনি কাজে ও কথায় আল্লাহ্‌ ও সমস্ত লোকের চোখে শক্তিশালী ছিলেন। [২০]আমাদের প্রধান ইমামেরা ও ধর্ম-নেতারা তাঁকে রোমীয়দের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন যাতে তারা তাঁর বিচার করে তাঁকে মৃত্যুর শাস্তি দেয়। পরে সেই ইহুদী নেতারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিলেন। [২১]আমরা আশা করেছিলাম তিনিই ইসরাইল জাতিকে মুক্ত করবেন। কেবল তা-ই নয়, আজ তিন দিন হল এই সব ঘটনা ঘটেছে। [২২]আবার আমাদের দলের কয়েকজন স্ত্রীলোক আমাদের অবাক করেছেন। তাঁরা খুব সকালে ঈসার কবরে গিয়েছিলেন, [২৩]কিন্তু সেখানে তাঁর লাশ দেখতে পান নি। তাঁরা ফিরে এসে বললেন, তাঁরা ফেরেশতাদের দেখা পেয়েছেন আর সেই ফেরেশতারা তাঁদের বলেছেন যে, ঈসা বেঁচে আছেন। [২৪]তখন আমাদের সংগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন কবরে গিয়ে স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনি দেখতে পেলেন, কিন্তু ঈসাকে দেখতে পেলেন না।" [২৫]তখন ঈসা তাঁদের বললেন, "আপনারা কিছুই বোঝেন না। আপনাদের মন এমন অসাড় যে, নবীরা যা বলেছেন তা আপনারা বিশ্বাস করেন না। [২৬]এই সমস্ত কষ্ট ভোগ করে কি মসীহের মহিমা লাভ করবার কথা ছিল না?"

[٢٧]ثُمَّ ابْتَدَأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ يُفَسِّرُ لَهُمَا الأُمُورَ
الْمُخْتَصَّةَ بِهِ فِي جَمِيعِ الْكُتُبِ.

[٢٨]ثُمَّ اقْتَرَبُوا إِلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا، وَهُوَ تَظَاهَرَ
كَأَنَّهُ مُنْطَلِقٌ إِلَى مَكَانٍ أَبْعَدَ. [٢٩]فَأَلْزَمَاهُ قَائِلَيْنِ:«امْكُثْ مَعَنَا، لأَنَّهُ
نَحْوُ الْمَسَاءِ وَقَدْ مَالَ النَّهَارُ». فَدَخَلَ لِيَمْكُثَ مَعَهُمَا. [٣٠]فَلَمَّا اتَّكَأَ
مَعَهُمَا، أَخَذَ خُبْزًا وَبَارَكَ وَكَسَّرَ وَنَاوَلَهُمَا، [٣١]فَانْفَتَحَتْ أَعْيُنُهُمَا
وَعَرَفَاهُ ثُمَّ اخْتَفَى عَنْهُمَا، [٣٢]فَقَالَ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ:«أَلَمْ يَكُنْ قَلْبُنَا
مُلْتَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي الطَّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا الْكُتُبَ؟»
[٣٣]فَقَامَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ وَرَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ، وَوَجَدَا الأَحَدَ عَشَرَ
مُجْتَمِعِينَ، هُمْ وَالَّذِينَ مَعَهُمْ [٣٤]وَهُمْ يَقُولُونَ:«إِنَّ الرَّبَّ قَامَ
بِالْحَقِيقَةِ وَظَهَرَ لِسِمْعَانَ!» [٣٥]وَأَمَّا هُمَا فَكَانَا يُخْبِرَانِ بِمَا حَدَثَ
فِي الطَّرِيقِ، وَكَيْفَ عَرَفَاهُ عِنْدَ كَسْرِ الْخُبْزِ.

[٣٦]وَفِيمَا هُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِهذَا وَقَفَ يَسُوعُ نَفْسُهُ فِي وَسْطِهِمْ، وَقَالَ
لَهُمْ:«سَلاَمٌ لَكُمْ!» [٣٧]فَجَزِعُوا وَخَافُوا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ نَظَرُوا رُوحًا.
[٣٨]فَقَالَ لَهُمْ:«مَا بَالُكُمْ مُضْطَرِبِينَ، وَلِمَاذَا تَخْطُرُ أَفْكَارٌ فِي
قُلُوبِكُمْ؟ [٣٩]انْظُرُوا يَدَيَّ وَرِجْلَيَّ: إِنِّي أَنَا هُوَ! جُسُّونِي وَانْظُرُوا،
فَإِنَّ الرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَعِظَامٌ كَمَا تَرَوْنَ لِي». [٤٠]وَحِينَ قَالَ هذَا
أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ. [٤١]وَبَيْنَمَا هُمْ غَيْرُ مُصَدِّقِينَ مِنَ الْفَرَحِ،
وَمُتَعَجِّبُونَ، قَالَ لَهُمْ:«أَعِنْدَكُمْ ههُنَا طَعَامٌ؟» [٤٢]فَنَاوَلُوهُ جُزْءًا مِنْ
سَمَكٍ مَشْوِيٍّ، وَشَيْئًا مِنْ شَهْدِ عَسَلٍ. [٤٣]فَأَخَذَ وَأَكَلَ قُدَّامَهُمْ.

২৭এর পরে তিনি মূসার এবং সমস্ত নবীদের কিতাব থেকে শুরু করে গোটা পাক-
কিতাবের মধ্যে তাঁর নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে তা সবই তাঁদের বুঝিয়ে
বললেন। ২৮তাঁরা যে গ্রামে যাচ্ছিলেন সেই গ্রামের কাছাকাছি আসলে পর ঈসা
আরও দূরে যাবার ভাব দেখালেন। ২৯তখন তাঁরা খুব সাধাসাধি করে তাঁকে
বললেন, “এখন বেলা গেছে, সন্ধ্যা হয়েছে। আপনি আমাদের সংগে থাকুন।”
এতে তিনি তাঁদের সংগে থাকবার জন্য ঘরে ঢুকলেন। ৩০যখন তিনি তাঁদের সংগে
খেতে বসলেন তখন রুটি নিয়ে আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া জানালেন এবং তা টুকরা
করে তাঁদের দিলেন। ৩১তখন তাঁদের চোখ খুলে গেল; তাঁরা ঈসাকে চিনতে
পারলেন, কিন্তু তার সংগে সংগেই তাঁকে আর দেখা গেল না। ৩২তখন তাঁরা একে
অন্যকে বললেন, “রাস্তায় যখন তিনি আমাদের সংগে কথা বলছিলেন এবং পাক-
কিতাব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তখন আমাদের অন্তর কি জ্বলে জ্বলে উঠছিল না?”
৩৩তখনই সেই দু’জন উঠে জেরুজালেমে গেলেন এবং সেই এগারোজন সাহাবী
ও তাঁদের সংগে অন্যদেরও এক জায়গায় দেখতে পেলেন। ৩৪হযরত ঈসা যে
সত্যিই জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন তা নিয়ে তখন তাঁরা
আলোচনা করছিলেন। ৩৫সেই দু’জন সাহাবী রাস্তায় যা হয়েছিল তা তাঁদের
জানালেন। তাঁরা আরও জানালেন, তিনি যখন রুটি টুকরা টুকরা করছিলেন তখন
কেমন করে তাঁরা তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন। ৩৬সেই সাহাবীরা যখন এই কথা
বলছিলেন তখন ঈসা নিজে তাঁদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে তাঁদের সবাইকে বললেন,
“আস্‌সালামু আলাইকুম।” ৩৭তাঁরা ভূত দেখছেন ভেবে খুব ভয় পেলেন। ৩৮ঈসা
তাঁদের বললেন, “কেন তোমরা অস্থির হচ্ছ আর কেনই বা তোমাদের মনে সন্দেহ
জাগছে? ৩৯আমার হাত ও পা দেখ। দেখ, এ আমি। আমাকে ছুঁয়ে দেখ, কারণ
ভূতের তো আমার মত হাড়-মাংস নেই।” ৪০এই কথা বলে ঈসা তাঁর হাত ও পা
তাঁদের দেখালেন। ৪১কিন্তু তাঁরা এত আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়েছিলেন যে, বিশ্বাস
করতে পারছিলেন না। তখন ঈসা তাঁদের বললেন, “তোমাদের এখানে কি কোন
খাবার আছে?” ৪২তাঁরা তাঁকে এক টুকরা ভাজা মাছ দিলেন। ৪৩তিনি তা নিয়ে
তাঁদের সামনেই খেলেন।

٤٤وَقَالَ لَهُمْ:«هذَا هُوَ الْكَلاَمُ الَّذِي كَلَّمْتُكُمْ بِهِ وَأَنَا بَعْدُ مَعَكُمْ: أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَتِمَّ جَمِيعُ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي نَامُوسِ مُوسَى وَالأَنْبِيَاءِ وَالْمَزَامِيرِ». ٤٥حِينَئِذٍ فَتَحَ ذِهْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا الْكُتُبَ. ٤٦وَقَالَ لَهُمْ:«هكَذَا هُوَ مَكْتُوبٌ، وَهكَذَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ الْمَسِيحَ يَتَأَلَّمُ وَيَقُومُ مِنَ الأَمْوَاتِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، ٤٧وَأَنْ يُكْرَزَ بِاسْمِهِ بِالتَّوْبَةِ وَمَغْفِرَةِ الْخَطَايَا لِجَمِيعِ الأُمَمِ، مُبْتَدَأً مِنْ أُورُشَلِيمَ. ٤٨وَأَنْتُمْ شُهُودٌ لِذلِكَ. ٤٩وَهَا أَنَا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ مَوْعِدَ أَبِي. فَأَقِيمُوا فِي مَدِينَةِ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَنْ تُلْبَسُوا قُوَّةً مِنَ الأَعَالِي».

٥٠وَأَخْرَجَهُمْ خَارِجًا إِلَى بَيْتِ عَنْيَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَبَارَكَهُمْ. ٥١وَفِيمَا هُوَ يُبَارِكُهُمُ، انْفَرَدَ عَنْهُمْ وَأُصْعِدَ إِلَى السَّمَاءِ. ٥٢فَسَجَدُوا لَهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ، ٥٣وَكَانُوا كُلَّ حِينٍ فِي الْهَيْكَلِ يُسَبِّحُونَ وَيُبَارِكُونَ اللهَ. آمِينَ.

৪৪তারপর তিনি তাঁদের বললেন, “আমি যখন তোমাদের সংগে ছিলাম তখন বলেছিলাম, মূসার তৌরাত শরীফে, নবীদের কিতাবে ও জবুর শরীফের মধ্যে আমার বিষয়ে যে যে কথা লেখা আছে তার সব পূর্ণ হতেই হবে।” ৪৫পাক-কিতাব বুঝবার জন্য তিনি সাহাবীদের বুদ্ধি খুলে দিলেন এবং তাঁদের বললেন, “লেখা আছে, মসীহ্‌কে কষ্ট ভোগ করতে হবে এবং তিন দিনের দিন মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। ৪৭আরও লেখা আছে, জেরুজালেম থেকে শুরু করে সমস্ত জাতির কাছে মসীহের নামে এই খবর তবলিগ করা হবে যে, তওবা করলে গুনাহের মাফ পাওয়া যায়। ৪৮তোমরাই এই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী। ৪৯দেখ, আমার পিতা যা দেবার ওয়াদা করেছেন তা আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। বেহেশত থেকে শক্তি না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা এই শহরেই থেকো।” ৫০পরে ঈসা তাঁর সাহাবীদের নিয়ে বেথানিয়া পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তিনি হাত তুলে তাঁদের দোয়া করলেন। ৫১দোয়া করতে করতেই তিনি তাঁদের ছেড়ে গেলেন এবং তাঁকে বেহেশতে তুলে নেওয়া হল। ৫২তখন তাঁরা উবুড় হয়ে তাঁকে সেজদা করলেন এবং খুব আনন্দের সংগে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন। ৫৩তাঁরা সব সময় বায়তুল-মোকাদ্দসে উপস্থিত থেকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে লাগলেন।